দৌলতউজির বাহরাম খান বিরচিত

লায়লী-মজনু

আহমদ শরীফ সম্পাদিত

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
১৯৫৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯৬৬

তৃতীয় মুদ্রণ
১৯৭৬

চতুর্থ মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
ফাল্গুন ১৩৯০

বা/এ. ১৪১২
মুদ্রণ সংখ্যা ২২৫০

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২

মুদ্রাকর
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ২

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা [পাঁচ মার্কিন ডলার]

উৎসর্গ

পিতৃব্য

মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মরণে :

আপনার স্নেহে-যত্নেই আমার এ দেহ-মন পুষ্ট। আপনার সাধনা-সুন্দর-জীবন থেকে প্রেরণা পাওয়ার ফলেই আপনার সংগৃহীত উপাদানে আমার জীবনের প্রথম কৃতি প্রকাশিত হল। জহুরী আপনি, কালের কবল থেকে এ রত্ন আপনিই উদ্ধার করেছিলেন। 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা' বলে হিন্দুদের মধ্যে একটি কথা আছে। আমার এ কৃতি নিয়ে আপনাকে স্মরণ করাও অবিকল তা-ই।

আমার প্রথম কর্ম-ফলটি আপনার হাতে দেয়া গেল না—এ দুঃখ আমার আমরণ থাকবে। তবু আপনার পুণ্যনাম বুকে ধরে বইটি ধন্য হল—এ-ই আমার সান্ত্বনা।

শরীফ

লায়লী-মজনু

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	
পর্ব-১	১
পর্ব-২	২৮-৯১
কাব্যপাঠ	
হামদ্	৯৫
না'ত	৯৭
আসহাব প্রশস্তি	৯৯
বাজ প্রশস্তি	১০০
পীর-স্তুতি	১০১
কবির বংশ পরিচয়	১০২
বাক্-মাহাত্মা	১০৫
মজনুর জন্ম ও শৈশব	১০৬
পাঠশালায় লায়লী	১১২
লায়লীর রূপ	১১৪
লায়লী ও মজনুর প্রেম বিনিময়	১১৮
লায়লী-মাতার ভর্ৎসনা	১২৩
লায়লীর ছলনা	১২৬
লায়লীর বিরহ-বিলাপ [১]	১২৮
মজনুর বিরহ-বিলাপ	১৩০
লায়লীর সঙ্গে মজনুর সাক্ষাৎ	
ক. প্রথম সাক্ষাৎ	১৩২
খ. দ্বিতীয় সাক্ষাৎ	১৩৩

	পৃষ্ঠা
মজনুর জন্য পিতা-মাতার বিলাপ	১৩৭
মজনু-অঙ্গে স্নুনের গলার ডোর ও লায়লীর পদরেণু	১৪৬
লায়লীর বিরহ-বিলাপ [২]	১৪৯
লায়লীর সঙ্গে মজনুর বিবাহ প্রস্তাব	১৫৩
বিরহী মজনু	১৫৮
যোগীর নিকট মজনুর সংকল্প জ্ঞাপন	১৬২
ইব্‌ন সালাম-পুত্রের সঙ্গে লায়লীর বিবাহ	১৬৮
লায়লী-মাতার বিলাপ	১৭৩
হেতুবতীর সঙ্কল্প	১৭৪
লায়লীকে যৌবন-চেতনা দানে হেতুবতীর চেষ্টা	১৭৬
লায়লী-হেতুবতী সংবাদ [ঋতু-পরিক্রমা]	
ক. প্রথম ঋতু	১৮০
খ. দ্বিতীয় ঋতু	১৮৩
গ. তৃতীয় ঋতু	১৮৫
ঘ. চতুর্থ ঋতু	১৮৮
ঙ. পঞ্চম ঋতু	১৯১
চ. ষষ্ঠ ঋতু	১৯৩
হেতুবতীর ব্যর্থতা	১৯৫
ছলে-বলে সাফল্য	১৯৭
বাসর ঘরে লায়লী	১৯৯
লায়লীর নিকট মজনুর পত্র	২০১
পত্রোত্তর	২০৫
মজনু-সকাশে বন্ধুগণ	২১০
মজনুর চন্দ্র-নিন্দা	২১৫
স্বপ্নে লায়লীর সঙ্গে মজনুর মিলন	২১৮
লায়লী-সকাশে মজনু	২১৯

	পৃষ্ঠা
নয়ফলরাজের সৌজন্য	২২৩
নয়ফলের পত্র	২২৬
সুমতির উত্তর	২২৭
সমর	২২৮
নয়ফলের মতিভ্রম, ষড়যন্ত্র ও মৃত্যু	২৩০
লায়লীর যৌবনোদ্বেগ	২৩৩
লায়লীর স্বপ্ন	২৩৮
লায়লী ও মজনুর আলাপ	২৪০
মজনুর মদন-জ্বালা	২৪৪
লায়লীর বিলাপ	২৪৭
বিলাপ : চৌতিশা	২৪৯
লায়লীর দেহত্যাগ	২৫৯
শ্মশান-বৈরাগ্য	২৬৫
লায়লীর মৃত্যু সংবাদে মজনু	২৬৮
মজনুর শোক	২৭২

পরিশিষ্ট

ক. পাদটীকার সংকেত-কুঞ্জী	২৭৭
খ. না'ত অংশের অতিরিক্ত পাঠ	২৭৮
গ. 'মজনুর শোক' (সর্গের অপর পাঠ)	২৮৩
ঘ. রহিমুন নিসার আত্মপরিচয়	২৮৬
ঙ. শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী	২৮৯-৩০৭

ভূমিকা

পর্ব—১

'লায়লী-মজনু' কাব্য প্রকাশিত হয় উনিশ শ' সাতান্ন সনে। এর পর থেকে বিভিন্ন বিদ্বানের আলোচনায়[১] কাব্যটির রচনাকাল নিরূপণে সমস্যা আরো জটিল হয়েছে। সব আলোচনাই মোটামুটি যুক্তি-নির্ভর, কিন্তু অনুমানভিত্তিক। এরূপ ক্ষেত্রে সমাধান মেলা ভার। তথ্যের পাথুরে প্রমাণ যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে অনুমানের আশ্রয় নিতেই হয়। দৃষ্টি ও মনন বৈচিত্র্যে বিতর্কের বিষয় যেমন সূক্ষ্ম ও বহুমুখী হতে থাকে, তেমনি যুক্তির ধারাও বক্র আর বিপুল হয়ে ওঠে। অনুমানের এমনি বিস্তৃত অঙ্গনে দিশেহারা পাঠকের পক্ষে স্থির-প্রত্যয়ে উত্তরণ যেমন অসম্ভব, অনুমান-সিদ্ধ যুক্তিজালে পণ্ডিত-পাঠকের মন বাঁধাও তেমনি দুরাশা মাত্র। এমনি অবস্থায় সমাধান-মরীচিকার পিছু-ধাওয়ার যে-আনন্দ, তা-ই যোগায় বিদ্বানদের বিতর্কে নামার প্রেরণা। সবটাই যখন অনুমান, তখন আমরাও অনুমান-সম্বল নতুন আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম।

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যবিশারদ-প্রদত্ত ক্রমিক ৪৪১ বা পুথি ৪৬৩ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি ১-৮৬ পত্রে সমাপ্ত। ১১½″ × ৬½″ পরিমিত কাগজের বই। ৮ম পত্র নেই। এই পত্রে রাজ-প্রশস্তি ছিল বলে মনে হয়। লিপিকালে ২য় সংখ্যাটি মুছে গেছে। 'ইতিসন ১—৯১, তারিখ ২০ শে আগ্রান, শুক্রবার, একদণ্ড'। এটি পেশাদার লিপিকর কালিদাস নন্দীর লেখা, অতএব ১১৯১ মঘী বা ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে লিপীকৃত। এর পীরস্তুতি অংশে 'গৌড়ের অদিন হৈল দুর' পাঠ ও 'ঋতু পর্যায়' রয়েছে। পরিশিষ্টে বিধৃত না'ত অংশের অতিরিক্ত পাঠও এই পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত।

খ. বাঙলা একাডেমীর ৫১ সংখ্যক পুথিটিও কালিদাস নন্দীর লেখা। অতএব ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের কিছু আগে বা পরে লিখিত।

১১½″×৬½″ পরিমিত কাগজের বই। এতে ১-৫৫ পত্র বিদ্যমান। অন্ত্যে খণ্ডিত। এই পাণ্ডুলিপিতে না'তের 'অতিরিক্ত পাঠ, 'আওরঙ্গ সাহা প্রশস্তি' ও 'ঋতু পর্যায়ে' আছে। পীরস্তুতি অংশে 'গৌরের ওদিন হৈল দুর' পাঠ রয়েছে।

এটির আরম্ভ ঃ প্রণামহ আল্লাহু আহাম্মদ সার
দোসর বর্জিত প্রভু এক করতার।
শেষ ঃ উচ্চস্বরে ডাক দিয়া মজনু সুজন
হাহা প্রাণ ধরি মোর জীবের জীবন।
সে ডাক শুনিয়া কন্যা গবাক্ষে হেরিলা
প্রাণের দুর্লভ পতি দেখিয়া চিনিলা
বিরহিনী বিউগিনী উত্তাপ তাপিনী।

গ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ৪৪২ বা পুথি ২২৪ সংখ্যক পান্ডুলিপিতে ১-১২৫ পত্র বিদ্যমান। ১১½″×৭″ পরিমিত কাগজের বই। প্রতি-লিপিটি শতেক বছরের পুরোনো। প্রথম পৃষ্ঠায় কয়েক চরণ নেই। এবং ১১১-১৫ পত্রগুলো অর্ধছিন্ন। 'আওরঙ্গ সাহা' প্রশস্তি আছে। পীরস্তুতি অংশে 'গৌরের অধিন হৈল দুর' পাঠ রয়েছে। কিন্তু 'ঋতু পর্যায়' নেই। এটি বাম থেকে ডানে লেখা।

ঘ. বাঙলা একাডেমীর ৪৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির লিপিকর মহিলাকবি রহিমুননিসা। তিনি গ্রন্থশেষে দীর্ঘ আত্মপরিচয় দিয়েছেন। পরিশিষ্টে তা বিধৃত হলো। সম্পূর্ণ আছে। ৯৪ পত্রে সমাপ্ত। লিপিকাল নেই। তবে শতোর্ধ্ব বছরের পুরোনো বলে মনে হয়। হস্তাক্ষর মুক্তোর পাঁতির মতো সুন্দর। ১১″×৭″ পরিমিত কাগজের বই। এতে 'রাজ-প্রশস্তি' আছে; 'ঋতু পর্যায়' নেই। পীরস্তুতি অংশে 'গৌড় হন্তে না হৈল দুর' পাঠ মেলে। পাঠে সামান্য পার্থক্য থাকলেও এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২৪ সংখ্যক পান্ডুলিপির অনুরূপ।

ঙ. বাঙলা একাডেমীর ৪৮ সংখ্যক ও ৪৯ সংখ্যক পান্ডুলিপি দুটো একই প্রতিলিপির অনুলিপি। পাঠ সর্বত্র অভিন্ন। সম্পূর্ণ আছে। ৭৩ পত্রে সমাপ্ত। ১০″×৬″ পরিমিত কাগজের বই। লিপিকর জিন্নত আলি, আদেষ্টা কামদর আলি (পৃঃ ৩খ) মলাট পত্রে অন্যসূত্রে লেখা

রয়েছে, মঘী সন ১২২৬। পাণ্ডুলিপি তার কিছু কাল আগে লিখিত। অতএব ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেকার প্রতিলিপি। 'রাজ-প্রশস্তি' আছে। 'ঋতু পর্যায়' নেই। পীরস্তুতি অংশে 'গৌর হন্তে না হৈল দুর' পাঠ মেলে।

চ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ৪৪৩ বা পুথি ২২৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি ১১½"×৭" কাগজের বই। আদ্যে বন্দনা অংশের কতেকাংশ এবং অন্ত্যে কিছু পাঠ অলিখিত। লিপিকর শ্রীমোসরফ আলী। শতোর্ধ্ব বছরের পুরোনো হতে পারে। ১-১৩৬ পৃষ্ঠা বিদ্যমান। এতে 'ঋতু পর্যায়' নেই। পীরস্তুতি অংশে রয়েছে 'গৌড়ের অধিন হৈল দুর' পাঠ।

আরম্ভ ঃ সর্বসাস্ত্র বিসারদ রূপে গুণে বিদগ্ধ
ভোবন বিখ্যাত সাহা নিধি
শেষ ঃ জখনে সরীর তেজি আমি চলি জাই
বারতা জানিব মোর মজনুর ঠাই।
জার লাগি জেই জনে জত দুঃখ পাএ
এক চিত্তে ভাবিলে সে অবশ্য তারে পাএ।

ছ. বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ৪৪৪ বা পুথি ৬৫৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১৮-৮৩ পত্র বিদ্যমান। জীর্ণাবস্থ ও কীটদষ্ট। ৭"×৫½" পরিমিত কাগজের বই। শতোর্ধ্ব বছরের পুরোনো।

আরম্ভ ঃ লক্ষিল দুর্জন গণে দোহান চরিত
কন্যার জনক তরে জানাইল তুরিত।
শেষ ঃ তোমার বিরহ দুঃখ মোহর হৃদয়এ
ইন্দ্রসুখ সমতুল জানিঅ নিশ্চএ
তবে সে ভাবক মুঞি সাধু সুচরিত।

জ. বাঙলা একাডেমী ৫০ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটিও আদ্যন্ত খণ্ডিত। ১১½×৭" পরিমিত কাগজের বই। ২৩ক পত্রে অন্য প্রসঙ্গে ১২৩৫ মঘী বা ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ লেখা রয়েছে। কিন্তু প্রতিলিপির বয়েস আরো কয়েক বছর বেশী। পত্রাঙ্কহীন ২৮ পত্র বিদ্যমান। দুই লিপিকরের লেখা। একজন লিখেছেন কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র।

আরম্ভ ঃ কন্টক ফুটিল ছলে রহিল অন্তরে
প্রাণ ধন সনে ধনি করিল দ্রসন
মৃতবত্ত কাআ মধ্যে লম্বিল জীবন।
শেষ ঃ অনুক্রমে যেই রিতে তোর পরিহিত
শুখ ভোগ করে সব পতির সহিত।

এতে ঋতু পর্যায়ের কিছু অংশ আছে।

ঝ. উক্ত আটখানা পাণ্ডুলিপি ছাড়াও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে যে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন, তাও আলোচিত হয়েছে। বাঙলা একাডেমীর ৫০ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির পাঠের সঙ্গে সাহিত্যবিশারদ বিধৃত পাঠের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

আরম্ভ ঃ মহত্ত জনের মুখে শুনেছি কথন
এই ভব ভান্ডারে বচন মহাধন।
শেষ ঃ লায়লি লায়লি বলি হইল নৈরাশ
মজনু ঘরেতে রৈল ছাড়িয়া নিশ্বাস।

কবির আত্ম-পরিচয়

কবি কিছু আত্মকথা বলেছেন তাঁর কাব্যের উপক্রমে। তাতে রয়েছে তাঁর পীর, পূর্বপুরুষ ও তাঁর নিজের কথা।

হামদ ও না'তের পরে পাই পীরের পরিচয়। পীর সদর জাহাঁর পুত্র পীর শাহ জুনদ, তাঁর পুত্র পীর মুহম্মদ সৈয়দ। আর এঁরই পুত্র শাহ আসাউদ্দীন [আসহাব উদ্দীন] ছিলেন কবির পীর। কবির ভাষায় পীরের গুণপনা এরূপ ঃ

সিদ্দিক সমান জ্ঞান   হাতিম সমান দান
আসাউদ্দিন দয়াময়

এবং তাঁর নিবাসও ছিল ফতেয়াবাদে ঃ

বঙ্গদেশ মনোহর   তার মধ্যে শোভাকর
নগর ফতেয়াবাদ নাম
আসাউদ্দিন পীর   নির্মল শরীর ধীর
তথাত বসতি অনুপাম।

পীর-পরিচিতি এখানেই শেষ।

এর পরেই পাই কবির বংশের ও জন্মভূমি চট্টগ্রামের পরিচয়। কবির দেয়া বর্ণনা এরূপ ঃ

পূর্বকালে নরপতি   ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হুসেন শাহাবর
তান রত্ন-সিংহাসন   অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়েত শোভিত মনোহর।
প্রধান উজির তান   সুনাম হামিদ খান
তাহান গুণের অন্ত নাই
অন্নশালা স্থানে স্থান   মসজিদ সুনির্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই। ..

আর,   বাতুল আতুর যথ   পালিলেন্ত অবিরত
দান ধর্ম করিলা বিশেষ।

তাঁর দানের খ্যাতি শুনে এবং জনপ্রিয়তা দেখে নৃপতির ঈর্ষা হলো। তিনি হামিদের ঃ

শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হৈল নৃপমণি
ডাকাইয়া আনিলেন্ত তাএ

এবং কেমত ধার্মিক সার একে একে সপ্তবার
তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ।

সব পরীক্ষাই অলৌকিক ও অস্বাভাবিক। উজির হামিদ খান যখন সব কয়টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ তাঁর ঃ

দেখিয়া ধর্মের সাজ ভালবাসি মহারাজ
তাঁকে প্রসাদ করিলা দুই সিক।

এভাবে উজির হামিদ খান চট্টগ্রামে জায়গীর-স্বরূপ দুটো সিক (পরগনা) লাভ করে সেখানে চলে গেলেন। স্বদেশের মায়া-মুগ্ধ কবি চট্টগ্রামের এক মনোরম চিত্র তুলে ধরেছেন এ প্রসঙ্গে ঃ

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ
মনোভব মনোরম অমরাবতীর সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস।
লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলী নদীতট
তাতে শাহা বদর আলাম।
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে উজির হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈতে চাটিগ্রাম।

সেখানে হামিদ খান ঃ

আদ্য রূপে দান ধর্ম করিলা পুণ্যের কর্ম
এবং, আনন্দে রহিলা সেই ঠাম।

তারপর,

অনুক্রমে বংশ কথ গঞ্রিলেন্ত এই মত
গৌড়ের অধীন (অদিন) হৈল দূর

চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নেজাম শাহা সুর।
একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী
ধবল অরুণ গজেশ্বর
রজনী সময় হৈলে মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে
অপরূপ পুরীর অন্তর।

এই নৃপতি নিযামশাহ্‌র দরবারেই কবির পিতা মুবারক খান ও কবি বাহরাম 'দৌলত উজির' ছিলেন। কবি তাঁর আত্ম-পরিচয় এভাবে দিয়েছেন ঃ

এই যে হামিদ খান আদ্যের উজির জান
তাহান বংশেত উৎপত্তি
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম
সদাএ ধর্মেত তান মতি।
তান প্রতি মহীপাল খেতাব অধিক ভাল
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজির
সাধু সৎলোক সঙ্গে জনম বঞ্চিত রঙ্গে
ধর্মরূপে তেজিল শরীর।
তান পুত্র ক্ষুদ্র-সম নাম মোর বহরম
মহারাজ গৌরব অন্তরে
পিতাহীন শিশু জানি দয়া ধর্ম মনে মানি
বাপের খেতাব দিলা মোরে।

'চৌতিশা'য় কবি আর একবার নিযামের নাম করেছেন ঃ

ক্ষ্যাত বিখ্যাত অতি ক্ষমা কর মুখজ্যোতি
ক্ষিতিত নেজাম শাহা বীর।

অন্যত্র 'শ্মশান বৈরাগ্য' সর্গে কবি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

এবে মোর বৃদ্ধকাল হৈল উপস্থিত
বুদ্ধি সুদ্ধি পরাক্রম সকল খণ্ডিত।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে জানা যাচ্ছে, কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খান গৌড়ের সুলতান সৈয়দ আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র (১৪৯৩-১৫১৯

খ্রীস্টাব্দ) প্রধান সচিব ছিলেন। হোসেন শাহ হামিদ খানকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুই 'সিক' বা পরগনা জায়গীর দিয়ে চট্টগ্রামের 'অধিকারী' তথা প্রশাসক নিযুক্ত করলে হামিদ খান চট্টগ্রামে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন। তারপর কয়েক বংশীয় রাজার শাসনের অবসানে চট্টগ্রাম হল গৌড়ের অধীনতা-মুক্ত এবং নিযাম শাহ্ হলেন চট্টগ্রামের নৃপতি। অবশ্য 'ধবল অরুণ গজেশ্বর' আরাকানরাজ রইলেন 'সভানের অধিকারী'। অর্থাৎ চট্টগ্রাম তখন আরাকান অধিকারে এবং নিযাম চট্টগ্রামে আরাকান-রাজের নিযুক্ত বা স্বীকৃত শাসনকর্তা। চট্টগ্রামের পূর্বতন শাসক হামিদ খানের বংশধর মুবারক খানকে নিযাম করলেন তাঁর 'দৌলত উজির' আর মুবারকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহরাম খান পেলেন সে-পদ। নিযামের আমলে নগর ফতেয়াবাদ ছিল রাজধানী। রাজধানীর নামানুসারে গোটা চট্টগ্রামও হত ফতেয়াবাদ নামে অভিহিত। 'লায়লী-মজনু' রচনাকালে দৌলত উজির বার্ধক্য সীমায় উপনীত। গ্রন্থসূত্রে এর অধিক কিছু মেলে না।

এযাবৎ বিভিন্ন বিদ্বানের আলোচনায় যে-সব উপপাদ্য-সম্পাদ্য ও প্রতিজ্ঞা-অঙ্গীকার উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ:

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ৪৪২, বাঙলা একাডেমীর ৪৮, ৪৯ ও ৫১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে এবং সাহিত্যবিশারদ-বিধৃত ১৮৯৫ সনের পাঠে 'আওরঙ্গ সাহা' তথা রাজ-প্রশস্তি মিলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ৪৪১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ৮ম পত্রেই রাজ-প্রশস্তি থাকার কথা, সে পত্রটি খোয়া গেছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪৩ সংখ্যক পুথির আদ্যে ও অন্ত্যে কিছু পাঠ অলিখিত, ৪৪৪ সংখ্যক এবং একাডেমীর ৫০ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত খণ্ডিত। অতএব, এ সব-কয়টিতে রাজ-প্রশস্তি ছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

খ. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রাজ-প্রশস্তিটিকে অকৃত্রিম বলে মনে করেন।[২]

গ. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে 'আওরঙ্গ শাহা' প্রশস্তিটি প্রক্ষিপ্ত। এবং হামিদ খান ছিলেন চট্টগ্রামের এক অংশের (ফতেয়াবাদ অঞ্চলের) শাসনকর্তা। আর নেজামশাহ ছিলেন সুর বংশীয় স্বাধীন নরপতি। তিনি গৌড়ের 'অদিন' (কুদিন) পাঠই গ্রহণ করেছেন।[৩]

ঘ. ডক্টর আনিসুজ্জামানের ধারণা "হামিদ খান যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হোসেন শাহ্‌রই কর্মচারী ছিলেন, এমন নাও হতে পারে। হোসেন শাহ্‌র অসাধারণ জনপ্রিয়তার ফলে তাঁর আগের ও পরের অনেক ঘটনা লোকের মুখে মুখে তাঁরই নামে প্রচলিত হয়ে গেছে একথা সুবিদিত। এমনও হতে পারে যে, হামিদ খান হোসেন শাহ্‌র পূর্ববর্তী ছিলেন—কেবল গৌরব বৃদ্ধি হবে মনে করে কবি বা তাঁর পূর্বপুরুষেরা তাঁকে হোসেন শাহ্‌র 'প্রধান উজির' বলে দাবী করেছেন।" [৪]

ঙ. অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মনে করেন, 'নিযাম শাহ' কোন আরাকানরাজের মুসলমানী নাম। কেননা 'ধবল অরুণ গজেশ্বর' আরাকান রাজেরই বিশেষ রাজকীয় উপাধি। তাঁর ধারণায় (আমাকে লিখিত পত্রে) নিযাম শাহর আমলে কবি গ্রন্থরচনা শুরু করেন আর সমাপ্তিকালে চট্টগ্রাম মুঘল অধিকারে আসে। তাই 'আওরঙ্গ শাহা'র প্রশস্তিও কবি পরে যুক্ত করেছেন। [৫]

চ. ডক্টর আবদুল করিম[৬] ডক্টর এনামুল হকের মতে সায় দিয়ে বলেছেন, পরাগল-ছুটি খাঁ যখন উত্তর চট্টগ্রামে লস্কর, তখন হামিদ খান পূর্ব চট্টগ্রামের শাসনকর্তা। তাঁর ভাষায় —

চ. ১. "পরাগল খান চট্টগ্রামের উত্তর পশ্চিম এলাকার থানাদার নিযুক্ত হলে হামিদ খানের দুইটি সিক জাগীর লাভ করা বা চট্টগ্রামের অন্য অংশের অধিকারী হওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। (পৃঃ৮, লায়লী মজনুর রচনার তারিখ) ১৫৭৬ থেকে ১৬৬৬ সন অবধি "চট্টগ্রাম প্রধানতঃ আরকান রাজের অধীনেই থাকে।"

চ. ২. "গৌড়ের 'অদিন' ও 'অধীন' শব্দ দুটোর তাৎপর্য তাঁর মতে 'অদিন' এর অর্থ হবে, গৌড়ের দুর্দিন দূর হল অর্থাৎ চট্টগ্রামের উপর গৌড়ের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল আর 'অধীন' অর্থে ব্যবহৃত হলে বলতে হবে, চট্টগ্রাম গৌড়ের অধীনতা ছিন্ন করে হয় স্বাধীন হল বা অন্য-কোন রাজশক্তির অধিকারভুক্ত হল।"

চ. ৩. ডক্টর করিমের মতে 'নিজাম শাহ সুর' ও 'ধবল অরুণ গজেশ্বর' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। ...নিজাম শাহ সুর আরাকান রাজের 'অধীনেই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন।' (পৃঃ ১৪) এবং সলিমশাহ

(মেওইয়াজাগী) ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দের পরেই (চট্টগ্রামে) মঘ শাসনকর্তা নিয়োগের প্রথা চালু করেন।' এর আগে মুসলমান উজিরই আরাকান রাজার পক্ষে চট্টগ্রাম শাসন করতেন। (পৃঃ ১২) "যেহেতু ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামের কোন শাসনকর্তার নাম পাওয়া যায় না, আমাদের মনে হয় ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কালের কোন এক সময়ে নিজাম খান সুর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন।"

ছ. দৌলত উজির বাহরাম খানের প্রথম রচনা 'কারবালাকাহিনী নিয়ে রচিত জঙ্গনামা বা মক্তুল হোসেন' মিলেছে। তাতে নিযামের নিবাস 'জাফ্রাবাদ' (জাফরাবাদ) বলে উল্লেখ রয়েছে। পীর আসাউদ্দীনের নাম সেখানে নেই।[৬ক] এ 'জাফরাবাদ' গ্রাম বারইয়ারঢালার কাছে আজো বিদ্যমান।

এখন উপরোক্ত তত্ত্ব ও তথ্যগুলো যাচাই করা যাক।

ক. রাজ-প্রশস্তি তথা আওরঙ্গশাহার কথা থাকলেও আওরঙজেবের চট্টল বিজয়ের পরেই যে লায়লী-মজনু কাব্য রচিত হয়েছে, তা মানা যাবে না। কারণ ঃ

ক. ১. কোনো পাণ্ডুলিপিই ১৩০/৩৫ বছরের আগের নয়। অতএব ১৬৬৬-১৭০৭ সনের মধ্যে লিপীকৃত কোন পাণ্ডুলিপির প্রক্ষিপ্ত রাজ-বন্দনা লিপিকর পরম্পরায় চালু হয়ে গেছে বলেই আমাদের অনুমান।

ক. ২. 'গুলে বকাউলি' রচয়িতা মুহম্মদ মুকিম (উনিশ শতকের প্রথমার্ধ) তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালীন কবিপ্রণামে দৌলতউজির বাহরাম খানের নামোল্লেখ করেন নি। আঠারো শতকের কবি হলে শহুরে কবি দৌলতউজিরের নাম বাদ পড়তো না। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কবি চুহরও কয়েকজন স্বদেশী কবির নাম করেছেন, কিন্তু তাতেও নেই দৌলতউজিরের নাম। এতে মনে হয়, দৌলতউজির তাঁদের অনেক পূর্ববর্তী কবি। তাই লোক-মানস থেকে মুছে গিয়েছিল তাঁর স্মৃতি।

ক. ৩. মুঘল আমলের চট্টগ্রামের শাসনকর্তাদের আনুক্রমিক নাম মেলে (Ahadisul Khawanin), তাতে 'নিযাম'-এর নাম নেই! সুখময়

মুখোপাধ্যায় যে বলেছেন মুঘলবিজয়ের পূর্বে লায়লী-মজনু রচনার শুরু আর মুঘলবিজয়ের পরে কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়, তাই আওরঙজেব-প্রশস্তি পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, তা যুক্তিতে টেকে না। কেননা, তাহলে মুঘলবিজয়কালীন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযামের নাম শিহাবুদ্দিন তালিসের 'ফাতেহা-ই-ইব্রিয়া'তে কোন না কোন প্রসঙ্গে উল্লেখিত হত। কাজেই একই গ্রন্থে দুই স্বতন্ত্র নরপতির বন্দনা থাকার যুক্তি মেলে না। বাহরাম খান অন্য প্রসঙ্গে লায়লী-মজনু কাব্যেই বলেছেন, 'একদেশে দুই নৃপ কোথাত বসতি।'

ক. ৪. ১৬৬৬ সনের মুঘলবিজয়ের স্মারক রূপে চট্টগ্রামের নাম হয় ইসলামাবাদ। দৌলত উজির বলেছেন 'নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুরএ সাধ, চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।' আওরঙজেব প্রশস্তি লেখক ইসলামাবাদ নামটাও উল্লেখ করতেন। চট্টগ্রাম শহরের ৭/৮ মাইল দূরে ফতেয়াবাদ গাঁ এখনো বর্তমান। এতে প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আছে। এর পাশের গাঁয়ে আরাকান শাসকের শাসন কেন্দ্র বা দুর্গ ছিল। তার নাম কোটবাড়ী।

ক. ৫. কাব্যের প্রায় সব সর্গশেষেই রয়েছে ভণিতা। রাজপ্রশস্তিটি ভণিতা বিহীন।

ক. ৬. বিশেষ করে নিযাম শাহ বা আরাকানরাজ—যাঁর সম্বন্ধেই বলা হোক না কেন,

একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী
ধবল অরুণ গজেশ্বর

—এই বর্ণনা আওরঙজেব প্রশস্তির অলীকতার সাক্ষ্য দেয়।

খ. ডক্টর শহীদুল্লাহ 'হোসেন শাহর উজির হামিদ খানের 'বংশেত উৎপতি' কথায় গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন 'হামিদ খান হইতে বহরাম খান ৪ ও ৫ পুরুষ অন্তর ...সুতরাং আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮—১৭০৭ খ্রীঃ) প্রশস্তি প্রক্ষিপ্ত নহে।' এবং 'হুসয়ন শাহী বংশের পরে এবং মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পূর্বে চট্টগ্রামে সূরী, কররানী, মগী, ত্রিপুরাজগণ রাজত্ব করেন। ইহাকেই বলা হইয়াছে 'অনুক্রমে বংশ কত গক্রিলেন্ত এই মত।' চট্টগ্রাম ১৬৬৬ খ্রীঃ আওরঙ্গযেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইহাকেই বলা হইয়াছে 'গৌড়ের অধীন হৈল দূর।"[৭]

সামন্ত-সভার কবি মঘ ও ত্রিপুরার শাসনকে 'গৌড়-শাসন' বলে অভিহিত করবেন, মনে হয় না। আমাদের ধারণায়ও 'অনুক্রমে বংশ কথ' অর্থে, মাত্র ছয় সাত বৎসরের মধ্যে (১৫৩৪-৩৯ খ্রীঃ) গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ (ন্যায়ত যিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নন, তিনি যখন সিংহাসন জবরদখল করলেন, তখন একে বংশান্তর ধরা যায়) হুমায়ুন, শেরশাহ প্রভৃতির কয়েক বংশের রাজত্বের কথাই কবি উল্লেখ করেছেন। কাজেই 'তাহান বংশেত উৎপত্তি'র ব্যাখ্যা সাধারণভাবেও হতে পারে। হোসেন শাহ কর্তৃক হামিদ খান যখন চট্টগ্রামে প্রেরিত হন, তখন তিনি বার্ধক্য সীমায় উপনীত বলে মনে হয়, কেননা প্রৌঢ় হবার আগে তাঁর দান-ধর্মের তথা ধার্মিকতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম। হোসেন শাহর সঙ্গে সিকান্দর লোদীর যুদ্ধে (১৪৯৪ খ্রীঃ) সৈনাপত্য করেন তাঁর পুত্র দানিয়েল।[৮]

এ সময় দানিয়েলের বয়স পঁচিশ বছর হলে হোসেন শাহর জন্ম সন ১৪৪৫-৫০-এর মধ্যে অনুমান করতে হয়।[৯] হোসেন শাহর লস্কর পরাগল খান সম্পর্কে কবীন্দ্র বলেছেন, 'পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।' আসাম-বুরঞ্জী সূত্রে জানতে পাই হোসেন শাহর আসাম (কামরূপ-কামতা) অভিযানে এক 'বড় উজীর' ছিলেন সেনাপতি। ইনিই কি প্রধান উজির হামিদ খান? হামিদ খান যদি হোসেন শাহর ও পরাগল খানের সমবয়সী কিংবা বয়োজ্যেষ্ঠ হন, তাহলে ১৪৬৫-তে তাঁর পুত্রের, ১৪৮৫-তে পৌত্রের এবং ১৫০৫ সনের দিকে প্রপৌত্রের জন্ম হতে পারে। আমাদের অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তাহলে ১৫৪৫-৫৩ সনের মধ্যে আমরা প্রৌঢ় কবি দৌলতউজির বাহরামকে পাই।

গ. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে হামিদ খান হোসেন শাহর সেনাপতিরূপে দক্ষিণপূর্ব চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং উত্তর চট্টগ্রামে অর্থাৎ এখানকার নিযামপুর অঞ্চলে তখন সীমান্ত সেনানী ও প্রশাসক ছিলেন লস্কর পরাগল খান। এটি ডক্টর করিমেরও মত। ডক্টর করিম লস্কর পরাগল খানকে চট্টগ্রামের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের থানাদার বলে মনে করেন। আমাদেরও তা-ই বিশ্বাস। কেননা এর সমর্থন পাই পরাগলী ও ছুটিখানী মহাভারতে ঃ

পরাগল খান ঃ নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর।
লস্কর পরাগল খান মহামতি
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি।
লস্করী বিষয় পাই আইল চলিয়া
চাটিগ্রাম চলি গেল হরষিত হইয়া।

ছুটী খান ঃ তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান।
চাটিগ্রাম নগরে নিকট উত্তরে
চন্দ্রশেখর নাম পর্বত কন্দরে।
চারু লোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি
বিচিত্র নির্মিল তাক কি কহিব অতি।
চারিবর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত
নানাগুণে প্রজাসব বসাএ তথাত।
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার
পুর্বদিগে মহাগিরি পার নাই তার।
লস্কর পরাগল খানের তনয়
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয়।*

ডক্টর এনামুল হক ও ডক্টর করিমের মতে নিযাম শাহর সুর বংশীয় (শেরশাহর ভাই না হয়েও) তথা আফগান হওয়া সম্ভব। এ অনুমানের বিরুদ্ধেও আপাতত বলবার কিছু নেই। ডক্টর হক 'অদিন' অর্থে গৌড়ের রাষ্ট্রবিপ্লব নির্দেশ করেছেন। আমরাও 'অনুক্রমে বংশ কথ, গক্রিলেন্ত এইমত' অর্থে দণ্ডধরের পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করতে চাই।

ঘ. ডক্টর আনিসুজ্জামানের মতে হোসেন শাহ জনপ্রিয়তায় Legendary ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছিলেন, তাই সময়ের দিকে লক্ষ্য না রেখেই স্ববংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্যেই কবি হোসেন শাহর নাম করেছেন। কিন্তু এ যুক্তি মানা যাবে না, কেননা, আমাদের কবি সামন্ত সরকারে পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা ও পরিবেশ ছিল অভিজাতের। ৩০/৩৫ বছর আগের গৌড়-সুলতানকে ভোজরাজের বা বিক্রমাদিত্যের মতো কল্পনাশ্রিত ব্যক্তিত্ব রূপে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।

ঙ. সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ধারণা 'ধবল অরুণ গজেশ্বর' নিযাম শাহ্ আরাকানরাজ, কিন্তু এ মত গ্রহণ করা চলে না। কেননা, কাজী দৌলত ও আলাউল উচ্ছ্বসিত ভাষায় রাজ-প্রশস্তি গেয়েছেন। সুধর্মা বা চন্দ্র সুধর্মার মুসলিম নাম থাকলে তা নিশ্চয়ই তাঁরা উল্লেখ করতেন। যদিও Manrique-এর মতে সুধর্মা রাজার মুসলমানী নাম ছিল দ্বিতীয় সলিম শাহ্।[১০] সুখময় মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুমান, গ্রন্থ সমাপ্তিকালে মুঘলবিজয় ঘটার ফলে, কবি পরে আওরঙজেব প্রশস্তি যুক্ত করেছেন। এ অনুমান সঙ্গত বলে মনে হলেও, গ্রহণ করতে যে-সব বাধা রয়েছে, সেগুলো আমরা 'ক'-এ ব্যক্ত করেছি।

চ. ডক্টর করিম ও ডক্টর হক যে বলেছেন,

চ.১. ত্রিপুরা রাজ্য-সীমান্তে যখন লস্কর পরাগল খান থানাদার তখন হামিদ খান দক্ষিণ পূর্ব চট্টগ্রামের শাসনকর্তা, তা আমরা বিশ্বাস করি।

চ.২. ডক্টর করিমের 'গৌড়ের অধীন হৈল দূর' পাঠও গ্রহণীয়। তবে তা 'অনুক্রমে বংশ কথ গক্রিলেন্ত এইমত' অর্থে অল্পকালের মধ্যে গৌড়-সিংহাসন ঘন ঘন হাত বদল হওয়া বোঝায়—এই শর্তে।

চ.৩. নিযাম শাহ ও 'সভানের অধিকারী এক শত ছত্রধারী ধবল অরুণ গজেশ্বর' যে অভিন্ন ব্যক্তি নয় - ডক্টর করিমের এ অনুমান যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু তাঁর অপর যুক্তি—(Manrique সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য) সলিম-শাহর (মেঙইয়াজাগীর) আমল (১৫৯৩-১৬১২) থেকে রাজার দ্বিতীয় পুত্র চট্টগ্রামের শাসনকর্তা এবং Francois Pyvard ১৬০৭ সনে আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে মুসলিম শাসন দেখেছেন। আর ১৩৩৮-১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ অবধি পর পর হামজা, নসরত ও জালাল খানকে চট্টগ্রামের শাসক দেখা যায়, অতএব ১৫৮৭-১৬০৭-এর মধ্যেই নিযাম শাহর শাসন-কালে 'লায়লী-মজনু' রচিত হয়েছিল। —মানা যাবে না। কেননা সলিম শাহর পূর্বেও চট্টগ্রামে আরাকানী শাসকের নাম পাই এবং আধুনিক চট্টগ্রাম অঞ্চল কোন একক শাসকের অধীনে থাকত না। তাছাড়া ১৫৮৬ সনের পূর্বে চট্টগ্রাম ছিল ত্রিপুরারাজের অধীনে—গৌড়ের নয়। আমাদের কবি বলেছেন, গৌড়ের অধীনতা দূর হবার পরেই

নিযাম নৃপতি হয়েছিলেন। সামন্তসভার শিক্ষিত কবি ত্রিপুরাকে গৌড় বলবেন, এমন অনুমান অসঙ্গত।

(ক) কোন স্থির প্রত্যয়ে উত্তরণের জন্যে ইতিহাসের ক্ষেত্রে সঞ্চরণ প্রয়োজন। আমাদের দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস নেই। বিশেষ করে গৌড়, ত্রিপুরা, আরাকান ও পর্তুগীজ শক্তির যুদ্ধবিগ্রহের অঙ্গন চট্টগ্রামের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত জটিল। তথ্যবিরলতা একে দুর্ভেদ্য আরণ্যক অন্ধকারে আচ্ছন্ন রেখেছে। তবু নানাসূত্রে যা জানতে পাই, তা ই দিয়ে সরণী করে এগুতে হবে লক্ষ্যে।

সোনার গাঁয়ের সুলতান ফখরউদ্দীন মুবারক শাহর (১৩৩৮-৪৯ খ্রীঃ) সেনাপতি কদর খান যে ১৩৩৯-৪০ সনের দিকে চট্টগ্রাম জয় করেন, তা লোকস্মৃতিতে, ইবনবতুতার বিবৃতিতে[১১] ও মুহম্মদ খান রচিত 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে বিধৃত রয়েছে। আর ফখরউদ্দীন-নির্মিত চট্টগ্রাম-চাঁদপুর সড়কের কথা পাই শিহাবুদ্দীন তালিসের ফতেয়া-ই-ইব্রিয়ায়[১২] ও কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের নিকটস্থ 'ফখরউদ্দীনের পথ'-এর অস্তিত্বে। কেউ কেউ[১৩] মনে করেন ১৩৫০-৫১ সনে আরাকানরাজ মেঙদি দক্ষিণ চট্টগ্রামের কিছু অংশ দখল করেছিলেন। তা যদি সত্যও হয়, তাহলেও চট্টগ্রামের অবশিষ্ট অংশ গৌড়-শাসনে ছিল এবং আরাকান অধিকারও ছিল ক্ষণস্থায়ী। কেননা, গিয়াসুদ্দীন আযম শাহর আমলে (১৩৮৯-১৪১০) চট্টগ্রাম যে গৌড়-শাসনে ছিল তার চারটে[১৪] নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে: এক, আরাকানরাজ নর-মিখলার (মঙসাউ মম ১৪০২-৩৪) গৌড়ে আশ্রয় গ্রহণ (১৪০৪-৩০); দুই, চীনা-মিশনের চট্টগ্রাম হয়ে গৌড়দরবারে গমনবৃত্তান্ত; তিন, আযম শাহকে লিখিত মুজাফফর শামস বল্‌খীর পত্র; চার, চট্টগ্রামে আযম শাহ্‌র উৎকীর্ণ মুদ্রা। আর গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ চট্টগ্রাম জয় করে নিয়েছিলেন বলে কোথাও কোন আভাস নেই। কাজেই ইলিয়াস শাহী আমলে এবং গণেশ-মহেন্দ্র-জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহর এবং পরবর্তী নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহর শাসনকালে (১৪৩৪—৫৯) চট্টগ্রাম গৌড়-শাসনে ছিল।[১৫] তারপর মেঙখারী (আলিখান ১৪১৪-৫৯ সন) রামু দখল করেন।[১৬] এবং তাঁর পুত্র বসউপিউ (কলিমা শাহ ১৪৫৯—৮২) ১৪৫৯ সনে উত্তর চট্টগ্রাম জয়

করে নেন। কিন্তু এ-বিজয়ও যে স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল তার প্রমাণ পাই রুকনউদ্দীন বারবক শাহর চট্টগ্রামস্থ কর্মচারী রাস্তিখানের উৎকীর্ণ মসজিদ লিপিতে (১৪৭৪ সনে)।[১৭]তার পর ইউসুফ শাহর আমল (১৪৭৬-৮০) থেকে ১৪৯২ সনের মধ্যে কোন সময়ে চট্টগ্রামের উপর গৌড়ের অধিকার লোপ পায়।

তখন থেকে চট্টগ্রাম যে আরাকান শাসনে ছিল, তার প্রমাণ মেলে ধন্যমাণিক্য ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহর চট্টগ্রাম দখলের প্রয়াসে। ১৫১২ সনে হোসেন শাহ উত্তর চট্টগ্রাম জয় করেন। পরের বছর (১৫১৩) দেবমাণিক্য তা ছিনিয়ে নেন ঃ

শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা চাটিগ্রাম চলে
চৌদ্দশ পাঁচত্তিশ শকে নিজ বাহুবলে
চাটিগ্রাম বিজয় বুলি মোহর মারিল
গৌড়েশ্বরের সৈন্য সব ভঙ্গ দিয়া গেল।

কিন্তু অনতিকাল পরেই হোসেন শাহ চট্টগ্রাম পুনর্দখল করলেন।

তাই— পুনরপি ধন্য মাণিক্য মহারাজা
চাটিগ্রাম লইবারে পাঠাইল প্রজা
মারনে কাটনে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা
রসঙ্গ-মর্দন নারায়ণকে বৈসাইল থানা।[১৮]

এবার ত্রিপুরার সেনা 'রামু আদি ছয় সিক (চত্রাসিক?) মারিয়া লইল'। এ অভিযানে নারায়ণ, রায়কছাগ ও রায়কছম—এই তিনজন ছিলেন সেনাপতি। ধন্যমাণিক্য বিজিত অঞ্চল দেখার জন্যে 'চৌদ্দশ ছত্তিশ' শকে (১৫১৪ সনে) চাটিগ্রামে গেল।[১৯] ধন্যমাণিক্যের ১৫১৩-১৪ সনে চট্টগ্রামে উৎকীর্ণ মুদ্রাও মিলেছে।[২০] এর পরে হয়তো গৌড়-ত্রিপুরার বিবাদের সুযোগে আরাকানরাজ মেঙইয়াজা (১৫০-১৩) চট্টগ্রাম দখল করেন।[২১] কিন্তু ১৫১৭ সনের আগেই হোসেন শাহর আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ১৫১৭ সনে Jao de silveriera চট্টগ্রামকে বাঙলার রাজার অধীনে দেখেছেন, এমন কি আরাকানরাজকে গৌড়-সুলতানের প্রজা বলে জেনেছেন।[২২] আবার ১৫১৮ সনে আরাকানরাজ মেঙইয়াজা সেনাপতি ছন্দউইজা মন্ত্রী ছাঙ্গেগ্রী ও পুত্র ইরেমঙের নেতৃত্বে বিপুলবাহিনী

পাঠিয়ে কর্ণফুলী অবধি দক্ষিণ-চট্টগ্রাম দখল করলেন।[২৩] ১৫১২ সনে নুসরত শাহর থেকে উত্তর চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেন দেবমাণিক্য।[২৪] তবে ১৫২৪-২৭ সনে নুসরত শাহ ফিরে পান গোটা চট্টগ্রামের অধিকার।[২৫] ১৫২৬ সনে গৌড়-শাসিত চট্টগ্রাম বন্দরে পাচ্ছি Caz-perera কে।[২৬] এবং ১৫২৮ সনে আমরা দক্ষিণ চট্টগ্রামে গৌড়ের প্রশাসক খোদাবখশ খানকে পাই Alfonso de mello প্রসঙ্গে। কিন্তু পরে কোন সময় তাও হারাতে হয়। তাই ১৫৩৮-এর পরে আমরা খোদাবখশ খানকে দক্ষিণ চট্টগ্রামের স্বাধীন প্রশাসক দেখি।[২৭] অতএব, ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি গোটা চট্টগ্রাম গৌড়-শাসনে ছিল। গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর পতনের (১৫৩৮) পর সম্ভবত চট্টগ্রামের প্রশাসকদের উপর গৌড়ের প্রভাব সাময়িকভাবে লোপ পায়। সেজন্যই তখনকার গৌড়পতি শেরশাহ (১৫৩৮-৪৫) চট্টগ্রাম জয়ে প্রয়াসী হন।[২৮] এই সময় বিজয়মাণিক্যও বোধ হয় গৌড়-সুলতানের ভাগ্য বিপর্যয়ের সুযোগে চট্টগ্রাম দখল করতে চেয়েছিলেন। এই জন্যেই হয়তো কবি মুহম্মদ খান তাঁর পূর্বপুরুষ হামযা খান সম্বন্ধে বলেছেন:

'করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ
লীলায় পাঠানগণ জিনি।"

—তিনি 'মসনদ-ই আলা' রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যদিও দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রশাসক খোদবখশ খান (codavascum) তাঁর কর্তৃত্ব মানতে রাজি হন নি।[২৯] কিন্তু এ-অবস্থা বোধ হয় বেশী দিন টেকেনি। ১৫৪১ সনের দিকে আরাকানরাজ মেঙবেঙ চট্টগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাই আমরা প্রশাসক চাণ্ডিলা রাজাকে ১৫৪২ সনে কেয়াঙ নির্মাণ করতে দেখি।[৩০] মেঙবেঙ (যৌবকশাহ ১৫৩১-৫৩) আমৃত্যু চট্টগ্রাম স্বাধিকারে রাখেন। তাই তাঁর মুদ্রায় (১৫৫৩) আমরা তাঁকে রামু ও চট্টগ্রামের সুলতান যৌবকশাহ হিসেবে পাচ্ছি।[৩১] সম্ভবত ১৫৫৩ সনে মেঙবেঙ-এর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই গৌড়-সুলতান শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী চট্টগ্রাম দখল করেন এবং আরাকানের রাজধানী অবধি এগিয়ে যান।[৩২] তাই De Barros ১৫৫৩ সনে চট্টগ্রামকে গৌড়-রাজ্যের ঋদ্ধ বন্দর বলে জেনেছেন।[৩৩] এবং ১৫৫৫ সন অবধি চট্টগ্রামে যে

মুহম্মদ শাহ গাজীর আধিপত্য ছিল তার সাক্ষ্য রয়েছে ১৫৫৫ সনে আরাকানে উৎকীর্ণ তাঁর মুদ্রায়।[৩৪] ১৫৫৬ সনে ত্রিপুরারাজ বিজয় মাণিক্য (১৫২৮-৭০) চট্টগ্রাম জয় করেন।[৩৫] ১৫৫০ সনে উৎকীর্ণ তাঁর দিগ্বিজয়ের স্মারক মুদ্রা মিলেছে।[৩৬] মনে হয়, ১৫৫৪ সনের দিকে হামযা খাঁর মৃত্যু হয়, আর তাঁর পুত্র নসরত খান ত্রিপুরারাজের অধীনে উজীর তথা শাসক থাকেন। ত্রিপুরার পক্ষে আরাকান-পর্তুগীজ মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি নিহত হন।[৩৭] ১৫৬৭ সনের দিকে গৌড় সুলতান সুলায়মান কররানী কয়েক মাসের জন্য উত্তর চট্টগ্রামের অধিকার লাভ করেন। তাই সিজার ফ্রেডারিকো চট্টগ্রামকে গৌড়-রাজ্যভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন এবং চট্টগ্রামে সোলেমানপুর মহলের নাম পাই।[৩৮] কিন্তু বিজয়মাণিক্য যে চট্টগ্রামে তাঁর আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন তার প্রমাণ দাউদখান ১৫৭৩ সনে উদয়মাণিক্য থেকে চট্টগ্রামের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন।[৩৯] ১৫৭৫ সনে গৌড়ে মুঘল-বিজয় ঘটলে চট্টগ্রাম আবার ত্রিপুরারাজের অধিকারে যায়। কিন্তু আরাকানও দাবী ছাড়তে রাজী হয়নি। Ralph Fitch-এর উক্তিই এর সাক্ষ্য।[৪০] এবং দশ বছরের দ্বন্দ্ববিগ্রহের পরে আরাকানরাজ মেঙ-ফালঙ (সিকান্দার শাহ ১৫৭১-৯৩) ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে[৪১] চট্টগ্রামের নির্দ্বন্দ্ব অধিকার পান। আর তা ১৬৬৬ সনের মুঘলবিজয় অবধি বজায় থাকে। যদিও, ১৬১৬, ১৬২১ ও ১৬৩৮ সনে যথাক্রমে মুঘল সেনানী কাসিম খান, ইব্রাহীম খান ও ইসলাম খান চট্টগ্রামে ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করেন।[৪২]

।খ। আধুনিক চট্টগ্রাম এলাকা ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে কখনো একক শাসকের অধীনে ছিল না। গৌড় ও আরাকান শাসনে এর তিনটে বা চারটে শাসনকেন্দ্র ছিল— রামু, চক্রশালা, ফতেয়াবাদ ও তার সংলগ্ন কোট-বাড়ী এবং বাড়বকুণ্ডের অদূরবর্তী কাঠগড়।

রামুর প্রমাণ মেলে মেঙ খারীর রামু দখল, আদম, খোদাবখশ খান, পোজমা ও ফতেহ খান, সম্পর্কিত ঘটনায়।[৪৩] চক্রশালার কথা জানা যায় মণিভদ্র, রাকাই, জয় ছন্দ, ভরতরুদ্র, মুরাশিন (মীর এয়াসিন) চণ্ডিলারাজা সম্পর্কিত ইতিহাসে ও শা-বারিদ খানের পদবন্ধে।[৪৪]

ফতেয়াবাদের ঐতিহ্য পাই হোসেন শাহর পুত্র নুসরত শাহ নির্মিত ইমারত ও দীঘি প্রভৃতির শ্রুতি-স্মৃতিতে আর কোটের বাড়ির (ফতেয়াবাদে ও জাঁহাপুরে কাঠিরহাট 'কোটেরহাট'-এর বিকৃত রূপ) ধ্বংসাবশেষেও কবি বাহরামের উক্তিতে। হোসেন শাহর চট্টগ্রামবিজয়ের ফলেই যে ফতেয়াবাদ নামের উদ্ভব—হামিদুল্লাহ খানের এই ধারণায় হয়তো ভুল নেই।[৪৫]

পরাগলপুর, কাঠগড়, জাফরাবাদ ও মাহমুদাবাদের খবর মেলে পরাগলী মহাভারতে, বাহারিস্তান গয়বীতে, কবি দৌলতউজীরের কারবালা সম্বন্ধীয় জঙ্গনামায় ও জনশ্রুতিতে।[৪৬]

শঙ্খনদের দক্ষিণ তীর অবধি অঞ্চল সাধারণভাবে ১৭৫৬ সন পর্যন্ত আরাকান শাসনে ছিল। এ-জন্যে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আজো রোসাঙ্গী বা রোসাঁই (রোঁসাই) নামে পরিচিত।

শঙ্খ ও কর্ণফুলীর মধ্যস্থিত অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র ছিল চক্রশালা। কর্ণফুলীর মোহনার অদূরে চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে কর্ণফুলীর অপর তীরে ছিল দেয়াঙ বা দেবগ্রাম। এখানে ছিল পর্তুগীজদের ঘাঁটি, গির্জা ও বাণিজ্য বন্দর।

।গ। আরাকানরাজেরা চট্টগ্রাম অঞ্চলের সর্বাত্মক কর্তৃত্ব মুসলিম উজীর বা শাসকের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন—এমন ধারণা অযৌক্তিক। মাহবুব-উল-আলমের মতে বসউপিউর আমল (১৪৫৯-৮২) থেকেই রাজার চট্টগ্রামস্থ অধিকার 'রক্ষার জন্য রাজার কোন ভ্রাতা বা বিশ্বস্ত আত্মীয় নিযুক্ত হইতে থাকে।'[৪৭] কাজেই মেঙ রাজাগীর (সলিমশাহ ১৫৯৩-১২) আমলের আগেই এ-প্রথা চালু ছিল। তবে মুসলিম উজীরই সম্ভবত প্রত্যক্ষভাবে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করতেন।

আলোচ্য সময়ে আমরা চট্টগ্রাম শহর কেন্দ্রে প্রশাসক রূপে পাই রাস্তি খানের অপর পুত্র মিনা খানের পৌত্র হামযা খান মসনদ-ই-আলা (মৃত্যু ১৫৫৫), তাঁর পুত্র নসরত খান (মৃত্যু ১৫৬৭) তাঁর সন্তান জালাল খান (মৃত্যু ১৫৮৬) ও তাঁর পুত্র ইব্রাহীম খানকে (আরম্ভ ১৫৮৬)। এঁরা গৌড়, আরাকান ও ত্রিপুরারাজের অধীনে (চট্টগ্রাম যখন যাঁর অধিকারে থাকত) উজীর ছিলেন।

।ঘ। নিযামপুর পরগনা ১৬১৬ সনে মুঘল সেনাপতি কাসিম খানের চট্টগ্রাম অভিযানের পূর্বেও ছিল, তা' বাহারিস্তানগয়বী থেকে নিঃসংশয়ে জানা যায়। কাসিম খানের আরাকান রাজা আক্রমণ প্রসঙ্গে 'বাহারিস্তানগয়বী'তে নিযামপুর সম্বন্ধে বলা হয়েছে: The imperial army (Mughal) halted at the village Nizampur which was a possession of the Mags. The Mags being besieged, its Zamindar accepted the vassalage and came to see 'Abdun Nabi and the aforesaid village was occupied by the imperial army...Inspite of the fact that the Zamindar of Nizampur had transferred his allegiance from the Mags to the imperialist,that place went out of possession the village of Nizampur yielding revenue of six hundred rupees (per annum) has also been given up and left in a state of confusion.' এই নিযামপুর এবং এই সূত্রে বর্ণিত কাঠগড় আজও বর্তমান।[৪৮] নিযামপুর একটি পরগনা—মীরেরসরাই থানার পুরো আর সীতাকুণ্ডু থানার অধিকাংশ এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত এবং কাঠগড় বাড়বকুণ্ডু রেল স্টেশনের নিকটবর্তী একটি গ্রাম।[৪৯] এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, ষোল শতকে কোন এক ধনী ও মানী নিযাম চট্টগ্রামে ছিলেন, যাঁর নামে ছয়শ' রাজস্বের একটি পরগনা সৃষ্টি হয়েছিল। ইনি যদি শেরশাহের ভাই কিংবা সুর বংশীয় নাও হন, তবু একজন সামন্ত যে ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ উদ্ধৃতাংশে সতেরো শতকের গোড়ার দিকেও পরগনার একজন জমিদার বা সামন্ত পাওয়া যাচ্ছে। বাহরাম যদি আলোচ্য নিযামের দৌলতউজীর হন, তা হলে আমাদের নিরূপিত কবির আবির্ভাব কালের সঙ্গে কোন বিরোধ ঘটে না।

।ঙ। আমরা দৌলত উজীর বাহরাম খানের অপর গ্রন্থ থেকে নিশ্চিতরূপে জেনেছি, নৃপতি নিযামের নিবাস ছিল জাফরাবাদে। প্রদেশপাল শ্রেণীর শাসকের নিবাস হয় শহরেই; গাঁয়ে থাকেন সামন্ত জমিদার। জাফরাবাদ গাঁ নিযামপুর পরগনার কেন্দ্রস্থলেই স্থিত। এটি মীরের-সরাই থানার বারইয়ারঢালা রেল স্টেশনের অদূরে আজও বিদ্যমান।

আমাদের ধারণায় এই নিযাম পরাগল-ছুটী খানের পরে ফেনীনদী ও চন্দ্রনাথ পর্বতবেষ্টিত অঞ্চলের সামন্ত-শাসক ছিলেন। তাঁর দিওয়ানের (দৌলতউজীরের) তোয়াজের ভাষায় তিনি 'নৃপতি' হয়েছেন। নিযাম শাহর সময়ে উত্তর চট্টগ্রামে সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রশাসক ছিলেন হামযা খান মসনদ-ই-আলা। সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর আমলে নিযামের নিয়োগ আর আরাকানরাজ দিখার আমলে (১৫৫৩-৫৫ খ্রীঃ) তাঁর মৃত্যু ঘটে। চট্টগ্রামের প্রধান মুসলিম শাসকের পদবী ছিল 'উজীর'।

।চ। কবি জানিয়েছেন, গৌড়ের অধীনতা দূর হবার পরে নিযাম শাহ নৃপতি হয়েছিলেন এবং তাঁর দৌলতউজীর (দিওয়ান) থাকাকালে তিনি 'লায়লী-মজনু' রচনা করেছেন। আমরা জানি ঃ

১. ১৩৪৯-৪০ থেকে ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম সাধারণভাবে গৌড়শাসনে ছিল। আবার ১৪৭৪ সনেও চট্টগ্রামে গৌড়ের আধিপত্য দেখি।

২. ১৪৭৪ সনের পরে কোন সময় থেকে ১৫১২ সন অবধি চট্টগ্রাম আরাকান-অধিকারে ছিল।

৩. ১৫১২ থেকে ১৫২৫ সন অবধি চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ চলে।

৪. ১৫২৫ থেকে ১৫৩৮ সন অবধি চট্টগ্রামে গৌড়শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত দেখি।

৫. ১৫৩৮ থেকে ১৫৫৩ সন অবধি হামযা খান মসনদ-ই আলার স্বায়ত্ত শাসনে বা প্রতিনিধিত্বে আরাকানরাজের প্রভাব কিংবা আধিপত্য প্রত্যক্ষ করি।

৬. ১৫৫৩-৫৫ সনে ছিল গৌড়-সুলতান শামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজীর অধিকার। ১৫৫৫-৬৭ সনে ছিল ত্রিপুরারাজ বিজয় মাণিক্যের আধিপত্য। ১৫৬৭ সনে সম্ভবত সুলেমান কররানী চট্টগ্রামে সাময়িক অধিকার লাভ করেন। তারপর ১৫৬৭-৭৩ অবধি আবার ত্রিপুরা শাসনে থাকে। ১৫৭৩-৭৫ সনে থাকে দাউদ খান কররানীর দখলে।

৭. ১৫৭৫ থেকে ১৫৮৫ সন অবধি চট্টগ্রামে ত্রিপুরারাজের আধিপত্য ছিল, যদিও তা' নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন ছিল না। কেননা, আরাকানরাজও চট্টগ্রামে তাঁর দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যে ঘন ঘন হামলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

৮. ১৫৮৬ থেকে ১৬৬৬ সন অবধি চট্টগ্রামে আরাকান শাসন সুদৃঢ় ছিল।

অতএব, আমাদের ধারণায় নিযামশাহ একজন সামন্ত-জমিদার। তাঁর নিবাস ছিল জাফরাবাদ। তাঁর জায়গীর নিজামপুর নামে আখ্যাত। তিনি হয়তো সূর বংশীয় আফগান ছিলেন অথবা বীর অর্থেই তাঁর নামের সঙ্গে 'শূর' শব্দ যুক্ত হয়েছে। তিনি ছিলেন আরাকানরাজের নিযুক্ত বা স্বীকৃত আঞ্চলিক প্রশাসক। হামযা খান মসনদ-ই-আলা যখন উত্তর চট্টগ্রামের উজীর বা শাসনকর্তা [আনুঃ ১৫৩০-৫৫ খ্রীঃ মৃত্যু] তখন নিযাম শাহ ছিলেন উক্ত অঞ্চলের সামন্ত-শাসক। তাঁরই দিওয়ান বাহরাম খান তোয়াজের ভাষায় তাঁকে বানিয়েছেন নৃপতি আর নিজে হয়েছেন দৌলত-উজীর। এমনি ব্যাপার আমাদের সাহিত্যে নতুন নয়।[৫০] ১৫৩৮ সনে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর পতনের সুযোগে হামযা সম্ভবত স্বাধীনভাবে কিছুকাল উত্তর চট্টগ্রাম শাসন করে পরে আরাকানের আধিপত্য স্বীকার করেন। তাই আমরা অনুমান করি ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৩ সনের মধ্যে 'লায়লী-মজনু' কাব্য রচিত হয়। এটি বাহরাম খানের দ্বিতীয় গ্রন্থ। কারবালাকাহিনীই তাঁর প্রথম রচনা; সে-সময়ে তিনি পীরের মুরিদ হন নি, তাই পীর আসাউদ্দিনের নাম পাইনে ভণিতায়। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পীর আসাউদ্দীনের পূর্ব-পুরুষ সদরজাহাঁ ও কবি মুহম্মদ খানের মাতামহ সদরজাহাঁ দুই ভিন্ন ব্যক্তি।[৫১] 'লায়লী-মজনু' রচনাকালে কবি বার্ধক্য সীমায় উপনীত তথা প্রৌঢ়।

। তথ্য-পঞ্জী।

১. ক. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : 'বাংলা সাহিত্যের কথা' (মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৩১-৩৭
   খ. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক : ১. 'কবি দৌলত উজীর বহ্‌রাম খান' মাসিক মোহাম্মদী : মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৪ সন,
      ২. মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৯২-৯৬।
   গ. ডক্টর সুকুমার সেন : ১. ইসলামি বাংলা সাহিত্য :
      ২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস. ১ম খণ্ড অপরার্ধ, পৃঃ ৫৩৮.
   ঘ. সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ). পৃঃ ৩২১-২৪, ৪১৭-২০।
   ঙ. ডক্টর আনিসুজ্জামান : 'গ্রন্থপরিচয়' : লায়লী-মজনু : সাহিত্য পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৪ সন, পৃঃ ১৯৭-২০২।
   চ. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান : বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৬৪-১৬৬।
   ছ. ডক্টর আবদুল করিম 'লায়লী-মজনু রচনার তারিখ' : বাংলা একাডেমী পত্রিকা : শরৎ সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন—১৩৭০, পৃঃ ১-১৬। মোহাম্মদ খানের বংশ লতিকায় ইতিহাসের উপাদান : সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৭১ সন।
   জ. আহমদ শরীফ : কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য : সাহিত্য পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৯ সন।
   ঝ. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ : ১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১২ বর্ষ, ১৩১০ সন।
      ২. প্রাচীন পুঁথির বিবরণ,
      ৩. নবনুর : আশ্বিন-কার্তিক, সংখ্যা, ১৩১০।
   ঞ. দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য : চাটিগ্রামে পাঠান ও মঘ রাজত্ব : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৪ সন।
২. বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৩১-৩৭।
৩. লায়লী-মজনুর ১ম সংস্করণের পরিশিষ্টে সংকলিত প্রবন্ধ।

৪. গ্রন্থ পরিচয় : সাহিত্য পত্রিকা, শীত, ১৩৬৪ সন, পৃঃ ২০১।
৫. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : পৃঃ ৪১৮-২০।
৬. বাঙলা একাডেমী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন (১৩৭০ সন), পৃঃ ৮, ৯, ১২, ১৪।
৬ক. বাংলা উন্নয়ন বোর্ড রক্ষিত পুঁথি : অধ্যাপক আলী আহমদ সংগৃহীত।
৭. বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ), পৃঃ ৩৩১-৩৭।
৮. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : পৃঃ ৩২১-২৪, ৪১৩-২০।
৯. গোপীনাথ দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল'—এ হোসেন শাহ ১৪৫২ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

সৈয়দ আশ্রাফল মক্কাধামে ঘর
সর্বগুণে গুণান্বিত মহা বিদ্যাধর
বেদ সিন্ধু নেত্র ইন্দু শক পরিমিতে
জন্মো সুত তান গৃহে শুক্লাদশমীতে
বিধিমত হৈল নাম সৈঅদ হুসন।
(Asiatic Society of Bengal সংগৃহীত পুঁথি)

বেদ-৪, সিন্ধু-৭. নেত্র-৩, ইন্দু ১ = ১৩৭৪ শক + ৭৮ = ১৪৫২ খ্রীস্টাব্দ।

১০. Travels of Sebastian Manrique, Vol. I, Chap. XI, p. 88. Tr. & ed. Luard & Hosten.
১১ ক. The Rehla of Ibn Battuta : Tr. Mahdi Hossain, p. 237.
খ. মকবুল হোসেন : মুহম্মদ খান (সত্যকলি বিবাদ সংবাদ : ভূমিকা)।
১২. ক. Fatheyya-/-Ibriva : Tr. J.N. Sarker, JASB, 1907.
খ. Studies in Mughal India : J. N. Sarkar, p. 122,
১৩. ক. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল : মাহবুব-উল-আলম, ৩য় সং, পৃঃ ৪৮।
খ. চাকমাজাতির ইতিহাস : সতীশচন্দ্র ঘোষ।
গ. History of Chittagong : S. M. Ali, p. 14.
১৪. ক. History of Burma : Phayre, pp. 77—78. Harvey, p. 139.
খ. Visva Bharati Annals : Vol I, 1945.
গ. Proceeding of the 19th Session of Indian Historical Congress, 1956, p. 218 (Correspondence of the two 14th Century Sufi saints of Behar with the Contemporary Soverigns of Delhi and Bengal. pp. 206—24)
ঘ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৯/১, ৯৩/১ : ২য়-খণ্ড ৮৩-৮৯।

১৫. ক গিয়াসুদ্দীন আযম শাহর আমল থেকে দনুজমর্দন, মহেন্দ্র ও জলালউদ্দীন মুহম্মদ শাহর আমল অবধি নবমিখলা (১৪০৪—১০) গৌড়ে ছিলেন।
খ দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রের মুদ্রা : Coins of Chronology of the Early Independant Sultans of Bengal: N.K. Bhattasali, pp. 108—113.
গ বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : পৃ: ৩৬।
১৬. ক History of Burma : Phayre, p. 78.
Outline of Burmese History—Harvey, p. 92.
Arakan : A. B. M. Habibullah : JASB 1945, p. 35.
গ. Studies in Mughal India : J. N. Sarkar, p. 150.
১৭. ক. Bibliography of Muslim Inscriptions of Bengal : A. H. Dani.
খ. তোহফা : আলাউল, (ভূমিকা)
গ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৫৬ সন, পৃ: ২৭।
১৮. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত (২২৫৯ সংখ্যক পুঁথি) পুঁথি থেকে বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর-এ উদ্ধৃত, পৃ: ২১৭-২৪।
১৯. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর পৃ: ২১৭—৩১।
২০. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৫৬ সন, পৃ: ২৭।
২১. ক. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃ: ৬৯।
খ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৫৬ সন, পৃ: ২৭।
গ. History of Chittagong : S. M. Ali, p. 8.
২২. ক. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : পৃ: ২৩৪—৩৫।
খ. Da Asia : Joa de Barros.
২৩. ক. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল : পৃ: ৭৬।
খ. History of Chittagong S. M. Ali, pp. 21—22.
২৪. ক. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃ: ৭৩।
খ. রাজমালা : ২য় লহর : কালীপ্রসন্ন সেন : পৃ: ১৮৪।
গ. History of Chittagong, p. 27.
২৫. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃ: ৯৩।
২৬. ক. History of Portuguese in Bengal : J. A. Campos, pp. 30—33.
খ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : পৃ: ৩২৮—২৯।
২৭. ক. Hist. of Portuguese in Bengal : p. 42.

খ. Hist. of Chittagong : pp. 23—24.
গ. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃঃ ৮১ ।
২৮. ক. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৫৪ সন ।
খ. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃঃ ৭৩ ।
২৯. ক. Hist. of Portuguese in Bengal : p. 42.
খ. Hist. of Bengal, D. U. Vol. II.
গ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : পৃঃ ৩৪৮ ।
৩০. ক. Hist. of Chittagong : p. 28.
খ. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃঃ ৭৮ ।
৩১. ক. ঐ পৃঃ ৭৮—৭৯ ।
খ. Outline of Burmese History : Harvey, p. 92.
৩২. ক. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃঃ ৯৪—৯৫ ।
খ. Hist. of Chittagong : p. 28.
গ. Arakan : A. B. M. Habibullah : JASB, 1945.
৩৩. Da Asia : Joa de Barros.
৩৪. ক. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃঃ ৯৪—৯৫ ।
খ. Coins & Chronology etc. : N. K. Bhattasali.
৩৫. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃঃ ৭৩—৭৫ ।
৩৬. ক. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৫৬ সন ।
খ চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃঃ ৭৫ ।
গ. Hist. of Chittagong : p. 29.
৩৭. ক. Hist. of Chittagong : p. 29
খ. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃঃ ৯৫ ।
৩৮. ক. Purchas Vol. X. p. 138.
খ. Ain-I-Akbari : Tr. Jarret, ed. J. N. Sarkar.
গ. Hist. of Chittagong : p. 29.
৩৯. ক. Hist. of Chittagong : p. 29.
খ. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃঃ ৯৬ ।
৪০. Hist of Chittagong : pp. 30—31.
৪১. ক. Hist. of Bengal : D. U. Vol, 11. p. 298.
খ. Fatheyya-I-Ibriya : Tr. J. N. Sarkar. JASB, 1906.
গ. রাজমালা : কৈলাস চন্দ্র সিংহ ।
৪২. ক. Hist. of Bengal : D. U. Vol, II, p. 298.
খ. Hist. of Chittagong : pp. 44—46.

৪৩. ক. Outline of Burmese History : G. E. Harvey : p. 92.
খ. Hist. of Chittagong : pp. 33, 48, 53.
গ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : পৃ: ৩২৮—২৯ ।
ঘ. Travels of S. Manrique : Luard & Hosten, p. 94-9.

৪৪. ক. শ্রীবাৎস্য চরিতম : জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য ।
খ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৫৪ সন :
গ. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃ: ৬৭—৬৯, ৭৬, ৮০।
ঘ. Hist. of Chittagong : pp. 8, 33, 48, 53.
ঙ. বিদ্যাসুন্দরের কবি : সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৪ সন।

৪৫. ক. Ahadisul Khawanin : Tr. J. Long. JASB, 1872.
খ. Hist. of Chittagong : p 20.
গ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৫৪ সন, পৃ. ২৭ ।

৪৬. মাহ্‌মুদাবাদের বিষয় জনাব শেখ এ, টি, এম, ফজল আমিনের মুখে শোনা। তিনি মাসিক মোহাম্মদী (১৩৭০—৭১ সন) এবং আল্‌তেরা, (১৩৭০ সন) পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন। এখানে বোসাঙ্গী, সন্দীপী, দাঁদরী ও মঘপাড়া আর পুরোনো ইমারত ও দীঘির নিদর্শন রয়েছে। তাঁর মতে গৌড়-সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৪—৫৯) স্মৃতিই 'মাহ্‌মুদাবাদ' বহন করছে।

৪৭. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল, পৃ: ৬৪।

৪৮. Baharistan Ghaybi : Mirza Nathan, ed. & Tr. by Dr. M. I. Borah, Vol. I, pp. 407, 409.

৪৯. Ibid (Appendix) : Vol. II, p. 842.

—এ তথ্যের সন্ধান দিয়েছিলেন জনাব ফজল আমিন।

৫০. ক. গুলে বকাউলি : নওয়াজিস খান, পুঁথি পরিচিতি, পৃ: ১০৬—১১৭ ।
খ. বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপোষক : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৬ সন।
গ. নসলে ওসমান ইসলামাবাদ : পুঁথি পরিচিতি, পৃ: ২৯০—৯৫ ।
ঘ. রাগমালা : ফাজিল নাসির মুহম্মদ, ঐ পৃ: ৪৪৭—৪৮ ।

৫১. কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য : ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৯ সন।

পর্ব-২

লায়লী-মজনুর প্রণয় কাহিনী

লায়লী-মজনুর প্রণয়-কথা একটি কল্পিত উপাখ্যান। এই অপরূপ উপাখ্যানটি কার মানস-সন্ততি, তা' জানার উপায় মেলেনি আজও। আরবী সাহিত্যের ইতিহাস এ উপাখ্যান সম্বন্ধে নীরব। লায়লী-মজনু সম্পর্কে কোন কিংবদন্তীও চালু নেই আরবে। অতএব অনুমান করি, এ-কাহিনী আরব উদ্ভূত নয়, যদিও ঘটনাস্থান আরব এবং পাত্র-পাত্রীও আরবীয়। অথচ এমন একটি বানানো উপাখ্যানকেও ঐতিহাসিকতা দানের প্রয়াস প্রত্যক্ষ করি। কবি আবদুর রহমান জামীর কাব্যে লায়লী উম্মাইয়া বংশীয় খলিফা আবদুল মালিকের (৬৮৫-৭০৫ খ্রীঃ) পদস্থ কর্মচারীর কন্যা। আমীর খসরুর কাব্যের সাক্ষ্যে লায়লী-মজনু ছিল মারওয়ান ইবন হাকামের (৬৮৩-৮৪ খ্রীঃ) সমসাময়িক। এমন কি এই কাব্যে লায়লী-মজনুর বংশ-পরিচয়ও রয়েছে। আমীর খসরুর বর্ণনায় লায়লী ছিল বনি আমর গোত্রীয় কন্যা। তার পিতার নাম মেহদী, পিতামহ সাদ এবং প্রপিতামহ মেহদী। মজনু ছিল আদির প্রপৌত্র, মোফাহামের পৌত্র এবং মলুহ্‌র পুত্র।

ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ—এ তিনটে প্রণয়-কাহিনী বিশ্ব-মুসলিমের ঘরোয়া সম্পদ। এ-তাদের কিতাব পড়ে পাওয়া বিদ্যা নয়, পুরুষানুক্রমে ধরে রাখা রিখত—ঐতিহ্যের সম্পদ। রূপকথার মতো এসব কিস্‌সা-কাহিনী শ্রেণী ও বয়স অবিশেষে সব নারী-পুরুষের মুখে মুখে আজও উচ্চারিত। লায়লী-মজনু ও শিরি-ফরহাদ-খসরুর প্রণয় কথা ইরানে উদ্ভূত এবং সুফী কবিদের লালনে পুষ্ট। প্রেমোন্মত্ত অর্থে বাঙলায় 'মজনু' শব্দের বহুল ব্যবহারও এই লায়লী-মজনু কিস্‌সা শোনার ফল।

বাইবেল আর কোরআনেও পাই ইউসুফ-জোলেখার কাহিনী। কাজেই এটি শামীয় গোত্রের খুব পুরোনো ইতিকথা। ইউসুফের সংযম-সুন্দর চরিত্র-মাহাত্ম্য এবং জোলেখার সুগভীর প্রেম ও কৃচ্ছ্রসাধনাই বর্ণিত

বিষয়। এ কাহিনীতে অধ্যাত্মতত্ত্বের তথা মরমীয়া রসের কোন ইঙ্গিত নেই। এক হিসেবে এটি নিছক মানবীয় প্রণয়কথা। সেজন্যেই এ ইতিকথা অবলম্বনে কয়েকখানি কাব্যই রচিত হয়েছে মধ্যযুগীয় বাঙলায়। এমন কি শাহ মুহম্মদ সগীর বিরচিত ইউসুফ-জোলেখা (১৩৮৯-১৪১০ খ্রীঃ) আমাদের প্রাচীনতম কাব্যের একটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ফারসী-হিন্দুস্থানী প্রণয়কাব্য মাত্রই অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক। কিন্তু বাঙলা অনুবাদে সবকয়টিই মানবিক প্রেমকাব্যে রূপায়িত। এ বাঙালীর পার্থিবজীবন-রসিকতার এক সাক্ষ্য। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের পূর্বে দৌলতউজীর বাহরাম খান ছাড়া আর কেউ লায়লী-মজনু উপাখ্যান রচনা করেছেন বলে জানা যায়নি। শিরি-ফরহাদের প্রণয়-কাব্যও বোধ হয় রচিত হয়নি তখন। এ ব্যতিক্রম সম্ভবত অহেতুক নয়। লায়লী-মজনু ও শিরি-ফরহাদ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের মতো অধ্যাত্ম প্রেমের রূপকাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যান। কাহিনী-দুটো বোধ করি সুফীদেরই সৃষ্ট। ইরানই সুফী মতের বিকাশ ও প্রসার ক্ষেত্র। তাই কিস্‌সা দুটো উদ্ভূত হয় ইরানী ভাষাতেই। সৃষ্টি আশকের ও স্রষ্টা মাশুকের পবিত্র ইশকের ভাষ্যস্বরূপ এ উপাখ্যান দুটোকে মুসলমানরা ধর্মসংপৃক্ত পরম পবিত্র সত্য ঘটনা রূপেই জানে ও মানে। পাছে নিছক লৌকিক প্রেমকাব্য রূপে গৃহীত হয়ে বাঙলায় এদের গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট হয়, এ ভয়েই বোধ করি বাঙলা ভাষায় এসব উপাখ্যান রচনের, পঠনের ও শ্রবণের দুঃসাহস হয়নি কারো। ফলে এমন ঘরোয়া কিস্‌সাও বাঙলা কাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারেনি। মধ্যযুগে দৌলতউজীরই কেবল লায়লী-মজনুর লৌকিক প্রণয়-কাব্য রচনা করে অর্জন করেছেন দুঃসাহসিকতার গৌরব।

আজ অবধি বাঙলায় রচিত যে-কয়খানি লায়লী-মজনু উপাখ্যানের নাম জানি সেগুলোর নাম দিচ্ছিঃ

বাঙলা

১.	লায়লী-মজনু ঃ	দৌলত-উজির বাহরাম খান	(১৫৪৫-৫৩ খ্রীঃ)
২.	ঐ	মুহম্মদ খাতের	(দোভাষী পুঁথি ১৮৬৪ খ্রীঃ)
৩.	ঐ	আবুজদ জহিরুল হক	(ঐ-১৯৩০ খ্রীঃ)
৪.	ঐ	ওয়াজেদ আলী	(ঐ-১৯৪৪ (?))

গদ্যে ঃ

১. লায়লী-মজনু ঃ মহেশ চন্দ্র মিত্র (১৮৫৩ খ্রীঃ)
২. ঐ শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৯০৩)
৩. ঐ আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ।
৪. ঐ শাহাদাৎ হোসেন।
৫. ঐ মীর্জা সোলতান আহমদ।

ফরাসী

ফরাসীতে লায়লী-মজনু কাব্যের আদি রচয়িতা কে তাও আমাদের জানা নেই। তবে দশ শতকের ইরানী কবি রুদকীর (রুদগীর) কবিতাতেই সম্ভবত লায়লী-মজনুর প্রথম উল্লেখ পাই। এছাড়া বিভিন্ন সূত্রে যাঁদের সন্ধান মেলে, তাঁদের কালানুক্রমিক নাম দেওয়া হল ঃ

১. নিযামী গঞ্জাবী (গিয়াস উদ্দিন আবু মুহম্মদ ইলিয়াস বিন ইউসুফ, গঞ্জা) ৫৮৪ হিঃ বা ১১৮৮ খ্রীস্টাব্দ।
২. আমীর খসরু (দিল্লী) ৬৯৮ হিঃ বা ১২৯৮ খ্রীঃ।
৩. আবদুর রহমান জামী (ইরান) ৮৮৯ হিঃ বা ১৪৮৪ খ্রীঃ।
৪. আবদুল্লাহ হাতিভী (ইরান) ৯১৭ হিঃ বা ১৫৩১ খ্রীঃ।
৫. হিলালী আস্ত্রাবাদী (আস্ত্রাবাদ) ৯৩৯ হিঃ বা ১৫৩৩ খ্রীঃ।
৬, দামিরী (ইরান, শাহ-তামাস্পের সভাকবি) ৯৩০—৮৪ হিঃ বা ১৫২৪-৬৭ খ্রীঃ।
৭. মীর্জা মুহম্মদ কাসেম কাসেমী গুনাবাদী (খোরাসান) ৯৭৯ হিঃ বা ১৫৭২ খ্রীঃ!
৮. মীর মুহম্মদ আমীর শাহ বোস্তানী ওরফে মীরজুমলা (ইরান ভারত সম্রাট শাজাহান ও আওরঙজেবের সেনানী) ১০১১ হিঃ বা ১৬২২ খ্রীঃ।
৯. জনৈক হিন্দু কবি (শাহজাহানের আমলে) ১০৫৫ হিঃ বা ১৬৪৫ খ্রীঃ।
১০. আরিফ লাহোরী (আওরঙজেব আলমগীরের নামে উৎসর্গিত গ্রন্থ। নাম মিহির-ই ওয়াফৎ) ১৬৬০-১৭০৭ খ্রীঃ। এটি মুহম্মদ হবিবর রহমান খান শেরওয়ানীর সম্পাদনায় ১৩৪৫ হিঃ সনে আলীগড় থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

হিন্দুস্তানী

১. হায়দার বখশ
২. মুহম্মদ তকীখান ঃ (১৮৬২ খ্রীঃ)
৩. ওলী মুহম্মদ মনজীর : ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে মুদ্রিত।
৪. আবদুল্লাহ ইবনে গোলাম ঃ ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ে মুদ্রিত। সম্ভবত নিযামীর, খসরুর কিংবা আবদুর রহমান জামীর কাব্যকাহিনী ভিত্তি করে কবি দৌলতউজীর বাহরাম খান স্বাধীনভাবে তাঁর কাব্যখানা রচনা করেন। এ জন্যে উক্ত তিনটে কাব্যের কোনটার সঙ্গেই তাঁর কাব্যকথার পুরোপুরি মিল নেই।

গল্পসার

আমীর নামের এক ধনীর 'পৃথিবীতে পুরিল সকল মনস্কাম'। কেবল একমাত্র 'অপুত্র বঞ্চিত মনোরথ'। তাই শয়ন-ভোজন ত্যাগ করে 'নিরঞ্জন' নাম জপে, ধর্মপদ (আল্লাহর চরণ) ধ্যান করে, আর রত্নদান করে পুত্র-বর মাগতে লাগলেন। বিধাতা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দিলেন এক পুত্ররত্ন। পুত্রের নাম থুইলেন 'কএস'। কয়েকদিনের এ শিশু কিন্তু অদ্ভুত আচরণ করতে লাগল। নাচ-গান-বাজনা ও সুন্দরী-সঙ্গ ছাড়া শিশু স্থির থাকতে চায় না এক মুহূর্তও। আসলে এ শিশু ঃ

অজ্ঞান সময়ে হৈল পরম সেয়ান
প্রেমের জ্ঞান পাইল পিরীতে ধেয়ান।

এবং
যুবক কালেত হৈব যে-সব চরিত
বালক কালেতে হৈল সে সব বিদিত।

নাচ-গান-বাজনার, চিত্রপটের ও রূপসীর ব্যবস্থা করলেন পিতামাতা আর মনের আনন্দে কলায় কলায় বাড়তে লাগল শিশু।

সদাএ অনেক শ্রধাজনক মনএ
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈতে তনএ।

কাজেই শৈশব অতিক্রম করতেই আমীর 'পুত্র নিয়া সমর্পিলা গুরুর চরণে।' পাঠশালার চৌআড়ি-মন্দির উদ্যান বেষ্টিত। তা বিকশিত পুষ্পের ও ফলন্ত বৃক্ষের শোভায় উজ্জ্বল এবং পাখির কূজনে মুখর। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে এক সঙ্গেই পড়ে। বালিকার মধ্যে ছিল এক

মালিককন্যা। নাম লায়লী। রূপে সে বিদ্যাধরী, গুণে নেই তার তুলনা। তার জগ-দুর্লভ রূপ 'মানবীর জ্ঞান হরে তপসীর ধ্যান।' তার 'পূর্ণশশী জিনি মুখ জগৎ মোহিনী।'

জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধর রঙ্গিলা
রতিপতি ধনু জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা।
নয়ান কটাক্ষ বাণে হানিল তপসী
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি পরম রূপসী
চাচর চামর জিনি মনোহর কেশ
জাতিএ পদ্মিনী বালা সুচারু সুবেশ।

পাঠশালে প্রথম দর্শনেই অনুরাগ সঞ্চার হলো দু'জনের মনে।

মনেতে জন্মিল নেহা অস্থির দোহান দেহা

তারপর দিন যায়, প্রেম হয় গাঢ়। তখন পাঠশালে তারা

শাস্ত্রপাঠ মুখে জপে মনে প্রেম রস ভাবে

এবং অস্থির প্রেমেব য়োগে ক্ষেণে পাঠে দৃষ্টি যোগে
ক্ষেণে হেরএ চান্দ-বদন
ক্ষেণেক বঙ্কিমে চাহে মনে আন নাহি ভাহে
সমদৃষ্টে ক্ষেণে নিরীক্ষণ।

এভাবে, পিরীতি ভুজঙ্গমে ডংশিল দোহান মর্মে
গরল জরল সর্বদেহে।

পাঠশালে আসা-যাওয়ার পথে তাদের বিরলে মিলন হয়। কএস গদগদ কণ্ঠে লায়লীকে জানায় ঃ

জনমে জনমে দেব-ধর্ম আরাধিলুঁ
যে সব পুণ্যের ফলে তোহ্মাকে পাইলুঁ।
তোহ্মার বদন-ইন্দু অমিয়ার আশ
চকোর চঞ্চলমতি হইলুঁ উদাস।
তোহ্মার কমল মুখ দেখিয়া অনুপ
আকুল হইল মোর নয়ান মধুপ।
তুহ্মি বিনে অকারণ জীবন-যৌবন
তুহ্মি বিনে অকারণ এতিন ভুবন।

শুনে লায়লীর 'নয়ান যুগলে স্রবে মুকুতার হার', জবাবে সেও 'গদগদ কহে কথা অমৃতের ধার' ঃ

প্রসন্ন হইল মোর দেব পরমার্থে
জগতেত জীবন হইল মোর সার্থে।
জীবন যৌবন মোর তন মন হিয়া
প্রেমভাবে হারাইলুঁ তোহ্মাকে দেখিয়া।
ভাবের সাগরে অতি উঠিল তরঙ্গ
আনলে পড়িয়া যেন দহিল পতঙ্গ।
ডুবিল জীবন নৌকা ভাবের সাগরে
প্রেমের কৃপাণ হানি বধিলা আহ্মারে।

তারপর তারা দু'জনেই 'ভাবক-ভাবনী সত্য করিল সুসার'

যাবৎ জীবন প্রেম না করিব ভঙ্গ
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ।

এভাবে দুজনের হলো অবিচ্ছেদ্য 'এক মন এক তন এক রঙ্গরূপ।' কিন্তু প্রেমের পথ চিরকালই কাঁটায় আকীর্ণ। গোপন রইল না তাদের ভাব। পরশ্রীকাতর ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়ে দিল গুরুকে আর লায়লীর মাকে। ফলে লায়লীর বন্ধ হয়ে গেল পড়াশুনা। পাছে কএসের কাছে পত্র লেখে, এই ভয়ে লায়লীর মা 'লুকাইলা লেখনী ভগিলা মস্যাধারে।' তাছাড়া অন্য সতর্কতাও গ্রহণ করলেন কলঙ্ক ভয়ে :

ঘরের বাহির হৈলে জানিতে কারণ
প্রখর নূপুর দিলা কন্যার চরণ।

প্রিয়-মিলনে বঞ্চিতা লায়লী 'চকোয়া বিচ্ছেদে যেন তাপিত চকিনী।' তখন তার

রাবণের চিতা সম জীবন দহএ
শ্রাবণের ধারা জিনি নয়ন বহএ।

কএসেরও সে দশা। সেও 'সরোরুহ বিনে যেন ভ্রমর আকুল' এবং 'নয়নের স্রোতধারে ডুবিয়া রহিল'। এ অবস্থা অসহ্য। প্রেম নাকি বুদ্ধিমানকে করে বোকা। আর বোকাকে করে চতুর। অনেক ভেবে-চিন্তে মজনু সাজলো অন্ধ ভিখিরী। তারপর 'চলিতে চলিতে গেলা লায়লীর

৩—

দ্বার।' এবং 'ছল করি পড়িলেন্ত খাদের অন্তর।' তারপর আর্তকণ্ঠে দিল হাঁক। কন্ঠস্বর চিনতে পেরে লায়লী ছুটে এল মজনুর কাছে। হাতে ধরে তাকে উঠাল খাদ থেকে। কিন্তু 'নয়ানে নয়ানে মাত্র হৈল দরশন. আলাপ করিতে নারে দুষ্টজন ভএ।' ফলে বদ্ধবেদনা ছাড়া পেল না কারো। কাজেই আর একদিন কএস 'গলে কান্থা নয়ান খর্পর লই হাতে' লায়লীর দ্বারে দিল হাঁক। ভিক্ষা দেবার ছলে লায়লী এসে দাঁড়াল কএসের সুমুখে। এভাবেঃ

> দিলেন্ত দর্শন দান জুড়ি চারি আঁখি
> পঞ্চপ্রাণ দিল্ল দান সুধা তনু রাখি।
> পাইয়া দর্শন-দান প্রেমের উদাস
> অধিক সন্তোষ হই করিলা সুভাষ।

কিন্তু জগৎব্যাপী সবাই প্রণয়ীর শত্রু। টের পেয়ে 'লায়লীর জনক-জননী থানে দ্বারিক দুর্জন' 'বলে দিল সব কথা। লায়লীর পিতা ক্রোধমত্ত মালিক গুণ্ডা নিয়োগ করলেন কএসকে মারবার জন্যে।

তারা ঃ অতিশয় প্রহারিয়া করন্ত লাঘব
কএসের তখন শোণিতে লুলিত মুখ পাষাণ প্রহারে
চন্দ্রিমা উদয় যেন অরুণ আকারে।

দুঃখে, ক্ষোভে ও বিরহ-যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেল কএস।

তখন সে ঃ ভ্রমএ পাগল মতি আকুল হৃদএ
লায়লী লায়লী করি সঘন রোদএ।
আর যথেক বালক মিলি করি সমবাএ
নগরে নগরে তারে মারিয়া ফিরাএ।

কবি যথার্থই বলেছেন ঃ

> ঘরে বড় জঞ্জাল বাহিরে গেলে দুখ
> পিরীতি করিলে জীবনে নাহি সুখ।

একমাত্র পুত্রের এহেন অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন মজনুর পিতা-মাতা। কেননা

> চন্দ্র বিনে গগন প্রদীপ বিনে ঘর
> পুত্র বিনে জগত লাগএ ঘোরতর।

তাইতো — রেণু এক পুত্র অঙ্গে যদি সে লাগএ
গিরি ভাঙ্গি পড়ে যেন জনক মাথএ।

কএসকে ঘরে এনে বোঝাবার চেষ্টা করলেন পিতা ঃ

মনেতে আছিল মোর মানস বিশেষ
কুলকলা রাখিবা মোহর অবশেষে।
তোমার অযশ অতি ভরিল ভুবন
জীয়তে মোহোর নাম করিলা মোচন।
ডুবাইলা কুল নৌকা কলঙ্ক সাগরে
নিদয়া দারুণ পুত্র জানিলুঁ তোহ্মারে।
কুলের নন্দন হৈলে গুণের আগল
পদ্ম বনে বিকশিল যেহেন কমল।
শরীরে অঙুনি যেন পুত্র কুপণ্ডিত
তেজিতে লাগএ দুঃখ রাখিতে কুৎসিত।

অতএব — তেজহ চঞ্চল মতি স্থির কর মন
এবং — লোকমধ্যে তোহ্মার রহিব যদি নাম
গুণ-জ্ঞান-লাজ-ভয় কর অনুপাম।

কিন্তু ছেলে তখন বোধ-বুদ্ধির বাইরে। ঘর ছেড়ে নজদ বনে গিয়ে হিংস্র পশুর মধ্যে বাস করতে লাগল সে। নিরুপায় পিতা এক সাধকের পরামর্শে লায়লীর পায়ের ধুলো এনে লাগালেন সুর্মার মতো করে মজনুর চোখে। আশা রইল মনে

কি জানি নয়ন জলে রেণু ধুই যাএ
এই ভয়ে রোদন তেজিব সর্বথাএ।

এবং লায়লীর কুকুরের গলার ডোর এনে জড়িয়ে দিলেন কটিতে।

ভরসা এই— বিদার করিতে বস্ত্র সে ডোর ছিঁড়িব
এহি ভয়ে বসন বিদায় না করিব।

গহন বিপিনে খুঁজে ছেলেকে ঘরে আনলেন আমীর। তাঁদের ধারণাও হল আংশিক সত্য, কিন্তু ফল হলো না কিছুই। কেননা

'লায়লীর পদরেণু করিলা অঞ্জন
ঠেকিলেন্ত মজনুর নয়ান রোদন।

এহি শুভ কর্ম যদি করহ রচন
বহু মূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন।
প্রদীপ সমান দাস রুমী এক শত
শতেক হাবসী দিমু যেন প্রতিপদ।
দুই শত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ
পঞ্চশত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাতঙ্গ ;

এর পরে মিনতি করে বললেন ঃ

আমাকে জানিবা যেন নিজ পরিজন
করিমু অনেক সেবা যাবত জীবন
পুত্র দান দিয়া মোর রাখহ পরাণ।
এ দুঃখ সাগর হন্তে কর পরিত্রাণ।

কিন্তু গললো না মালিকের হৃদয়। তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন প্রস্তাব। বললেন ঃ যার রূপ দরশিতে ভয় উপজএ

যার তনু দরশিতে হৃদয় কম্পএ,

—তেমন বদ্ধ পাগলের হাতে দেয়া চলে কি মেয়ে!

আমীর বোঝাতে চাইলেন, তার ছেলে পাগল নয়, লায়লীকে সে ভালোবাসে, লায়লীর সঙ্গে মিলন হলেই সুস্থ হবে সে। তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে নজদ বন থেকে তিনি নিয়ে এলেন ছেলেকে। ক্ষৌর কর্ম শেষে 'স্নান করাইয়া ভাল বস্ত্র পরাইলা।' তারপর হাজির করলেন মালিকের সুমুখে। এ সময় লায়লীর কুকুর এল সেখানে,

মজনু দেখিয়া তারে প্রেমের বিভোলে
শীঘ্রগতি ধাইয়া ধরিলা সুনের গলে।
পরম ভকতি রূপে প্রেমের তাড়না
চুম্বএ সুনের পদে পাসরি আপনা।

এ দেখে সবাই অবাক! শুধু তা-ই নয়, কুকুরের 'দশগুণ' বর্ণনায় মুখর হয়ে উঠল মজনু। এর পরে অনুনয় করা নিরর্থক জেনে ফিরে এলেন লজ্জিত আমীর। মজনুও আগের মতো

বসন ভূষণ তেজি দিগম্বর বেশ
ভ্রমএ নজদ বনে দুঃখিত বিশেষ।

এবার কিন্তু তার মানবী-প্রেমের দাহ প্রশান্তি খুঁজলো ধাতার ধ্যানের প্রলেপেঃ

তপোবনে তপসী জপএ প্রভু নাম
মায়াজাল কাটিল বৰ্জিল ক্রোধ কাম।
মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী
পরম জ্ঞানের নিধি প্রেম রস ভোগী।
নয়ান চকোর রোজা ভঙ্গ না করএ
যাবতে বদন-ইন্দু উদিত না হএ।
অহনিশি অবিরত দুই ভুরু-মাঝ
মনোরম মসজিদে করএ নামাজ।
অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ নীরব
ভব মধ্যে অভব ভাবেত মনোভাব।
ধুইলা নয়ান পাপ নয়ানের জলে
দহিল মনের তাপ মনের আনলে।

কিন্তু মানবীর রূপে মজেছে যার মন, ইবাদতে মেলে কি তার প্রবোধ। তাই যখন শেষবারের মতো পুত্রের মন ফেরানোর জন্যে পিতা গেলেন গহন নজদ বনে, তখন মজনু বলেঃ

মনের বেদনা মোর জানএ মরমে
মরমে ডংশিল মোরে বিরহ ভুজঙ্গ
অতি বিষে নির্বিষ হইল মোর অঙ্গ।
অসার সংসার মধ্যে ভাব মাত্র সার
ভাব বিনে ভাবকের গতি নাহি আর।
শরীরে আছএ মোর যাবত জীবন
তাহান প্রেমের ভাব না হোক খণ্ডন।

মজনুকে এক সিদ্ধ যোগীর কাছে নিয়ে গেলেন তার পিতা।

যোগীকে বলে সে বর দাও মুনিবর পরম সহাএ
তান (লায়লীর) প্রেমে মোর ভাব বাড়ুক সদাএ।

নিরাশ হয়ে আমীর ফিরে এলেন ঘরে। বুঝলেন
মজনুর নাহি এবে কোন প্রতিকার।

এদিকে বিরহ-তাপে ক্ষীণ দেহে লায়লী কোন রকমে ধরে রেখেছে প্রাণটা। এ সময় এল তার বিয়ের পয়গাম। ইব্‌ন সালাম নামের এক ধনী লায়লীর সাথে দিতে চায় তার ছেলের বিয়ে। পালটি ঘর। তাই পয়গামটি মালিকের পছন্দসই। বিয়ের সব আয়োজন সমাপ্ত। এমন কি

মারোয়া সাজন-হৈল বিচিত্র সুঘট
স্থাপিলা রসাল পত্র সুবর্ণের ঘট
উচ্চরব দামামা সব গর্জিত আকাশ
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস।

শেষ মুহূর্তে লায়লী বসল বেঁকে। সে বলে:

কদাচিত যদি মোর সংসারে পরাণ
এক প্রাণনাথ বিনে না করিমু আন।
এক নারী দুই পতি নাহিক সুগতি
এক দেশে দুই নৃপ কোথাত বসতি।
মজনু মোহোর পতি প্রাণের দুর্লভ
তান প্রেমে রোগ মোর পরম উচ্ছব।

বলে কি মেয়ে! মায়ের মাথায় বাজ পড়ল যেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তিনি জুড়ে দিলেন বিলাপ। কনে বিয়ে বসতে চায় না, এ সামান্য কলঙ্কের কথা নয় আরব নগরে খাখার থাকবে চিরকাল। তাই লায়লীর সখী হেতুবতী এল লায়লীকে বোঝাবার জন্যে। সে ছিল কুটনীজাতীয়া চতুরাপ্রধান। এই মাটির দেহের অসারতার কথা বলে সে চাইল লায়লীর মনে যৌবন-চেতনা জাগিয়ে দিতে। বলল সে:

জীবন যৌবন রূপ নিশির স্বপন
বিফল লাবণ্যরস অনিত্য সঘন।
আত্মরক্ষা মহা ধর্ম কর সুখ ভোগ
আত্ম ক্ষয় মহাপাপ বিরহ বিউগ।

ধন-জন অকারণ অনিত্য সংসার
সুখ ভোগ যেই করে সেই মাত্র সার।
ফিরি ফিরি ঋতু সব আসে বার বার
জীবন যৌবন গেলে না আসিব আর।

অতএব, ভোগের ভেতর দিয়ে সার্থক কর জীবন ও যৌবন। এতে ফল হল না দেখে ষড়ঋতুর রূপে ও রসবৈচিত্র্যে মুগ্ধ করে লায়লীর মনে কামভাব ও শৃঙ্গার সুখ জাগাবার চেষ্টা পেল হেতুবতী। যতই সে বলে ঃ

যৌবন রূপ অকারণে যাএ
নিদয়া কান্ত পলটি নহি আএ।
কাম হুতাশনে দহএ দেহা
ভজ ধনি সুন্দর নাগর নেহা।

তবু মন টলে না লায়লীর। সে একই কথা বলে—'কোন দিন কুলবতী হওএ দোচারণী' ; সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন বলপ্রয়োগ করল তারা।

সবে মিলে বলে ছলে বিশেষ সন্ধানে
কন্যাক বিবাহ দিলা অনেক বিধানে।

জোর করে বিয়ে দেয়া হল বটে, বাসরে কিন্তু লায়লী বরণ করল না বরকে। পাশে বসতে চাইলে স্বামীকে সে 'চরণ প্রহার দিয়া করিল অন্তর।' এবং 'ক্রুদ্ধ হৈয়া আনল সমসর' ভৎর্সনাও করল বিস্তর ঃ

'বামন হইয়া চাহ ছুঁইতে আকাশ।
কুকুরের গলে যেন অপ্‌সর ভূষণ
এ রাজ্যের অধিপতি আছে আনজন।'

যুবক 'লইয়া সুবর্ণ কুঞ্জি লুকাইতে না পারিল বজ্রের কুলুপ। হার মেনে বেচারা পালাল।

এদিকে এক কুৎসিত বৃদ্ধার মুখে লায়লীর বিবাহের সংবাদ পেয়েই মজনু

'লইয়া অঙ্গের চর্ম হৃদয় শোণিত
তখনে লিখএ পত্র পরম দুঃখিত।'

সে চিঠিতে ছিল বিনয়, বেদনা, বিদ্রূপ ও বিক্ষোভের পরিমিত প্রকাশ। পাখি বয়ে নিল সে-পত্র লায়লীর কাছে। লায়লীও সব বৃত্তান্ত জানিয়ে আশ্বস্ত করল মজনুকে ঃ

যেই সত্য প্রথমে করিছি তোহ্মা সঙ্গ
যাবত জীবন মুঞি না করিব ভঙ্গ।
বিহঙ্গমা বন্দী নহে মর্কটের জালে
সিংহের আহার কভু না পাএ শৃগালে।
ভেদ নাহি হএ মোর মুক্তা সুন্দর
মক্ষী নাহি পড়ে মোর মধুর উপর।
মোহোর যৌবন ফল না হৈছে উচ্ছিষ্ট
গোপত রতন 'পরে না পড়িছে দৃষ্ট।

পত্রোত্তর পেয়ে মজনুর হৃদয়ে জ্বলে উঠল আশার আলো। তার উল্লাস ও প্রেম যেন উপছে পড়তে চাইল সে-পত্র অবলম্বন করে। আনন্দে তখন সে দিশাহারা ঃ

নয়ান অন্তরে পত্র রাখিতে ইচ্ছিলা।
জলে তিতিব ভয়ে তথা না রাখিলা।
হৃদয় অন্তরে পত্র না রাখিলা পুনি
কি জানি দহিব পত্র হৃদয় আগুনি।
শিরেত তুলিয়া পত্র চুম্বিয়া অধরে
যতনে রাখিল পত্র প্রাণের উপরে।
দুঃখভাব মনস্তাপ সকল হরিল
কবজ করিয়া পত্র গলেতে বান্ধিল।

বসন্ত সমাগমে যখন জগৎ আনন্দে চঞ্চল, তখন বন্ধুরা স্মরণ করল হতভাগ্য মজনুকে। তারা নজদ বনে গেল মজনুকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। বলল তারা,

দেশ ভরি দশ দিশি কৌতুক সুসার
যথ ইতি নরগণ হরিষ অপার।
চল মিত্র নিজ দেশে আনন্দিত মনে।

বন্ধুদের ফিরিয়ে দিল মজনু। বলল সে

যার মন বিরহ বিয়োগে উতাপিত
পিকরবে হরিষ না হএ কদাচিত।
বিরহ বিয়োগে যার হরিল চেতন
ভ্রমরা গুঞ্জরে তার না রহে জীবন।

কোনো ফল হল না সাধাসাধিতে। 'যথেক বান্ধবগণ হইলা নৈরাশ।' এবং 'রোদন করিয়া তবে হইয়া অস্থির, পলটি আইলা সবে আপনা মন্দির।'

দুঃখের দিনে সুখের উপকরণ বাড়িয়ে দেয় যন্ত্রণা, অপরের আনন্দ উৎসব মনে জাগায় গভীর ক্ষোভ, বেদনাকে করে গাঢ়, প্রকৃতি ও নিসর্গ-শোভা দাহকে করে তীব্র। তাই পূর্ণিমার অসহ্য শোভায় বিক্ষুব্ধ বিরহী মজনু উত্তেজনা বশে বলছে ঃ

মুঞি যদি লম্ফ দিয়া চন্দ্র লাগ পাম
নামাই গগন হন্তে সাগরে ভাসাম।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে মজনু ঘুমিয়ে পড়ল, তখন স্বপ্নে লায়লীর সঙ্গে হল তার মিলন। সকালে সে রওয়ানা হল লায়লীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। মালিকের প্রাসাদের দ্বারে গিয়ে হাঁক দিল সে,

'হাহা প্রাণ ধনি মোর জীবের জীবন।' লায়লীও
দিলেক দর্শন দান না ভাবি সঙ্কট।
এবং চারি আঁখি এক সম হইল যখন
অন্যে অন্যে দুইজনে করিলা রোদন।

দ্বারী মজনুকে হত্যা করার জন্যে খড়্গ উঠাল। আশ্চর্য, অবশ হয়ে গেলো তার হাত। অবশ্য মজনুর ক্ষমা পেয়ে সুস্থ হল সে।

নয়ফলরাজ মৃগয়ায় এলেন নজদ বনে। মজনুর দুর্দশা দেখে করুণা হল তাঁর। মজনুকে নিয়ে গেলেন তাঁর দেশে। উদ্দেশ্য

বসিয়া উঞ্চল মঞ্চে পয়োনিধি তীরে
কৌতুক করিমু দোহে বিরল শিবিরে।

তিনি মজনুর বিয়ের পয়গাম পাঠালেন লায়লীর পিতা মালিক সুমতির কাছে। বলে দিলেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি বলপ্রয়োগে

সিদ্ধ করবেন কাজ। মালিকের আত্মসম্মানে ঘা দিল এ প্রস্তাব। ফলে বাধল লড়াই।

ধনুর্ধর রথী সব রথে আরোহণ
খড়্গ ধরে বীরগণ কবচ ভূষণ
দুই সৈন্য মহাবলবন্ত যোদ্ধা অতি
পদভরে কম্পিতে লাগিল বসুমতী
রণবাদ্য শুনিতে গগন হইল কালা
সমুদ্রে জন্মিল যেন তরঙ্গ বিশালা।
খড়্গেত লাগিয়া খড়্গ জ্বলএ অনল
প্রলয় সময় যেন হইল গোচর।

নয়ফলের অসামান্য বীরত্বে অবশেষে তাঁরই হলো জয়।

এবং 'লায়লী সুন্দরী বর পড়িলেক বন্দ।'

লায়লীর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ নয়ফল এখন নিজেই

লায়লীকে 'পরিণয় করিতে ভাবএ মনে মন।'

লায়লীর পরিবর্তে অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে থেকে যে-কোন সুন্দরীকে বেছে নেবার প্রস্তাব দিলেন তিনি মজনুর কাছে। উত্তরে মজনু বলেঃ

প্রবেশ করিয়া মোর নয়ান অন্তর
লায়লীকে নিরক্ষিয়া দেখ নৃপবর।
তবে সে দেখিবে তুহ্মি লায়লীর রূপ
রূপে অপ্সরা হেন জানিবে স্বরূপ।

তখন অন্য উপায় স্থির করলেন নয়ফলঃ

বলক্রমে লায়লীকে যদি লই হরি
অযশ ঘুষিবে যথ আরব নগরী
মজনুকে বধিমু প্রকার অনুবন্ধে
তবে লায়লী সনে বঞ্চিমু আনন্দে।
এথেক কুবুদ্ধি যদি মনেত ভাবিল
সেবকেরে তবে তার ইঙ্গিতে কহিল।
মধুর কটোরা আন মোহোর কারণ
গরল কটোরা আন মজনুর কারণ।

কিন্তু পরিবেষনের ভুলে ফল হলো উলটো। মারা গেলেন নয়ফল। এ খবর পেয়ে কন্যাকে উদ্ধার করে নিলেন সুমতি আর মজনু চলে গেল নজদ বনে।

বসন্ত আবার তার রূপ-রসের ঐশ্বর্য নিয়ে এল কেবল বিরহিণীকে ব্যথা দিতেই। লায়লীর

প্রথমে মারুত অঙ্গ করিল তাপিত
দ্বিতীএ কোকিল রবে মন বিষাদিত।
তৃতীএ ভ্রমরা বোলে হরিল চেতন
চতুর্থে কুসুমাসার ব্যথিল জীবন।

'জনম-তাপিনী' 'বিরহ-দাহিনী' লায়লী নিজের দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করতে লাগল বিলাপে।

সপরিবারে সামদেশে যাচ্ছিলেন লায়লী-পিতা সুমতি। লায়লী ছিল উটের পিঠে কনক চৌদোলে। নজদ বনের পাশ দিয়ে যাবার সময় ছিল রাত্রি। লায়লী গ্রহণ করল এ সুযোগ। সে তার উট ছুটাল অরণ্যে। খুঁজে বের করল মজনুকে। তখন মজনুকে চেনা যায় না। বিরহে বিরহে সে ক্ষীণতনু, বিকৃত অবয়ব। লায়লী সোজাসুজিই বলল ঃ

পরিণয় কর মোরে সদয় হৃদএ।
করিএ তোহ্মার সেবা এক মন কাএ।

মজনু কিন্তু তখনো হারায় নি সমাজ, ধর্ম ও সংযম বোধ; তাই সে বলে ঃ

গুপ্তরূপে তোহ্মাকে করিলে পরিণয়
আরব নগরে লোকে দুষিব নিশ্চয়।
বান্ধিতে ব্যূহের দ্বার আছএ উপাএ
মনুষ্যের মুখ মাত্র বন্ধন না যাএ।
তোহ্মা সনে মোর প্রেম বেকত সংসারে
এ হেন গোপত কর্ম না হএ সুসারে।

জীবনে একবার মাত্র পাওয়া সুযোগ এভাবে হেলায় হারিয়ে মজনু আফসোসের সুরে বলে ঃ 'কণ্ঠ শুকাইল মোর পয়োনিধি কূলে'। বসন্তের

আবির্ভাবে মজনুর মদন-জ্বালা হয়ে উঠল দুঃসহ।

এরপর বিলাপে বিলাপেই দিন কাটতে লাগলো দু'জনের। চৌতিশায় বর্ণিত রয়েছে এসব বিলাপ। অকালে অবসিত হল লায়লীর জীবন-বসন্ত।

সহজে প্রেমের পীড় তাপিত সদাএ।
তার রূপ রঙ্গ দূরে গেল তনু হৈল ক্ষীণ।

হেমন্তকালে তার বিরহ-তপ্ত দেহে নেমে এল মৃত্যুর প্রশান্তি। প্রকৃতি এখন জরাগ্রস্ত, এখানে 'হিম অপ উপজিত কুসুম নয়ানে' এবং তরুর 'পত্র সব ঝরিয়া পড়িল একে এক।' লায়লীরও তরুণ জীবন-তরুর পত্র অকালে পড়ল ঝরে। মৃত্যুকালে মাকে মিনতি জানায় সে ঃ

"যে ক্ষণে শরীর তেজি আহ্মি চলি যাই
বারতা জানাইবা মোর মজনুর ঠাঁই।
কহিবা তোহ্মার ভাবে লায়লী দুঃখিনী
জন্মিল প্রেমের পীড় হারাইল প্রাণি।"

কথা রেখেছিলেন লায়লীর মাতা। খবর শুনে ছুটে এল মজনু। শোকে মুহ্যমান মজনু লায়লীর কবর আঁকড়ে পড়ে রইল আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষায় ঃ

দুই ভুজ প্রসারিয়া কবর কোলেত লৈয়া
প্রেমভাবে মজনু সুজন
লায়লীর নাম ধরি হাহাকার শব্দ করি
ততক্ষণে তেজিল জীবন।

কবি বলেছেন :

ভাবিয়া লায়লী নেহা মজনু তেজিল দেহা
উঝল হৈল সেই ঠাম।

সেই কবর প্রণয়কামী মানুষের তীর্থস্থান হয়ে রইল চিরকালের জন্যে। ব্যর্থ প্রেমের দাহ পেয়ে যারা মরবে, তাদেরও আশ্বস্ত করেছেন কবি ঃ

দুনিয়াতে পাইল দুখ কবরেতে হৈব সুখ
নিজ প্রিয়া লইবেন বুকে।

লায়লীর মৃত্যুতে কবির বেদনা-বোধ-জাত অন্তর-নিঙড়ানো দীর্ঘশ্বাসের

সঙ্গে শ্মশান-বৈরাগ্যও জেগেছে কবি মনে :

পৃথিবীতে পন্থিক তুলন নরগণ
রাত্রিতে বসতি পুনি দিবসে গমন
হাট বসাইতে যেন আসিছ নগরে
অবশেষে গমন করিব নিজ ঘরে।

কাব্যের বৈশিষ্ট্য

।। ক ।।

মধ্যযুগের সাহিত্যক্ষেত্রে 'লায়লী-মজনু' কাব্য নানাগুণে অনন্য। এ কাব্য বাল্যপ্রেমে অভিশপ্ত দুই বিরহী হৃদয়ের রক্তক্ষরা বেদনার জমাট অশ্রু। এর গীতোচ্ছ্বাস, এর কারুণ্য, এর নীতিনিষ্ঠ মানবিকতা অভিভূত করে পাঠককে।

অনুরাগে প্রেমের উন্মেষ; বিরহে তার বিকাশ, কিন্তু মিলনেই তার সার্থকতা। যে-প্রেম মিলনমুখী নয়, তাতে আছে কেবল দাহ, মন-আত্মাদেহের অপমৃত্যুই তার পরিণাম। লায়লী ও মজনুর প্রেম বিরহেই অবসিত। দুই দগ্ধ হৃদয়ের যন্ত্রণা জমাট হয়ে আছে এ কাব্যে। 'হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া কান্দিতে জনম ভেল'—লায়লী ও মজনুর জীবনে এ তত্ত্ব প্রমাণিত সত্য। আলোচ্য কাব্যে বিরহানলে দগ্ধ দুটো হৃদয়ের জ্বালা-যন্ত্রণার ইতিকথা পরিব্যক্ত। তাছাড়া লোকে বলে, 'প্রেম মানুষকে মহৎ করে।' এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা চরিত্রে প্রেমজ মহত্ত্ব দুর্লক্ষ্য নয়।

আত্মবিশ্বাস, আদর্শনিষ্ঠা, সহনশীলতা, প্রত্যয়-দৃঢ়তা, তিতিক্ষা, সাহসিকতা এবং নির্যাতন-প্রসূত কারুণ্য ও যন্ত্রণাজাত বেদনাই মহৎ কাব্যের চিরন্তন বিষয়বস্তু। এ কাব্যেও আমরা করুণরস ও বিয়োগান্ত বিষয়ে কবির অনুরাগ প্রত্যক্ষ করি। তাঁর অপর কাব্য 'মক্তুল হোসেন' বা 'জঙ্গনামা' ও 'কারুণ্যের নির্ঝর'। অতএব, কারুণ্য ও বেদনা লক্ষ্যেই কবি লেখনী ধারণ করেছিলেন। আঘাত, ব্যর্থতা ও হতাশায় ভরা

জীবনের রক্ত-ঝরা ক্ষত, হৃদয়ের গভীরতম বেদনা, আর চিত্তের কোমলতম বৃত্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং পরিস্ফুটনই কবিব্রত। রুচি দিয়েই মানুষের পরিচয়। কবি যে-রুচি নিয়ে আমাদের সুমুখে উপস্থিত, তাতে তাঁকে জীবনের গভীরতর রূপ-সচেতন, সংবেদনশীল সহৃদয় ব্যক্তি বলে চিনতে দেরী হয় না। তাঁর শিল্প-রুচি, কবিত্ব ও মনীষা প্রথম শ্রেণীর গোঁড়ামিমুক্ত উদার সহানুভূতি, দরদী দীল এবং সংযম-সুন্দর অভিব্যক্তি ষোলশতকী বিরলতায় বিশিষ্ট।

যুগ-দুর্লভ ছয়টি গুণে 'লায়লী-মজনু' কাব্য অনন্য।

এক, লায়লী-মজনু কাব্য যথার্থ ট্র্যাজেডী। কারণ রামায়ণ, মহাভারত, কারবালা বিষয়ক কাব্য কিংবা অন্যান্য বিয়োগান্ত বা করুণ রসাত্মক রচনায় সত্যিকার Tragic effect নেই। রামায়ণে একটা রাজকীয় আদর্শের লালনে সীতা-বর্জনের বেদনায় প্রলেপ ও প্রবোধ মিলেছে। ন্যায়ের স্বীকৃতিতে, স্বর্গে আত্মীয় মিলনের আশ্বাস ও পরীক্ষিতের রাজ্য লাভের মাধ্যমে বেদনার বিমোচন ঘটেছে মহাভারতে। কারবালা কাহিনীতেও প্রশান্তি এসেছে ন্যায়ের জয়ে, এজিদের নিধনে আর জয়নুল আবেদিনের প্রতিষ্ঠায়। অতএব, বিয়োগান্ত কাব্য রচনায় বাহরাম খান পথিকৃৎ এবং বাঙলায় এক নতুন কাব্যাদর্শ প্রবর্তনের গৌরব তাঁরই।

দুই, এ কাব্য-কাহিনী অলৌকিকতামুক্ত প্রায়-স্বাভাবিক জীবন-ভিত্তিক।

সে-যুগের সাহিত্যে রোমান্স সৃষ্টির প্রয়োজনে অলৌকিক-অস্বাভাবিক তথা অতি-প্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ করা ছিল প্রায় অপরিহার্য। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে, নদনদীনগরীর পরিবেশে, জীন-পরী-ভূত-প্রেতের ও অপ্সরী-কিন্নরীর উপস্থিতিতে, দেব-দৈত্য-রাক্ষস প্রভৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাতময় মানবজীবনের বিচিত্রলীলার বর্ণালি অতি মানবিক কাহিনীই ছিল আমাদের কবিদের অবলম্বন এবং কাব্যে বর্ণিতব্য বিষয়। তাঁদের জীবনবোধও ছিল স্থূল। তাঁদের চেতনায় বাহুবল, মনোবল আর বিলাস-বাঞ্ছাই ছিল নায়ক জীবনের আদর্শ, রূপ-তৃষ্ণাই ছিল প্রেরণার উৎস, সংগ্রামশীলতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই ছিল সে জীবনের ব্রত এবং জরু ও জমি ভোগই ছিল লক্ষ্য। সে জগতে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সঞ্চরণে, নদী-গিরি-অরণ্য-কান্তার উল্লঙ্ঘনে, নাগের বাঘের কবল উত্তরণে নায়কের বাধা

সামান্য। সেখানে পাখি তত্ত্বকথা বলে, রাক্ষস প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়, দৈত্য হয় বৈরী, দেবতা করেন প্রত্যক্ষ সহযোগিতা। লায়লী-মজনু কিন্তু সে ধরনের রচনা নয়।

হামিদ খানের ধার্মিকতার পরীক্ষায়, নজদ বনের শ্বাপদের মজনু-প্রীতিতে, অঙ্গের চর্মে ও রক্তে পত্র রচনার, কিংবা দৌবারিকের হস্ত-অবশতায় এবং গন্ধ শুঁকে কবর সন্ধানে অলৌকিকতার ছায়া থাকলেও যোগী-সন্ত-দরবেশের কেরামতিতে আস্থাবান লোকের কাছে তা হয়তো অসামান্য, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। এগুলো ফারসী-সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য। কাজেই বলা চলে, লায়লী-মজনু কাব্যে কোথাও অতিপ্রাকৃত ঘটনা-জাল বোনা নেই। এ হিসেবে 'লায়লী-মজনু' ষোলশতকের একক সৃষ্টি। সতেরো শতকের 'সতী ময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্য বাস্তব-ঘেঁষা হলেও সত্যিকার বাস্তব ঘটনাভিত্তিক নয়। এ ক্ষেত্রে লায়লী-মজনু আমাদের গাথা বা গীতিকা সাহিত্যের সমগোত্রীয়।

তিন, এ কাব্য আশ্চর্য রকমে অশ্লীলতামুক্ত।

পদ-সাহিত্য ছাড়া ষোলশতক অবধি বাঙলা সাহিত্য ভাবে, ভাষায় ও বর্ণন-ভঙ্গিতে সাধারণভাবে গ্রাম্য আবহে লালিত। দৌলতউজীরের কাব্যে প্রথম নাগরিক ভব্যতার, মননশীলতার ও শিল্পরুচির সুপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করি। এ কাব্যের বর্ণিত বিষয় আদিরসাশ্রিত। কিন্তু রুচিবান কবি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন শৃঙ্গার রসের বীভৎসতা। এখানে রূপজ মোহ ও দেহজ প্রেম মানস-আস্বাদনের স্তরে উন্নীত। এই মিলনমুখী মানবিক প্রেম সান্নিধ্য-পিপাসু, ভোগকামী নয়। এ প্রেম পাগল করে, প্রাণে মারে কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল করে না।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাই বলেন, "এ কাব্যে নায়ক-নায়িকা উন্মাদ হইলেও যৌন-প্রেরণা চপল নহেন; সেইজন্য তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল নহেন। ইঁহারা সমাজ-শাসন মানেন, গুরুজন স্বীকার করেন, ধর্মের বিধিনিষেধ অনুসরণ করেন, অথচ পরস্পরের আকর্ষণে পাগল। ধর্ম, সমাজ, গুরুজন স্বীকার করেন বলিয়াই লায়লী ও মজনুর মধ্যে মিলন হইয়াও হয় নাই।"

প্রেমের অত্যুঙ্গ আদর্শও কাব্যে সর্বত্র সুরক্ষিত। নায়ক-নায়িকা চরিত্রে

প্রেমজ মহত্ত্বের বিকাশও লক্ষণীয়। নিজের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করে মজনু বলছে ঃ

নরগণ আছে যথা জগত ভিতর
দুঃখিত না হোক কেহ মোর সমসর।

লায়লী ও মজনু পরস্পরকে
পঞ্চপ্রাণ দিল দান সুধাতনু রাখি।

ময়মনসিংহ গীতিকায়ও পাই প্রেমের এমনি মহতী রূপ। চন্দ্রাবতী গাথায় দেখি, নায়ক-নায়িকার গোপন মিলন হয়, গভীর প্রেমে তারা অভিভূত। কিন্তু বিসর্জন দেয়নি তারা সমাজ, ধর্ম ও নীতিবোধ। তাই নায়িকাকে বলছে নায়ক ঃ

দেবপূজার ফুল তুমি, তুমি গঙ্গার পানি
আমি যদি ছুঁই কন্যা হইবা পাতকিনী।

অনুরূপ আদর্শবোধ লায়লী-মজনুতেও রয়েছে। লায়লী নজদ বনে গেল পালিয়ে। মজনুকে সেবার সুযোগ নেবার জন্যেই প্রস্তাব করল সে

পরিণয় কর মোরে সদয় হৃদএ
করিএ তোহ্মার সেবা এক মন কাএ।

কিন্তু দুঃসহ বিরহানলে দগ্ধ হলেও মজনু তখনো হারায়নি সমাজ-বোধ, সংযম ও পৌরুষ, তাই দুর্লভ প্রিয়া-রত্নাকে কাছে পেয়েও হয়নি নীতিভ্রষ্ট। বলে সে—

গুপ্তরূপে তোহ্মাকে করিলে পরিণয়
আরব নগরে লোকে দূষিব নিশ্চয়।
বান্ধিতে বুহ্যের দ্বার আছএ উপাএ
মনুষ্যের মুখমাত্র বন্ধন না যাএ।

অথচ এই উদভ্রান্ত মজনুই লায়লীকে বলেছিল ঃ

তোমার বদন-ইন্দু অমিয়ার আশ
চকোর চঞ্চল মতি হইলুঁ উদাস।

তোমার কমল মুখ দেখিয়া অরূপ
আকুল হইল মোর নয়ান মধুপ।
তোমার কটাক্ষ বাণে হানিল হৃদয়
পুরুষ বধিনী তুহ্মি হইলা নিশ্চয়।

এমনি প্রেমের সোপান বেয়েই ভূমি থেকে ভূমায়, রূপ থেকে অরূপে ঘটে উত্তরণ। তার আভাস রয়েছে এ কাব্যে। প্রেমিক মজনু হয়েছে প্রেমযোগী, সাধক।

পঞ্চবৈরী বিনাশিয়া এক মন কাএ
পরম সমাধি হৈয়া রহিল তথাএ।
চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি
নিরীক্ষএ লায়লীর রূপ অহনিশি।
দোলন বোলন নাহি নীরব নয়ন
উরু ভেদি তরু হৈল নাহিক চেতন।
শরীর নগরে তার লাগিল ফাটক
কাম ক্রোধ প্রবেশিতে হইল আটক।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক যথার্থই বলেছেন—"কবি মধুসূদন ও ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে যেরূপ রুচি, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতিগত প্রভেদ বিদ্যমান, লায়লী-মজনু এবং এ যুগীয় অন্যান্য কাব্যের মধ্যে অবিকল তজ্জাতীয় সংস্কৃতিগত বৈষম্য বিরাজিত।"

অতএব, কবির পরিশ্রুত রুচি, মার্জিত রসবোধ, সূক্ষ্ম মনন, দুর্লভ সংযম, পরিশীলিত নাগরিক ভাষা ও ঋজু বর্ণনভঙ্গি, যুগ-দুর্লভ রীতি-নীতি প্রভৃতি কবির যুগোত্তর প্রতিভারই সাক্ষ্য।

চার. লায়লী-মজনু নিছক মানবিক প্রণয়োপাখ্যান। সূফীমতের বিকাশভূমি ইরানের ও মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সূফী কবিরা জীবাত্মা-পরমাত্মার আশক-মাশুক তত্ত্বের রূপক হিসেবে নর-নারীর প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন। তাঁদের প্রভাবে উত্তর আর দক্ষিণ ভারতেও অধ্যাত্মতত্ত্বের রূপক প্রেমকাব্য রচিত হয়েছে অনেক। উত্তর ভারতের সঙ্গে বাঙলার নিবিড় সম্পর্ক চিরকালের। বাঙলায় মৌলিক উপাখ্যান বিরল। বাঙালী কবিরা অনুবাদ করেছেন ফারসী ও হিন্দুস্তানী কাব্য।

ইরানী কিংবা হিন্দুস্তানী আখ্যায়িকা কাব্যমাত্রই রূপক রচনা। কাজেই মরমীয়া মতের রূপক কাব্যই ছিল বাঙালী কবিদের অবলম্বন। কিন্তু অনুবাদে তাঁরা প্রত্যেকটি আখ্যানকেই লৌকিক রূপ দিয়েছেন—রূপক রাখেননি। ইউসুফ জোলেখা, লায়লী-মজনু, সপ্তপয়কর সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, ময়নাসৎ, মৃগাবৎ, গুলেবাকাউলি প্রভৃতির অনুবাদ বা অনুকৃতি মেলে বাংলার নরনারীর চিরন্তন রূপজ, দেহজ ও কামজ আকর্ষণের ইতিবৃত্ত হিসেবে। এতে বাঙালীর জীবনবাদী তথা ভোগবাদী মনোবৃত্তির পরিচয় সুপ্রকট। মুখে সে যত বড় বুলিই আওড়াক, আসলে সে এ জীবনকেই ভালোবাসে এবং সত্য বলে জানে। কোনো মহৎ আদর্শের আন্তরিক পরিচর্যা যে তার নয়, কোন বৃহতের সাধনায় যে তার প্রাণের সায় নেই—এ তার একটি পাথুরে প্রমাণ। অতএব, শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা এবং শা'বারিদ খানের বিদ্যাসুন্দরের পরেই পাচ্ছি লৌকিক প্রণয়োপাখ্যান লায়লী-মজনু।

পাঁচ, 'লায়লী-মজনু' নিযামী, খসরু কিংবা জামীর কাব্যের অনুবাদ নয়। এঁদের যে কোনো একজনের রচনার স্বাধীন অনুসৃতি কিংবা লোক-শ্রুত পুরোনো কাহিনীর স্বাধীন রূপায়ণ। এ হিসেবে লায়লী-মজনু মধ্যযুগের আখ্যায়িকা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট রচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সতেরো শতকের কবি মাগনঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী'ও এমনি এক রূপকথার কাব্যিক রূপান্তর।

ছয়, এ কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য গীতিনাট্যের আকারে বিন্যস্ত ঋতু-পর্যায় বর্ণন। বারোমাসী ভারতীয় লোক-সাহিত্যের প্রাচীন ঠাট। মানব মনে বিশেষ করে বিরহী নায়ক-নায়িকার মনে প্রকৃতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখানোই এর মুখ্য লক্ষ্য। যৌন-জীবনের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ নিরূপণের এ ছিল আদিম রীতি। মানুষের মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব কতো গভীর তা মেঘলা দিনে সহজেই উপলব্ধি করে সবাই। মানুষের এ অভিজ্ঞতা আদিম কালের। রোদ ও জ্যোৎস্না হচ্ছে আনন্দের ও ঔজ্জ্বল্যের, মেঘ ও বৃষ্টি হচ্ছে বেদনার ও ম্লানিমার —এ বোধ মানুষের প্রায় সহজাত। সুখের অনুভূতি স্থূল আর দুঃখের উপলব্ধি গভীর, ব্যাপক, তীব্র ও তীক্ষ্ণ। তাই বিরহিণীর অনুভবে প্রকৃতির

বর্ণ ও বৈচিত্র্য, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ধরা দেয় সহজেই। এ কারণে বারোমাসীতে সাধারণত উন্মোচিত হয় বিরহী-বিরহিণীর হৃদয়তত্ত্ব। উত্তর ভারতের লোক সাহিত্যে (এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও) চৌমাসীও আছে। আমাদের সাহিত্যে বারোমাসীই বেশী। বারোমাস আবার ষড়ঋতুতে সংহত। সঙ্গীত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ 'রাগতালনামা'গুলোতেও বছর মাসে নয়—ঋতুতেই বিভক্ত।

লায়লী-মজনু কাব্যেও বারোমাসকে ষড়ঋতুতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি নামে 'হেতুবতী-লায়লী সংবাদ', আকারে গীতিনাট্য এবং প্রকারে কামোদ্দীপক বটিকা। এবং স্বরূপে সংবাদী-প্রতিবাদী সংলাপ।

পতি বা প্রেমিকের বিচ্ছেদজনিত একাকিত্বের সুযোগে নায়িকার মনে কামভাব জাগিয়ে দ্বিচারিণী হবার প্রলোভন দানই এ ধরনের রচনার বিষয়। কুটনী জাতীয়া সখী, ধাত্রী, দাসী কিংবা মালিনী আসে প্ররোচনা দিতে। বড়াই কিংবা হীরামালিনী এই জাতীয়া কুটনী। এদের পার্থক্য বর্ণে ও ধর্মে নয়—সামর্থ্যে। ভিন্ন আদলে কালিদাসের ঋতুসংহার থেকে রবীন্দ্রনাথের 'ঋতুচক্র' অবধি সব রচনাতেই মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ সন্ধানই লক্ষ্য। হৃদয়স্থ কাম-প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করার অথবা প্রকৃতির রূপ-রসের অনুগত করে চিত্তবৃত্তিকে পরখ করার এ রীতি সাহিত্যে আজো অপরিহার্য বলে বিবেচিত। এরই আধুনিক নাম দেয়া চলে 'প্রকৃতি ও পরিবেষ্টনীর পটে মন বিশ্লেষণ বা ব্যক্তি স্বরূপের পরিচয় গ্রহণ'। এ শিল্পরীতির অনুসৃতি পাই কাজী দৌলতের 'সতীময়না লোর-চন্দ্রানী'তে এবং সরূপের 'দামিনী' চরিত্রে, নিত্যানন্দ বৈদ্য ও শ্রীধরবানিয়ার 'নীলার বারমাসী' নামের গাথা দুটোতে।[১] কাব্যিক বিচারে সতেরো শতকের কবি কাজী দৌলতের শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত।

---

১. ক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ পৃ: ৫৭৪—৭৫

খ. বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ: আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ), ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা : ১২৫. ২য় সংখ্যা, পৃ: ৪৮—৪৯।

॥ খ ॥

লায়লী-মজনু কাব্যে ঋতুপরিক্রমা ব্রজবুলিতে রচিত। ষোল শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রামের মুসলমান কবির পক্ষে ব্রজবুলি আয়ত্ত করা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক মনে করে কেউ হয়তো আমাদের নিরূপিত কাব্য-রচনাকাল সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যদি আমরা স্মরণ করি, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের (১৪৮৬-১৫৩৩) ফলে বাঙলা দেশে পদ-সাহিত্যের চর্চা ব্যাপক হয় এবং চৈতন্যদেব স্বয়ং 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি' দিনরাত আস্বাদন করতেন, এবং তাঁর তিনজন পার্ষদ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন, তা হলে অমূলক বলে মনে হবে এ সন্দেহ। কেননা মৈথিল ও ব্রজবুলি বাঙলা দেশে চৈতন্যপূর্ব যুগেও চালু ছিল। নদীয়ার আগে মিথিলা ছিল সংস্কৃত ও শাস্ত্র চর্চার কেন্দ্র। সে সূত্রেই বাঙলা, মৈথিল এবং অবহট্টের মিশ্রণে চালু হয় কৃত্রিম ভাষা ব্রজবুলি। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক রচনায় ব্যবহৃত বলে এর নাম হয় (ব্রজের বুলি) ব্রজবুলি। বৈষ্ণব পদকার ও কীর্তনীয়াদের দ্বারা ব্রজবুলি দ্রুত দেশময় জনপ্রিয় হয়ে উঠে মাত্র।[১]

যশোরাজ খানের (১৫১৯-৩২) ব্রজবুলি পদে আমাদের ধারণার সমর্থন মেলে। নাম ও গুণ কীর্তন এবং গানের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলা স্মরণেই সাধন-ভজন চলে বৈষ্ণবের। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব ও মুকুন্দদত্তের প্রবর্তনায় চট্টগ্রামে কীর্তনীয়াদের একটি আড্ডা গড়ে উঠেছিল এবং তাঁদের নব-লব্ধ প্রেমগানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মুগ্ধ হয়েছিল এবং সে-সব গানের ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির অনুকরণে উৎসুক ছিল তারা—এমন অনুমান অসঙ্গত নয়, বিশেষ করে ষোল শতকেই যখন আমরা চট্টগ্রামে সৈয়দ আফজাল, সৈয়দ সুলতান ও ফতেহ খানকে রাধাকৃষ্ণ রূপকে পদ রচনা করতে দেখি। কবি দৌলতউজীরেরও হয়তো যুগ প্রভাবেই আগ্রহ জেগেছিল ব্রজবুলির ব্যবহারে। লক্ষণীয় যে ভাষা ব্রজবুলি হলেও বর্ণিত বিষয় 'ষড়ঋতু ও মদনলীলা'—রাধাকৃষ্ণলীলা নয়।

১, প্রাগুক্ত: সুকুমার সেন—১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ—পৃ: ৪৪,৯৯—১০০, ৩৭০।

চৌতিশায় লায়লী-মজনুর বারোমাসীও বর্ণিত হয়েছে। চৌত্রিশটি বাংলা হরফের এক একটিকে চরণের প্রথম শব্দের আদ্যাক্ষর রূপে প্রয়োগ করে বিরহী হৃদয়ের উপর এক এক মাসের প্রাকৃতিক প্রভাব বর্ণনার উদ্দেশ্যে একাধিক চরণ রচনার শৈল্পিক রীতির নাম 'চৌতিশা'। হরফ বা ঠাঁট চেতনার ফলে এটি প্রায়শ কৃত্রিম রচনায় অবসিত।

॥ গ ॥

লায়লী-মজনু কাব্যে কাহিনী অত্যন্ত ঋজু। ঘটনা বিন্যাসে জটিলতা সৃষ্টির প্রয়াস ছিল অবশ্য। ইবন সালামের পুত্রের সঙ্গে লায়লীর বিবাহে কিংবা লায়লীর রূপ-বহ্নিতে নয়ফল রাজের আত্মাহুতির প্রয়াসে ঘটনা বক্র ও বিপুল হতে পারত, কিন্তু আশু-সমাধান-বুদ্ধির প্রয়োগে কবি অঙ্কুরেই নষ্ট করেছেন সে সম্ভাবনা। ফলে অসম্পৃক্ত ঘটনা ও দৃশ্যের সমাবেশে কাহিনীকে গতিদানের কৃত্রিম আয়োজনে অবসিত হয়েছে কবিকৃতি। যেমন দুই যোগীর উপদেশ ও আশীর্বাদ কামনা, নজদ বনে মজনুর পুনঃপুনঃ বাস, পুত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্যে মজনুর পিতার একাধিকবার নজদ বনে গমন, পর্যায়ক্রমে মজনু ও লায়লীর বিলাপ প্রভৃতি কাহিনী-নির্মাণে কবির অসামর্থ্যের সাক্ষ্য।

লায়লী-মজনু উচ্ছ্বাস প্রধান কাব্য; হৃদয়াবেগই এর প্রাণ। সেজন্যে এ কাব্যে চরিত্র গড়ে ওঠেনি। কএস-লায়লী দু'জনই পরম সজ্জন। প্রণয়ে একনিষ্ঠতা ছাড়াও পিতামাতা, সমাজ-ধর্ম, রীতি-নীতি প্রভৃতির প্রতি গতানুগতিক আনুগত্যে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। দুজনেই জীবন-চেতনার ক্ষেত্রে প্রেমিকা এবং সে কারণে দুজনেই অসূয়ামুক্ত, উদার ও তিতিক্ষু। এ ছাড়া আর সব রকমে তারা নিতান্ত সাধারণ; নায়ক-নায়িকা যোগ্য কোনো অনন্যগুণে বিশিষ্ট নয়। রসের দিক থেকে আদি রসাত্মক হলেও চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী অতুলনীয়। মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির গভীরতর স্বরূপ উদ্ঘাটনে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কাজী দৌলতের সমকক্ষ বিরল। এ কাব্যে কাজী দৌলত বিপরীত কোটির দুই নারী-চরিত্র অবলম্বনে আদর্শনিষ্ঠা ও ভোগলিপ্সার দ্বান্দ্বিক চিত্রের মাধ্যমে মানবজীবনের একটি চিরন্তন সমস্যার কাব্যিক

রূপ দিয়েছেন। আদর্শ নিষ্ঠায় ময়নার আত্মপীড়ন আর জৈবধর্মের আনুগত্যে চন্দ্রানীর চেতনায় মহত্তর জীবনবোধের অবমাননা— দুটোই পেয়েছে কবির উদার ও রসিক-দৃষ্টিতে সমমর্যাদা। মধ্যযুগের কবির এই গভীর জীবন-দৃষ্টি ও অসামান্য নির্লিপ্ততা বিস্ময়কর। তিনি যে কেবল কবি ছিলেন না জীবনশিল্পীও ছিলেন, এ তারই সাক্ষ্য। তাই বলতে ইচ্ছে হয় 'কাব্যেষু দৌলত কাজী' আর 'কবি দৌলত-উজীর'।

॥ ঘ ॥

পুরুষের তথা নায়কের 'বারমাসী' এ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চৌতিশায় ও বারমাসীতে পুরুষের বিরহ-বিলাপ দেখিনি আর কোনো কাব্যে। ঋগ্বেদে ঊষার জন্যে পুরুরবার বিরহ, মেঘদূতে যক্ষের বিরহ— এ দেশের সাহিত্যে এ তিন নায়কের মধ্যেই দেখি নারীসুলভ বিরহ-বিকার। দৌলতউজীর এই আখ্যায়িকায় অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন নরনারীর হৃদয়ের সহজ ও স্বাভাবিক বেদনা। বলতে গেলে বিলাপে এর শুরু এবং বিলাপেই শেষ। মজনুর ও লায়লীর পুনঃপুনঃ বিলাপ ছাড়াও এখানে রয়েছে লায়লীর মাতার ও মজনুর পিতামাতার বিলাপ, মজনুর বন্ধুর এবং লায়লীর সখীর রোদন। তাই একে 'বিরহকাব্য' না বলে 'বিলাপকাব্য' বলাই হয়তো সঙ্গত। এই কাব্যের নায়ক-নায়িকার বিরহ-বিলাপ ও ষড়ঋতুর আবর্তনে তাদের যৌবনোদ্বেগ স্মরণ করিয়ে দেয় পদাবলীর রাধাকে।

॥ ঙ ॥

সমাজ ও সংস্কৃতি

কবি লায়লী-মজনুকে ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব বলে কল্পনা করেছেন। তাই পুত্র কামনায় কএসের পিতা 'নিরঞ্জন নাম জপে জানিয়া সাফল' আর 'ধর্মপদ ভাবএ সারতত্ত্ব জ্ঞানে'। 'অধিক ধেয়াইয়া ধর্ম আরাধিয়া পাইলু গুণের ধাম'। তিনি জানেন পুত্র দিয়েই হয় 'সংসারের সুখ আর পরলোক কর্ম'।

মজনু লায়লীকে বলছে,

মুঞি অতি শুভ কর্মা সাফল্য জনম।
জনমে জনমে দেব ধর্ম আরাধিলুঁ
সে সব পুণ্যের ফলে তোহ্মাকে পাইলুঁ।
প্রসন্ন হৈল মোর দেব পরমার্থে।

মজনুর পিতা বললেন ঃ

অশেষ করিয়া দেব ধর্ম আরাধন
তুহ্মি পুত্র পাইয়াছি অমূল্য রতন।...
বিশেষ কর্মের দোষে পুনি হারাইলুঁ।...
নির্বন্ধ খণ্ডাইতে পারে শকতি কাহার।
কর্মের লিখন দুঃখ খণ্ডান না যাএ।...
কর্মে যে ব্যাধি তা নহে ঔষধে দমন
বিঘট কর্মের দোষ না যাএ খণ্ডন।
তুহ্মিদেব ধর্মশীল গুণ নিধি গুরু।

—প্রভৃতিতে জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদ তো রয়েছেই, তাছাড়া পাই বৌদ্ধ প্রভাবজ 'আল্লাহ' অর্থে ধর্ম, পুন্নাম নরক-তত্ত্বের ছায়া এবং 'দেব-ধর্ম' আরাধনার কথা।

কবি বর্ণন করেছেন মরুভূ আরবের কাহিনী। কিন্তু আরবের মরু প্রান্তর বা মরূদ্যানের সন্ধান মেলে না এ কাব্যে। কেবল একবার শিবিরের কথা (লায়লী 'শিবিরেত গমন করিলা মনোরঙ্গে'), একবার প্রদক্ষিণ করে গুরু ও মান্যজনকে সম্মান করার কথা (সপ্তবার প্রদক্ষিণ কৈলা উত্তাপিত), এবং যৌতুক স্বরূপ উট দান ও উটের পিঠে চৌদোলে বসে লায়লীর শামদেশে গমন,—এটুকুই এ কাব্যে আরবী আবহ। আর সব দেশী। তাই নজদ বনেও এদেশী বুনো পশু-পাখিকেই দেখি। হিন্দু পুরাণের প্রতুল ব্যবহারে, ঘরোয়া জীবন চিত্রে, প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় কিংবা রীতি-নীতি ও আচার-সংস্কারের আলেখ্যে কবি স্বীকার করে-ছেন তাঁর চোখে-দেখা প্রতিবেশ ও গ্রহণ করছেন ঐতিহ্য সূত্রে পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকেই। ফলে আমরা আরবী বিনামে বাঙলা দেশ ও বাঙালী জীবনের ছবিই পাই এ কাব্যে।

বিদ্যা ও বিদ্যালয়ঃ পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা 'গুরুর চরণ ভক্তি কুতুহলে চিত্তমজি শাস্ত্র পাঠ পড়ন্ত সদাএ।'

সে কালে বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের কদর ছিলঃ

ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলঙ্কার
বিদ্যা সে গলার হার বিদ্যা সে শৃঙ্গার
পুরুষ সুন্দর অতি রূপে অনুপাম
গুণ না থাকিলে তার রূপে কিবা কাম।
পুরুষ বাখানি যদি হএ গুণধাম

কিন্তু নারী শিক্ষায় ছিল না তেমন গুরুত্ব বা উৎসাহ। পতিব্রতা হতে পারলেই ওদের জীবন সার্থকঃ

যুবতী বাখানি যদি পতিব্রতা নাম।

নাচ-গান-বাজনা ও চিত্রঃ রণবাদ্য ছাড়াও ঘরোয়া উৎসবে-পার্বণে নাচ, গান, বাজনা ও কথকতার ব্যবস্থা থাকত। উজীর হামিদ খানের দান-ধ্যানের কথা দেশময় প্রচার হয়েছিল নর্তক ও গায়েনদের মুখে মুখেইঃ

নাটক গাইন গণে সত্য যথ কৃতি ভণে
প্রকাশ হইল সর্বদেশ।
উঞ্চরব দামা সব গর্জিত আকাশ
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস।
সানাই বিগুল বাজে ভেউর কন্নাল
অনেক মধুর বাদ্য বাজএ বিশাল।

'বিবিধ প্রকার বাদ্য অনেক বাজন'—এর ব্যবস্থা হয়েছিল লায়লীর বিয়ের সময়।

কএসের শৈশবে তার জন্যে নর্তকী ও গায়ক এবং বাদ্য-যন্ত্রাদির সুব্যবস্থা হয়েছিল আমিরের বাড়িতেঃ

নৃত্য গীতি নানা বাদ্য রঙ্গ কুতুহল
নৃত্য দেখিবারে দিলা নটক সুন্দর
নৃত্য গীত নটরঙ্গ যন্ত্র যথ ইতি।

এবং নানা চিত্রও ছিল ঃ 'পাটেত বিচিত্র রূপ দিলেন্ত লিখিয়া'। মেয়েদের মধ্যেও চালু ছিল নাচ-গান ঃ লায়লীর বিয়ের সময় লায়লীর সখীদের 'কেহ করে নৃত্য, কেহ গাএ গীত, কেহ বসি রঙ্গ চাএ'।

নারী সম্বন্ধে ধারণা ও সমাজে নারীর স্থান ঃ মেয়েরাও প্রাথমিক শিক্ষা হয়তো পেত, কিন্তু তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা দেবার উৎসাহ বোধ হয় ছিল না অভিভাবকের। সতী সাধ্বী ও পতিব্রতা হওয়াই ছিল নারী জীবনের আদর্শ।

কোনো পুরুষের প্রতি আসক্তা হওয়া ছিল তাদের অপরাধ। তাই লায়লীর মায়ের মুখে শুনি ঃ

শতেক ভাবক তোর হোক কদাচিত
ভাবিনী হইতে তোর না হএ উচিত।
কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুল লাজ
কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ।

মেয়ের মতিগতি দেখে সন্দেহ জাগলে এ যুগের মা'রা যেমন করেন, লায়লীর মাও সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন কএসের সঙ্গে মেয়ের 'ভাব'-এর কথা শুনে

আজি হন্তে তেজহ চৌআড়ি পাঠশাল
কুলের মহিমা নিজ রাখহ সামাল।
লুকাইলা লেখনী ভাঙ্গিলা মস্যাধারে
প্রভু পাশে পত্র যেন লিখিতে না পারে।
ঘরের বাহির হৈলে জানিতে কারণ
প্রখর নূপুর দিলা কন্যার চরণ।

তাছাড়া কন্যার সখীদেরও বললেন সতর্ক নজর রাখবার জন্যে। নারী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা ও পুরুষের চেয়ে নারীর হীনতা সম্বন্ধেও তারা ছিল সুনিশ্চিত ঃ

সুরপতি না বুঝএ বামা জাতি মর্ম
বাম কর হন্তে কেবা করে দান ধর্ম।
(তুল ঃ স্ত্রীয়াশ্চরিত্রাম দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ)

নারীর মধ্যে আঙ্গিক লক্ষণে পদ্মিনী জাতীয়া নারীই বিবেচিত হত শ্রেষ্ঠ বলে। সতী নারী সতীত্ব রক্ষার জন্যে পুরুষকে লাঞ্ছিত করলে কিন্তু বাহ্‌বা পেত। মজনুগতপ্রাণা লায়লী বাসরে 'ক্রুদ্ধ হৈয়া আনল সমসর' স্বামীকে 'চরণ প্রহার দিয়া করিল অন্তর'। তাম্বুল ছিল মেয়ে মহলেই বেশী প্রিয় :

'কর্পুর তাম্বুল পরিমল ফুল
বিলাসএ যথ নারী'।

মাতাপিতার মর্যাদা : মাতাপিতার মর্যাদা সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলিম ধারণার মিশ্রণ ঘটেছে।

জনক জননী দোঁহা মহিমা সাগর
স্বর্গ হন্তে দুর্লভ ভূমিত গুরুতর।
অতি পূজ্যতম যেন পরমার্থ দেবা
সর্বকার্য উপাধিক মাতাপিতা সেবা।
তোহ্মা আজ্ঞা লঙ্ঘিলে জন্মএ মহাপাপ
ইহলোকে পরলোকে বিষম সন্তাপ।
বেদবাণী সমান জানিলুঁ তত্ত্বসার।

হিন্দুদের 'পিতাস্বর্গ' তত্ত্বের প্রতিধ্বনি মেলে নীচের চরণগুলোতে। পিতাকে বলছে মজনু :

তুহ্মি সে মোহোর গতি মনের আরতি
এহলোকে পরলোকে পরম সারথি।
লোম প্রতি শতমুখ যদি হএ মোর
কহিতে তোহ্মার গুণ নাহি অন্ত ওর।

লায়লীও মাকে বলেছে,

লক্ষঅব্দ যদ্যপি তোহ্মার সেবা করি
তোহ্মা গুণ পরিশোধ করিতে না পারি।

বিবাহানুষ্ঠান : বর ও কনে পণ ছিল বিবাহে। বর বা কনে যে পক্ষ কুলে-শীলে শ্রেষ্ঠ, সে পক্ষই গ্রহণ করত পণ। তাই কএসের পিতা আমীর 'কনে পণ' সাধছেন লায়লীর পিতা মালিককে। বিত্তবানদের

যৌতুকে জমিজমা, দাস-দাসী, ঘোড়া-হাতী-উটাদিও থাকত। মধ্যবিত্ত ও গরীবেরা দিত সাধ্যমত নগদ মুদ্রা, অলঙ্কার ও দ্রব্যাদি। এখানে রয়েছে বিত্তশালীর যৌতুকের নমুনা। লায়লীর পিতাকে কনেপণ দেবার প্রস্তাব করলেন কএসের পিতা ঃ

বহুমূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন
প্রদীপ সমান দাস রুমী একশত
শতেক হাবসী দিমু যেন প্রতিপদ।
দুইশত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ
পঞ্চশত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাতঙ্গ।

শুভকাজে ও বিয়ের সময় মানা হত তিথি-লগ্ন। 'শুভক্ষণে লগন করিয়া কুতুহলে' ব্যবস্থা হল লায়লীর বিয়ের।

বিবাহানুষ্ঠানে সুসজ্জিত মঞ্চ নির্মিত হত, তার নাম 'মারোয়া'। বর-কনের প্রথম মিলনে দু'পক্ষের সখী, বন্ধু ও আত্মীয়ের উপস্থিতিতে নানা রঙ্গ-রসের ব্যবস্থা থাকত, তার নাম 'জোলুয়া'। এ সময়ে বর-কনের মধ্যে পাশাদি ক্রীড়ারও ব্যবস্থা হত, এর নাম 'গেরুয়া খেলা' এবং বর-কনের অন্য বাড়িতে অভ্যর্থনাও হত, তার নাম 'গস্ত ফিরানো'।

এখানে কেবল মারোয়ার কথা আছে ঃ

মারোয়া সাজন হৈল বিচিত্র সুগঠ
স্থাপিলা রসাল পত্র সুবর্ণের ঘট।

এ সঙ্গে থাকে 'অনেক মধুর বাদ্য'। এবং

অবলা সুন্দরীগণ সুবেশ উত্তম
কৌতুকে করএ নাট অতি মনোরম।

বিয়ের মজলিসে সমাজপতিরা ও শাস্ত্রজ্ঞরা ঃ

'বিচার করএ শাস্ত্র পণ্ডিত সকলে'।

বিয়ের পয়গাম পাঠাবার সময় কিংবা কথা পাকা করবার সময় এবং বরানুগমনের সময় নেয়া হত নানা রকমের নাস্তা। মজনুর পিতা পয়গাম নিয়ে গিয়েছিলেন ইষ্টমিত্রগণ সঙ্গে করে। এবং ইবন সালাম বরানুগমন করেছিলেন।

ষোল রস সঙ্গে করি রঙ্গ কুতুহলে।

—কন্যা সজ্জার সময়ও রঙ্গরস হয়। লায়লীকে জোর করে বিয়ে দেয়া হচ্ছিল বলে তা জমে ওঠেনি। তবু সবাই,

কুমারীক চারিদিকে করিলা মাতলি
কেহ কেহ সহেলা গায়ন্ত মনো রঙ্গে
উপটন দিয়া কেহ কুমারীর সঙ্গে।
কেহ কেহ দুষ্ট রঙ্গে দিলেক ভুলাই…
কেহ কেহ বলে ছলে দেয়ন্ত গোছল…
যতনে পৈরাএ কেহ সুরঙ্গ অম্বর…
রত্ন আভরণ কেহ কন্যাকে পৈরাএ।

আগেই বলেছি কুল নারীরাও নাচ-গান করত। চট্টগ্রামের মেয়েলী গানের নাম সহেলা।

বাসরে রচিল কুসুম শয্যা দেখিতে আনন্দ
সখীগণে তথা নিয়া কন্যাক রাখিলা।

অলঙ্কার ও পোষাকঃ নারীরা শীর্ষে সিন্দুর ও কপালে চন্দনতিলক পরত। নখে মাখত মেহেন্দী রঙ। মণি খচিত বেশর; মুক্তা-মাণিক খচিত সপ্তছড়ি হার, কনক-কিঙ্কিনী, রত্ন-খচিত বাজুবন্দ, কঙ্কণ, রত্ন-অঙ্গুরী, চরণে নূপুর, এবং আরো বিবিধ ধাতব ও রত্নের আভরণ থাকত ধনবতীর। বিচিত্র অম্বর (শাড়ী) প্রভৃতি দিয়ে মোহন 'দোলরী সাজ'ও করত তারা। বেণী হত রত্ন-খচিত বা পুষ্পমণ্ডিত। প্রসাধন সামগ্রী ছিল অঞ্জন; কাজল ও সুর্মা, তাম্বুল রাগ, সিন্দুর, চন্দন, মেহেন্দী ও কুমকুম, কস্তুরী প্রভৃতি।

পুরুষের পোষাকের বর্ণনা নেই। তবে প্রসঙ্গত জানা যায়ঃ

অঙ্গেত বসন নাহি শিরে নাহি পাগ
পদ হস্তে পাদুকা করিলা পরিত্যাগ।

মেলা-মজলিসে, উৎসবে-পার্বণে, হাটে-আদালতে কিংবা আত্মীয় বাড়ী যাবার সময় সেকালের মধবিত্ত শ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরও ছাতা, লাঠি আর পাগড়ী ছিল পোষাক ও সজ্জার অপরিহার্য অঙ্গ। পাদুকা

অবশ্য সবার থাকত না। সম্ভ্রান্ত লোকের পোষাকের মধ্যে থাকত জরির কাজ-করা আলখাল্লা ও জুতো।

ভিক্ষায় ভিখিরীর ভেক : ভিখিরীরা 'গলে কন্থা খর্পর লই হাতে' বের হত ভিক্ষায়।

পুত্র ও পুত্রস্নেহ : পিতৃ-প্রধান সমাজের নিয়মানুসারে সমাজে মেয়ের চেয়ে ছেলের মূল্য-মর্যাদা ছিল বেশী। মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান প্রভৃতি পুত্রের দ্বারাই সম্ভব। হিন্দুর এ ধারণারও প্রভাব ছিল মুসলমানদের মনে। তাই পুত্র দিয়ে 'সংসারের সুখ আর পরলোক কর্ম' এ ধারণা দৃঢ়মূল ছিল সমাজে। এ জন্যে কন্যার চেয়ে পুত্রের প্রতিই মা-বাপের স্নেহ বেশী। তাই

'রেণু এক পুত্র অঙ্গে যদি সে লাগএ
গিরি ভাঙ্গি পরে যেন জনক মাথএ।
তনয় চরণে যদি কণ্টক পশিল
জননী মরমে যেন শেল প্রবেশিল।
চন্দ্র বিনে গগন, প্রদীপ বিনে ঘর
পুত্র বিনে জগত লাগএ ঘোরতর।

এবং
কুলের নন্দন হৈলে গুণের আগল
পদ্মবনে বিকশিল যেহেন কমল।
শরীরে অঞ্জনি যেন পুত্র কুপণ্ডিত
তেজিতে লাগএ দুঃখ রাখিতে কুৎসিত।

তাই
সদাএ অনেক শ্রধা জনক মনএ
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈতে তনএ।

যোগ ও সাংখ্য আসলে অভিন্ন। যোগ হচ্ছে সাধন পদ্ধতি আর সাংখ্য হচ্ছে সাধন মত বা দর্শন। এটি এ দেশের আদিম ধর্মশাস্ত্র ও অধ্যাত্মদর্শন। ইহুদী-মানী-বৌদ্ধ এবং ঔপনিষদিক অদ্বৈত-বাদের প্রভাব ছিল জরথুস্ত্র-শিষ্য ইরানী ও মধ্য এশিয়ার জনমনে। ইসলাম যখন ইরানে ও মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, পূর্ব সংস্কার বশে সেখানকার জনগণ অদ্বৈত দর্শনে আস্থা রেখে ভক্তি বা প্রেমবাদে আকৃষ্ট হয়। পথ ও পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এর সাধারণ নাম 'সূফীবাদ'। এ সাধনা দেহতত্ত্বে গুরুত্ব দেয়। যে

দেহাধারে চৈতন্যের স্থিতি, তাকে অস্বীকার করা সহজে সম্ভব নয়। যোগের মাধ্যমেই দেহ আয়ত্ত করার সাধনা চলে। গুরুবাদও বৌদ্ধ প্রভাবজ। পাক-ভারতে তথা বাঙলা দেশে ইসলাম প্রচার করেন মুখ্যত সুফী সাধকরাই। যোগে তাঁদেরও ছিল স্বাভাবিক প্রশ্রয়। নিজেদের পূর্ব সংস্কারের সঙ্গে সুফীমতের মিল দেখে হয়তো সহজেই আকৃষ্ট হত দেশী লোকেরা। 'মারেফত' নামে এই যৌগিক-দেহ-সাধন ভিত্তিক পীরবাদী ইসলামের প্রাবল্য ছিল এদেশে ষোল শতক অবধি। আদি সৃষ্টি হযরত মুহম্মদ আল্লাহরই অংশ এবং আল্লাহর প্রেমজ সৃষ্টি; আর তাঁর খাতিরেই নিখিল জগতের যাবতীয় সব সৃষ্ট—এ মত সুফীবাদের সহজাত। ষোল শতকের কবি যুগ-প্রভাবে যোগ ও যোগীর (তথা সুফীবাদের) কথা বিস্তৃতভাবেই বলেছেন।

হামদ অংশে নিরাকার আল্লাহর ইসলামি ধারণা সুব্যক্ত। কিন্তু 'নাত' অংশে সুফীমতের প্রেমজ সৃষ্টিতত্ত্বই অবলম্বিত। তাই কবি বলেন,

আকাশ পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবন
যার প্রেম রস হন্তে হইছে সৃজন।

কিংবা

ভাবেত জনম হৈছে এ তিন ভুবন
ভাব বিনে প্রেম নাহি প্রেম বিনে রস।
ভাব অনুরূপ সিদ্ধি পূরএ মানস।

গুরুবাদও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এ তত্ত্ব ভিত্তি করেই ঃ

সদগুরু প্রসাদে পরম গুণ শিক্ষা
মহামন্ত্র পাইয়া হইলা প্রেমে দীক্ষা।

যোগে বিশ্বাসী কবি দেহতত্ত্ব বর্ণনায়ও মুখর ঃ

মৃত্তিকা সকল হোন্তে অতি মনুভব
যা হোন্তে সৃজন হৈল মানব দুর্লভ।
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে ত্রিপিনীর ঘাট
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে শ্রীগোলার হাট।
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে সরোবর রাজ
শতদল কমল ভাসএ তার মাঝ।

মৃত্তিকার কুণ্ডত বৈসএ হংসবর
নীর শুকাইলে উড়ে শূন্যের উপর
মৃত্তিকার পাঞ্জরে সার্দুল পক্ষী থাকে
মহাযাত্রা পাইলে উড়এ তিন ডাকে
মৃত্তিকার ঘটখানি এ দশ দুয়ার
ঠাঁই ঠাঁই প্রহরী বৈসএ মুনিবর
মৃত্তিকার ঘটমধ্যে রত্ন সিংহাসন
প্রচণ্ড পুরুষ বৈসে কুতুহল মন
মৃত্তিকার ঘট ভরিপুর সুধারসে
জীবাত্তমা পরমাত্তমা তথাত যে বৈসে
মৃত্তিকার ধরণীতে প্রদীপ জ্বলএ
প্রদীপ নিবিলে ঘট অন্ধকার হএ।

'সুফী দরবেশের সান্নিধ্যের ফলেই এবং পূর্ব সংস্কার বশে ইসলামে দীক্ষিত জনের অটল আস্থা ছিল যোগী সন্ন্যাসী ও সুফী-দরবেশের ঐশ্বর্য বা কেরামতিতে। তাই অমুসলমানের কাহিনী বলে এ কাব্যে মুনি-যোগীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করি এবং মজনুকেও যোগ সাধনায় দেখি রত।

—বনবাসী যোগীরা সিদ্ধ পুরুষ ঃ

জ্ঞানবন্ত কালরব ভুবন বিখ্যাত
ভূত ভবিষ্যৎ আদি তাহান সাক্ষাত
ক্ষেণেক গৌরব দৃষ্টি যাহাকে হেরএ
জনম অবধি দুঃখ তাহান হরএ।
অশেষ মহিমা তান কহন না যাএ
কল্পতরু সমতুল মানস পুরাএ।
তাহান শরণ গতি অভয়া প্রসাদ
অখণ্ড প্রতাপে তান খণ্ডএ প্রমাদ।

মজনুও যোগীকে বলে

তুহ্মি দেব ধর্মশীল গুণনিধি গুরু
সর্ব দুঃখ নিবারণ যেন কল্পতরু

তুহ্মি সিদ্ধ কলেবর জ্ঞানের গরিমা।

যোগী মজনু: তপোবনে তাপসী জপএ প্রভু নাম
মায়াজাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম
মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী
পরম জ্ঞানের নিধি প্রেমরস ভোগী।
নয়ান চকোর রোজা ভঙ্গ না করএ
যাবতে বদন ইন্দু উদিত না হএ।
অহনিশি অবিরত দুই ভুরু মাঝ
মনোরম মসজিদে করএ নামাজ।
অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ নীরব
ভব মধ্যে অভব ভাবেত মনোভব।
পরম সমাধি বর দেখিয়া মদন
পূর্বের দহন ভএ লইলা শরণ।
ধুইলা নয়ান পাপ নয়ানের জলে
দহিল মনের তাপ মনের আনলে।
দশদিশ মুদিলেন্ত না রাখিলা বাট
পঞ্চশব্দ বাজএ নটকে করে নাট।

মনস্তাপ তপনে তাপিত কলেবর···
অনুশোচ জলধরে করএ রোদন···
হাহাকার ধুম হন্তে হৈল খোয়াকার···
পঞ্চবৈরী বিনাশিয়া এক মন কাএ
পরম সমাধি হৈয়া রহিল তথাএ।
শয়ন ভোজন সুখ সকল হারাই
লায়লীর রূপ মনে রহিল ধেয়াই।
নয়ান শ্রবণ সুখ মুদিয়া সদাএ
নিঃশ্বাস ধরিয়া রূপ মনেত ধেয়াএ।
চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি
নিরীক্ষএ লায়লীর রূপ অহর্নিশি।

দোলন বোলন নাহি নিরস নয়ন
উরু ভেদি তরু হইল নাহিক চেতন।
শরীর নগরে তান লাগিল ফাটক
কামক্রোধ প্রবেশিতে হইল আটক।
পরম ঈশ্বর ভাবে পাগল হইল
অমৃত মথনে যেন বিষ উপজিল।
সংসারের মায়া মোহ অকারণ জানি
প্রেমরস ডোর দিয়া বান্ধিলা পরানি।

কবির পূর্ব পুরুষ হামিদখানকে কবি এই যোগী বা সূফী সিদ্ধ-পুরুষ রূপে কল্পনা করেছেন। তাই সূফীর মতোই তাঁর সেবাধর্ম ঃ

অন্নশালা স্থানে স্থান মসজিদ সুনির্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই।
অনুদিন মহামতি পিপীলিকা মক্ষী প্রতি
সর্করাদি দিলেন্ত খাইবার
কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী
যোগাইলা সন্তান আহার।
বাতুল আতুর যথ পালিলেন্ত অবিরত
দানধর্ম করিলা বিশেষ।

আবার যোগীর মতোই তাঁর সিদ্ধি। সুলতান হোসেন শাহ তাঁকে বাঘের মুখে, সাগরে, হাতীর পায়ে, জতুগৃহে আগুনে, খড়্গ ও শর হেনে, গরল খাইয়ে সাতবার এই সাত রকমে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু আঁচড়টিও লাগল না তাঁর গায়ে। এমনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন পীর গাজীও (গাজী কালু চম্পাবতী কাব্য)।

কবি বাহরাম খানও সূফী-ভক্ত ছিলেন। তাই প্রেম সম্বন্ধে উচ্চ-ও পবিত্র ধারণা পোষণ করতেন তিনি। লায়লী-মজনুর প্রসাদ কামনা করেছেন তিনি এই বলে ঃ

ধর্মবন্ত পুরুষ কামিনী সত্যবতী
দোহান প্রসাদে মোর হোক শুভগতি।

লায়লীর মৃত্যুর পর লায়লী মাতা বলছেন মজনুকে ঃ

তোর লাগি জন্মিছিল জগত মাঝার
তোর লাগি নিধন হৈল পুনর্বার।

গৃহ ঃ সাধারণের কুটিরের বর্ণনা নেই এ কাব্যে। তবে পাঠশালার চৌআড়ি ও মালিক সুমতির পুরীর কিছু পরিচয় মেলে।

লায়লী-মজনুর পাঠশালা ছিল ঃ

চৌআড়ি মন্দির অতি বিবিধ শোভন
স্ফটিকের স্তম্ভ সব হিঙ্গুলি বন্ধন।
চারিদিক উদ্যানসমূহ কুসুমিত
জাতী যুথী মালতী লবঙ্গ আমোদিত।
বিকশিত নাগেশ্বর চম্পক বকুল
মধু পিয়া মাতল ভ্রমএ অলিকুল।
শারীশুক কোকিল রবএ সুললিত
ফলভারে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত।

আবার,

মালিকের পুরী কনক চৌআড়ি
রাজধানী সমসর
বিবিধ মন্দির বিচিত্র প্রাচীর
অপরূপ মনোহর।
চৌদিকে পুষ্পিত অতি সুললিত
জাতী যুথী বিকশিত
মঞ্জরী মঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর
পিকরব সুললিত।

মালিকের বাড়ীতে দ্বারী ছিল এবং অট্টালিকায় ছিল গবাক্ষ। এছাড়া সে যুগের নানা ছোট-খাটো রীতিনীতির সংবাদও মেলে ঃ

ক. ক্ষৌরকর্ম ঃ

করপদ নখ তার শিরের কুণ্ডল
খেউর করিয়া অঙ্গ করিলা নির্মল।

খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা
স্নান করাই ভাল বস্ত্র পরাইলা।

খ. দান-সদকার গুরুত্ব ছিল আজকের মতোই। আপদ বালাই 'নিছনি'র প্রথাও ছিল ঃ

১. রত্ন দান করএ মাগএ পুত্রদান।
২. করিলা সহস্র ধনে শির বলিহার।
যথেক ভাণ্ডার ছিল করিলেক দান।

গ. শপথে ঃ

চাঁদ সূর্যের দোহাই ঃ

রবি শশী সাক্ষী আছে আর করতার।
যাবত জীবন প্রেম না করিমু ভঙ্গ
প্রেমের আনলে তনু করিমু পতঙ্গ।

ঘ. দেশে বাউল-বৈরাগীর আধিক্য ছিল। তাই বাউল ছিল সহজ উপমার বিষয় :

১. আউল করএ কেশ বাউলের বেশ।
২. বিকলিত তনু মাত্যে মুকলিত কেশ
পরিধান পিতাম্বর যোগিনীর বেশ।

ঙ. মৃতের সৎকার (লায়লীর শব) ঃ

অবশেষে মাতাবরে গোলাবের জলে
কন্যাক গোসল দিল বিরল সুস্থলে।
নির্মল অম্বর দিয়া করিল কাফন
চর্চিত করিলা অঙ্গ কুঙ্কুম চন্দন।
শাস্ত্রের বিধান মতে দাফন করিয়া
পাষাণে বান্ধিয়া গোর করিলা নির্মাণ।

এখানে অমুসলমান লায়লীর দাফন কবির অনবধানতায় ইসলামী নিয়মে সম্পন্ন হয়েছে।

চ. প্রতিবেশী সম্পর্কে ধারণা ঃ

কবি হয়তো পড়শী থেকে প্রীতি পাননি, অথবা ভূয়োদর্শন লব্ধ জ্ঞান থেকেই মজনুর মুখে বিবৃত করিয়েছেন প্রতিবেশীর নিন্দা ঃ

১. দেশ হন্তে অরণ্য সহস্রগুণে ভাল
গৃহবাস সুখ রঙ্গ সহজে জঞ্জাল।
কঠিন কপট মন মনুষ্য নিশ্চএ
নিদয়া দারুণ মতি নিঠুর হৃদএ।
ধর্মনাশা অপকারী অসত্য বচন
পরমন্দ চিন্তএ হরএ পর ধন।
মাতাপিতা গুরুজনে নাহিক ভকতি
ভাইর সহিতে ভাইর নাহিক পিরীতি।
বন্ধুর সহিতে বন্ধুর নাহিক আদর
মুখেতে মধুর বাণী কপট অন্তর।
বিদ্যমানে ভাল কহে অবিদিত মন্দ
ইষ্টসনে পরিবাদ মিত্র সনে দ্বন্দ্ব।
কার সঙ্গে কাহার নাহিক উপরোধ
অন্যে অন্যে সন্তানের বিবাদ বিরোধ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার মএ
সাফল্য জনম লভি বিফলে বঞ্চএ।

২. ধার্মিক কবির সরল বিশ্বাস ঃ

না চিন্তিত পরমন্দ তুহ্মি কদাচিত
তবে সে তোহ্মার মন্দ না হৈব নিশ্চিত।

ছ. আর পাই হিন্দু পুরাণের অবাধ ও অজস্র ব্যবহার। মদন, রতি, হরি, হর, রাবণ, অহল্যা, দ্রৌপদী, অপ্সরী, বিদ্যাধরী, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, রোহিনী, কুবের, বৈকুণ্ঠ, কল্পতরু, চিন্তামণি, অমৃত প্রভৃতি উপমা-উৎপ্রেক্ষার অবলম্বন হয়েছে।

জ. সমাজে কদমবুচির রেওয়াজ ছিল। ষাষ্টাঙ্গে প্রণামও বিরল ছিল না, মজনু – 'দণ্ডবৎ হৈলা তবে মুনির সাক্ষাত'।

॥ চ ॥

কবিত্ব ও বৈদগ্ধ্য

দৌলতউজির বাহরাম খান কবি-পণ্ডিত। এ ধারণার সাক্ষ্য ছড়িয়ে রয়েছে সারা কাব্যে।

স্বল্প কথায় চিত্রাঙ্কন তাঁর অন্যতম দক্ষতা ঃ

১. বিকলিত তনু মাতা মুকলিত কেশ
পরিধান পীতাম্বর যোগিনীর বেশ।

২. আগে ধাএ কএস বালকগণ পাছে
মারিয়া ফিরাএ তারে যার যেই ইচ্ছে।

৩. মজনু দুঃখিত মতি আগে চলি যাএ
পাছে পাছে শিশুগণে থাপরি বাজাএ।

৪. দুর্বল কুবল অতি ক্ষীণ তার অঙ্গ।
জানুর উপরে শির নাহিক চেতন।
বহএ গৈরিক হৈয়া নয়ানের জল।

৫. ডাল সব পত্র বিনু হৈল লগুমএ
মৃগের দ্বাদশ শৃঙ্গ যেহেন শোভাএ।

৬. শিশু ঃ
চৌআড়ি ভরিল পুনি শিশুগণ ঠাট
মর্তেত নামিল যেন সুধাকর হাট।

৭. লায়লীর বিয়ের সংবাদ মজনুকে দিতে গিয়েছিল এক অপরিচিতা কুব্জা বুড়ী। এর যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন, তা ভারতচন্দ্র রায়ের জরতী বেশিনী অন্নদার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় ঃ

দৌলতউজীর ঃ

হেন কালে এক বৃদ্ধা নারী আচম্বিত
কুব্জ হইছে পৃষ্ঠে আকার কুৎসিত।
শরীর গুরুয়া তার অতি ভয়ঙ্কর
বদন বিকট অতি দেখিতে দুষ্কর।
অষ্ট রঙ্গ অঙ্গ তার অধিক কুবেশ
দন্তের অন্তরে কীট দুর্গন্ধ বিশেষ।

ভারতচন্দ্র : মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী
ডান করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী।
ঝাঁকড়মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি।
ডেঙ্গুর উকুর নীকি করে ইলিবিলি
কোটি কোটি কান কোটারির কিলিকিলি।
কোটরে নয়ন দুটি মিটিমিটি করে।...
বাতে বাঁকা সর্ব অঙ্গ পিঠে কুব্জ ভার
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্মসার ...ইত্যাদি ।

প্রকৃতি বর্ণনায় কবির আগ্রহ সর্বত্র প্রকট। এ ক্ষেত্রে তাঁর কবি-প্রাণের পরিচয় মেলে। বিশেষ করে স্বল্প কথায় বসন্ত বর্ণনে তাঁর দক্ষতা প্রশংসার দাবী রাখে :

ঋতুরাজ উপনীত কুসুম সমএ
দশদিশ কুসুমিত সুরঙ্গ শোভএ।
পিকগণে পঞ্চম গাবএ মনোসাধ
বিরহিণী শ্রবণে শুনিতে পরমাদ।
তরু হৈল তরুণ নিকুঞ্জ নিধুবন
মলয়া সমীর ধীর বহএ সঘন।
জাতী যুথী মালতী লবঙ্গ বিকশিত
পরিমল মনোহর অতি আমোদিত।

এ ব্যাপারে কবির ঔচিত্যবোধও আমাদের মুগ্ধ করে। হৈমন্তিক জীর্ণতা ও ম্লানিমার মধ্যেই কবি কল্পনা করেছেন লায়লীর জীবন-তরুর অবসান :

দারুণ হেমন্ত ঋতু অধিক কুৎসিত
শমন সমান পুনি হৈল বিদিত।
জরিল উদ্যান অঙ্গ তাপিত যৌবনে
হিম অপ উপজিল কুসুম নয়ানে।
পত্র সব ঝরিয়া পড়িল একে এক
উদ্যান মেদিনী যথ হইল আদেখ।

ডাল সব পত্র বিনু হৈল লণ্ডমএ
মৃগের দ্বাদশ শৃঙ্গ যেহেন শোভএ।
পুষ্প সব চলি গেল পবন সহিত
শূন্যময় নিধুবন দেখিতে কুৎসিত।
চিন্তিত কোকিল সব পরম বিষাদ
ত্রস্ত হই রহিলেক না করএ নাদ।
পুষ্প বিনু অলি সব তাপিত হৃদএ
ভস্ম লাগাইয়া অঙ্গে ভূমিত লুটএ।
কার্তিক বাহনগণে না ধরে পেখম
যথ ইতি রঙ্গ নব হৈল খণ্ডন।
ভরিল সঞ্চর কাক উদ্যান মণ্ডল
অন্যে অন্যে জন্মিল কলহ কোলাহল।
এহেন সময় যদি হইল বিদিত
লায়লীক সংকট জন্মিল আচম্বিত·
জন্মিল পিরীতি পীড়া হারাইল প্রাণি।

বারমাসীতে এবং ঋতু-পরিক্রমায়ও মুখ্যত প্রকৃতি ও নিসর্গই অবলম্বন। এ সব ছাড়া কুকুরের ও প্রেমিকের স্বভাবের মধ্যে কবি সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন এবং সে সূত্রে কুকুরের 'দশগুণ' বর্ণন করেছেন ঃ

প্রথমে নাহিক মান লোকের বিদিত
দ্বিতীএ নাহিক ধন সম্পদ সঞ্চিত।
তৃতীএ শয়ন শয্যা মৃত্তিকা মণ্ডল
চতুর্থে উদর নিত্য ক্ষুধাএ বিকল।
পঞ্চমে অনেক যদি করএ প্রহার
কদাচিত না তেজএ ঈশ্বরের দ্বার।
ষষ্ঠমে ঈশ্বর আদি নিজগণ রক্ষা
ঘাত কর ঈশ্বরের যথেক বিপক্ষা।
সপ্তমে তোহ্মার গুণ সদাএ নীরব
নবমেতে অল্প ভক্ষ্য অনেক উচ্ছব।
দশমে হইলে মৃত্যু নাহিক দায়ক
বিদ্যাসিদ্ধ মহাদশ গুণের নায়ক।

বাক্ মাহাত্ম্য ঃ

এই তত্ত্ব ভাণ্ডারে বচন মহাধন।
রত্নাকরে বচন নাহিক ওর অন্ত
বচন অনেক ভাতি যতন অনন্ত।
রচন করিয়া যদি কহিলা বচন
যতন হইল যেন অমূল্য রতন।

প্রণয়োদ্বেগ ঃ লায়লী-মজনুর অনুরাগের প্রথম উন্মেষে ঃ

প্রেমের সাগর মধ্যে উঠিল হিল্লোল
অন্নজল তেজিলেক নাহি শব্দ বোল।
তেজিলা শয়ান সুখ বিষম বিয়োগ
তেজিল কুসুম শয্যা নিদারুণ রোগ।
তিতিল দোহান তনু নয়নের জলে
তিতিল দোহান অঙ্গ বিরহ অনলে।
দংশিল প্রেমের নাগে দোহান হৃদএ
রজনী জাগিয়া দোঁহে বিলাপ করএ।
কোন ক্ষেণে উদয় হইব দিবাকর
দেখিবে কমল মুখ নয়ন গোচর।

প্রেমের অভিব্যক্তি ও প্রেমের স্বরূপ ঃ

গোপতে রাখিলা প্রেম হৃদয় মাঝার
নয়ানের জলে মাত্র করিলা প্রচার।
বিকশিত কুসুম পিরীতি উপবন
চৌদিকে আমোদ কৈল বাদক পবন।
···আকাশের চন্দ্র কিবা সাগর তরঙ্গ
মলয় চন্দন কিবা কস্তুরী সুগন্ধ।
নতু কিবা পিরীতি মানস সরোবর
নতু কিবা পিরীতি সর্বগুণ ধর।

১. প্রেম সম্বন্ধে কবি বলেন ঃ

ক. পরশ পাথর কিবা সুজনের প্রেম।
তাম্র আদি যাহার পরশে হয় হেম॥

খ. প্রেমের আগম পন্থ অতি মনোরম ॥
ঘরে বড় জঞ্জাল বাহিরে গেলে দুখ।
পিরীতি করিলে জীবনে নাহি সুখ ॥[১]

গ. প্রেম-ধন দিয়া যদি কেহ মোরে কিনে।
দাস হইয়া বিকাইতে শ্রধা হয় মনে ॥

কেননা, ঘ. ইন্দ্রাসনে নাহি ফল যথা নাহি মিত।
জগত দুর্লভ ধন পরম পিরীত ॥

ঙ. কাল নাগে দংশিলে নাহিক মন্ত্র শুদ্ধি।
প্রেমেতে মজিলে মন নাহি বল বুদ্ধি ॥

চ. প্রেম-পন্থ দুর্গম কণ্টক বহুতর।
দুরান্তর দুরন্ত অঘোর ভয়ঙ্কর ॥

২. সতীত্ব সম্বন্ধে কবির মত ঃ

মুকুতা পড়িল যদি মণিকুর ঠাঁই।
মরম ভেদিতে তার অপবাদ নাই ॥
কলিকা সময়ে পুষ্প কীটে কৈলে ভোগ।
না করে তাহার সনে ভ্রমরা সঞ্জোগ ॥

৩. পণ্ডিত ও মূর্খের তফাৎ ঃ

পণ্ডিত জনের সঙ্গে শোভএ বিবাদ।
মূর্খের সহিত খেল বিষম প্রমাদ ॥

৪. চারি রিপু ঃ

ধর্মনাশা অপকারী অসত্য বচন।
পরমন্দ চিন্তএ হরএ পরধন ॥
বিদ্যমানে ভালরূপ অবিদিতে মন্দ।
ইষ্টসনে পরিবাদ মিত্র সনে দ্বন্দ্ব ॥

১ সখি কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম ভেল। —বিদ্যাপতি

৫. রূপ বর্ণনার কয়েকটি চরণ ঃ

বদন কমল হাস কিবা ইন্দু পরকাশ
চকোর ভ্রমর হৈল ধন্ধ।
ভুরুযুগ অভিরাজ সীমা হৈল দুই মাঝ
অর্ধেক কমল অর্ধেক চন্দ॥
শিষেত সিন্দুর শোহে হেরিতে মদন-মোহে
চন্দন তিলক বিরাজিত।
অপূর্ব কৌতুক ভাল সুধাকর উজিয়াল
দিবাকর সহিতে উগিত॥
ভুরুর নিকটে তিল অদ্ভুত যে দেখিল
কোনজন করিব প্রত্যয়।
বায়স ধনুর সনে রহিছে আনন্দ মনে
নয়ান বাণের নাহি ভয়॥
নয়ান সুচারু ধনি সুরঙ্গ কুরঙ্গ জিনি
কাজল উবাল সুরচিত।
কটাক্ষেতে পঞ্চবাণ হরএ হরের ধ্যান
হরিসুত হেরিতে মোহিত॥
অধর অমৃত তুল ফুটিল বান্ধুলি ফুল
নতু কিবা কমল প্রকাশ।
দশন চাতর মুতি চমকে চপল জ্যোতি
মোহন অমিয়া মুখহাস॥

লায়লী-মজনুর পূর্বরাগ ঃ

অস্থির প্রেমের রোগে ক্ষেণে পাঠে দৃষ্টি যোগে
ক্ষেণে হেরএ চান্দ বদন।
ক্ষেণেক বঙ্কিমে চাহে মনে আন নাহি ভাহে
সম দৃষ্টে ক্ষেণ নিরীক্ষণ॥
নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছলে পড়এ উগ্ধল রোলে
নিঃশব্দ হইয়া ক্ষেণে রহে।
পিরীতির ভুজঙ্গমে ডংসিল দোহান মর্মে
গরল জরল সর্বদেহে॥

৬. ভিক্ষুক বেশে যখন মজনু লায়লীর পিতৃগৃহে লায়লীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল তখন :

শুদ্ধ হইয়া নিঃশব্দে, রহিলা দুইজন।
নয়ানে নয়ানে মাত্র হৈল দরশন ॥

এবং দিলেন্ত দর্শন দান জুড়ি চারি আঁখি।
পঞ্চপ্রাণ দিল দান সুধাতনু রাখি ॥

৭. উদ্ভট পাণ্ডিত্য :

চরণে ফুটিল ক্লেশ-কণ্টক বিশেষ।
শির ভেদি বিকশিল লোকে বলে কেশ ॥
সহজে বদন তান কনক দরপণ।
রেণুএ মণ্ডিত হৈল উজ্জ্বল কারণ ॥
বিরহ আনল তাপে দহিল শরীর।
নিবারিতে আনল নয়ানে বহে নীর ॥
ভাঙ্গিয়া সম্পদ-গৃহ করিলা উজার।
বিপদ মন্দিরে গিয়া হইলা সঞ্চার ॥
অধিকারী হইলেন্ত কলঙ্ক নগরে।
ধরিলা দুঃখের ছত্র শিরের উপরে ॥

৮. একনিষ্ঠ প্রেমিক ঃ

নয়ান-চকোর রোজা ভঙ্গ না করএ।
যাবৎ বদন-ইন্দু উদিত না হএ ॥
অহর্নিশি অবিরত দুই ভুরু মাঝা।
মনোরম মসজিদে করএ নামাজ ॥

৯. বসন্তকালে লায়লীর যৌবনোদ্বেগ ঃ

প্রথমে মারুত অঙ্গ করিল তাপিত।
দ্বিতীএ কোকিল রবে মন বিষাদিত ॥
তৃতীএ ভ্রমরা বোলে হরিল চেতন।
চতুর্থে কুসুমাসার বধিল জীবন ॥

১০. চৌতিশার কয়েক পংক্তি ঃ

গগন গর্জনতর গহন রজনী বড়
গিরি 'পরে নাদএ ময়ূর।
গৃহশূন্য হতভাগী গোঞাই রজনী জাগি
গুপ্তনিধি চলি গেল দূর॥
গুনিতে দারুণ নেহা গলিত হইল দেহা
গণিতে দিবস ভেল ক্ষয়।
গুরুতর দুঃখ ভার গলএ নয়ান ধার
গুনি গুনি জীবন সংশয়॥

১১. নীচের অংশগুলো বৈষ্ণবপদের মতো উৎকর্ষ লাভ করেছে ঃ

চৌদিকে পুষ্পিত অতি সুললিত
জাতী যুথী বিকশিত।
মঞ্জরী মঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর
পিকরব সুললিত॥
সেই উপবনে সখীগণ সনে
বঞ্চএ লায়লী বালা।
কাম উতাপিনী নব বিয়োগিনী
অন্তরে দারুণ জ্বালা॥

পবনদূত ঃ

নিজ মনখেদ করিতে নিবেদ
নাহিক ব্যথিত জন।
পবন সম্বোধি বোলে হতবুদ্ধি
যত দুঃখ নিবেদন॥[১]

১ ক. [বঁধুর কাননে আজিএ প্রভাতে
হে অনিল যদি বহিবে
পায়ে ধরি তব সখারে আমার
প্রেমের বারতা কহিবে।—হাফিজ]
খ. [রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই। দাঁড়াব কাহার কাছে]

শুনহ পবন জগত জীবন
শুনিছি তোমার নাম।
আমি বিরহিণী মরম কাহিনী
কহিএ তোমার ঠাম॥
তোমা অবিদিত নাহিক কিঞ্চিত
যথা দেখ মোর সাক্ষি।
মোর মনোরংগ নিবেদন যথ
জানাইবা তাহান ঠাক্রি॥
এ নব যৌবন দগধে পরাণ
বিফল বালেমু আশে।
যদি সে কমল শিশিরে দহল
কি করিব মধুমাসে॥[২]
হারাইনু দুই কুল হইনু আকুল
না পাইনু প্রভুরাজ।
কাহার শরণ লইমু এখন
ডুবিল সাগর মাঝ॥[৩]
মোর কর্ম্মভোগ এ দুঃখ বিয়োগ
তাত নাহি মোর ধিক।
তুমি প্রাণেশ্বর দুঃখিত অন্তর
সেই সে দুঃখ অধিক॥[৪]

২. [অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।...বিদ্যাপতি]

৩. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।...
উঁচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।

৪. এসব দুঃখ কিছু না গণি
তোমার কুশলে কুশলে মানি।...
মথুরা নগরে ছিলে তো ভালো ?
...আঙ্গিনার পিছে বঁধুয়া ভিজিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে।

মজনু : ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কাঁদে না চিনে আপন।
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ক্ষেণে পাড়ে লড়।
ক্ষেণে খায় পাছার ভুমিতে গুরুতর॥[৫]

১২. সুভাষিত বুলি (Epigram) বা সদুক্তি কিংবা প্রাবচনিক তত্ত্বকথা সৃষ্টিতে ইংরেজী ভাষায় শেকস্‌পীয়র, ইরানী ভাষায় সা'দী এবং সংস্কৃত ভাষায় চাণক্যের দান ও কৃতিত্ব বিশ্ববিখ্যাত। আমাদের সাহিত্যে ভারতচন্দ্রই এতকাল ছিলেন এ ক্ষেত্রে চক্রবর্তী। বহুল পঠিত হওয়ার ফলে তাঁর অনেক 'পদ'ই অর্জন করেছে প্রবচন বা আপ্তবাক্যের গৌরব। কিন্তু সংখ্যায়, সৌন্দর্যে ও ব্যঞ্জনার সুগভীরতায় দৌলতউজীর মনে হয় ভারতচন্দ্রকেও ছাড়িয়ে গেছেন। প্রচার-সৌভাগ্যে ভারতচন্দ্র আজ প্রখ্যাত ও কালজয়ী, তার অভাবে দৌলতউজীর আজো অজ্ঞাত ও অখ্যাত। দৌলতউজীরের এ কৃতিত্ব সম্বন্ধে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেছেন, 'অল্পকথায় চিরন্তন সত্য প্রকাশ করা শ্রেষ্ঠ কবিদিগের একটি বিশেষ গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা কবির পক্ষে ঋষি-দৃষ্টির পরিচায়কও বটে।...তাঁহার যুগের বঙ্গীয় কবিদের মধ্যে এই গুণটির অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইয়া থাকে।...কাব্যের মধ্যে দিয়া লোক-শিক্ষা ও নীতির প্রচার যেন কবির লক্ষ্য।...তাঁহার কথার মালার মাঝে মাঝে নীতির মুক্তা বসাইয়া দিয়া কাব্যখানিকে বেশ একটু সুন্দর ও ভব্য করিয়া তুলিয়াছেন।' ভারতচন্দ্র ছিলেন আঠারো শতকের মধ্য কালের কবি আর দৌলতউজীর ষোল শতকের। সে হিসেবে দৌলতউজীর আমাদের কবি সমাজে বিশেষ মর্যাদার দাবীদার।

এসব সদুক্তির মধ্যে কবির বৈদগ্ধ্য, মনীষা, কবিত্ব, চিন্তাশীলতা ও তত্ত্ব-প্রবণতার পরিচয় যেমন মেলে, তেমনি বিধৃত হয়েছে মানব জীবন ও জগতের গভীরতর তথ্য আর চিরন্তন সত্য। ফারসী ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয় এর মধ্যে। ফারসী ও সংস্কৃত সাহিত্যের

৫. রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।...
অথবা, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য দেব স্মরণীয়।

জ্ঞানে, প্রভাবে এবং আদলেই মধ্যযুগে পাক-ভারত-বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সাহিত্যিক বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে এবং বিকাশের পথও হয়েছে সুগম—এ সত্য আজ আর বলবারও পেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাই বলে কোনো কবির শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে সংশয় রাখার কারণ দেখিনে। কেননা কোন 'ভাব'ই নতুন নয়, সুচিত ও সুবিন্যস্ত শব্দের সুপ্রকাশে আসে অভিব্যক্তির অভিনবত্ব, শৈল্পিক শ্রী তথা সাহিত্যিক লাবণ্য। এর ফলেই ঘটনা, বস্তু ও ভাব নতুন সুষমায় ও ব্যঞ্জনায় অপরূপ ও অনন্য হয়ে ওঠে। ভাব স্বীকরণের এ দুর্লভ গুণটি দৌলতউজীরের ছিল, তিনি ছিলেন সুদুর্লভ কবি-প্রতিভার অধিকারী। আমরা এখানে তাঁর Epigram শ্রেণীর কিছু পদ উদ্ধৃত করলাম ঃ

১. যেই ছাও উড়ির বাসাতে ফরকএ
যেই তরু ফলিব অঙ্কুরে ভাল হএ।
২. তাল বাজাইতে মাত্র রাগ বুঝা যাএ।
৩. শতেক পরতে যদি কস্তুরী ঢাকএ
অবশ্য তাহার গন্ধ প্রকাশিত হএ।
৪. তুলাএ রাখিছে কোথা আনল ছাপাই
ভাবের কখন কোথা রহিছে লুকাই।
৫. মুকুতা পড়িল যদি মণিরুর ঠাঁই
মরম ভেদিতে তার অপবাদ নাই।
৬. কলিকা সমএ পুষ্প কীটে কৈলে ভোগ
না করে তাহার সনে ভ্রমরা সঞ্জোগ।
৭. উপাধিক নাহি ধন মিত্রের সমান।
৮. সুরপতি না বুঝএ বামাজাতি মর্ম।
৯. ইন্দ্রাসনে নাহি ফল যার নাই মিত।
১০. রোগী প্রতি যেন তিক্ত ঔষধের ভাএ
ঘায়েত লবণ যেন সহন না যাএ।
১১. গোরস সহিতে যেন না মিলএ তেল।
১২. পণ্ডিত জনের সঙ্গে শোভএ বিবাদ
মূর্খের সহিত খেল বিষম প্রমাদ।

১৩. যদ্যপি কনক অসি দেখিতে সুরঙ্গ
কোথাত কাটিছে কেবা আপনার অঙ্গ।

১৪. যে জন পণ্ডিত হএ বুদ্ধির আগল
নির্বিষের ভরসাএ না খাএ গরল।

১৫. শৃঙ্গারের রস যেন নপুংসক ঠাঁই
কদাচিত না বুঝিব কহিলে বুঝাই।

১৬. শত ধোপে শ্বেত নহে শ্যামল চিকুর।

১৭. উড়িলে বিহরী পুনি না আসিব হাত।

১৮. এক দেশে দুই নৃপ কোথাত বসতি।

১৯. আনল তুলায় মেলা সহজে জঞ্জাল।

২০. ডিম্বের সহিতে নাহি তাম্রচূড় দাএ।

২১. দুই দিন এক সঙ্গে কোথাত উদএ।

২২. মুকুতা পড়িল যদি মহত্তম ঠাঁই
ছদপ সহিত পুনি তার কার্য নাই।

২৩. বামন হইয়া চাহ ছুঁইতে আকাশ।

২৪. কাকের মুখেত যেন সিন্দূরিয়া আম।

২৫. কাঞ্চন সহিতে যেন কাচ এক ঠাম।

২৬ কুকুরের গলে যেন অপ্সর ভূষণ।

২৭. শিষের উপরে যেন নাসার রতন।

২৮. যদি বা সুরঙ্গ পুষ্প উদ্যান শোভিত
কথঞ্চণ সেইস্থানে বঞ্চিতে উচিত।

২৯. ব্যাঘ্রসনে কুরঙ্গিনী কি করিতে পারে।

৩০. মৃতের উপরে খড়্গ উচিত না হএ।

৩১. বিপদ সমএ বৈরী হএ বন্ধুগণ।

৩২. ভাবি চাহ মাণিক্য জলেত না প্রকাশে।

৩৩. দুর্জনে সৃজিল কূপ আনের কারণ
সেই কূপে পড়িয়া হারাইল জীবন।

৩৪. ফুল বিনে বৃক্ষে যেন ফল না ধরএ
কর্ম বিনে চেষ্টাএ মানস না পুরএ।

৩৫. সহজে সেবক যদি সাধুজন হএ
পরধন জন্ম কভু গ্রহণ না করএ।

৩৬. কণ্ঠ শুকাইল মোর পয়োনিধি কূলে।

রূপক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কার ঃ

১. শশী বিনে প্রদীপেত যেন ঘোর ময়।
২. নূরনবী কাণ্ডারী আছএ যেই নাএ
সাগর তরঙ্গ ভয় নাহিক তথাএ[১]।
৩. অনাথের নাথ তুমি নির্ধনীর ধন।
৪. চারি বেদে কহিছে মহিমা অনুপাম।
৫. সিদ্দিক সমান জ্ঞান হাতিম সমান দান।
৬. পুস্তক পয়ার সার যেন মুকুতার হার।
৭. জন্মিছে প্রেমের মুক্তা ভাব সিন্ধু যথা।
৮. ভাবের সাগর মধ্যে যেন দিয়া ডুব
তুলিল প্রেমের মুক্তা অতুল্য অনুপ।
৯. পৃথিবীতে অনুপাম বৈকুণ্ঠ সমান।
বিরহ ভ্রমরে ভেদী মরম তাহার
পুরিল রসের সূত্রে সুবলিত হার।
ধনের নাহিক অন্ত কুবের সমান।
১০. গগনের শশী যেন মর্ত্যেত নামিল।
১১ কনক জিনিয়া কান্তি জগত মোহন।
১২. যুবতী সুন্দরী অতি রূপে বিদ্যাধরী।
১৩. বালক মহিমা যেন চমক পাথর
যদি মন লৌহে ভেদি টানএ সত্বর।
১৪. কনক মুকুর জিনি ললাট সুন্দর।
কামের কামান জিনি ভুরু যুগ টান।
১৫. দশন তড়িৎ জিনি হাস্য জগজিৎ।
১৬. মর্ত্যেত নামিছে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী।
১৭. পূর্ণশশী জিনি মুখ জগত মোহনী।
রতিপতি-ধনু জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা।
চাচর চামর জিনি মনোহর কেশ।

১. তুল ঃ খেয়াপারের তরণী—নজরুল ইসলাম।

১৮. ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা চন্দ্রের রোহিণী।
মানবীর মন হরে অপসরীর জ্ঞান।

১৯. বায়স ধনুর সনে রহিছে আনন্দ মনে
নয়ান বাণের নাহি ভয়।

২০. ইন্দ্রাণী রোহিণী রতি অহল্যা দ্রৌপদী সতী
নহে তার রূপের সমান।

২১. হংসরাজ গতি রামা রূপবতী অনুপমা।

২২. প্রেম পরদল আসি শরীর নগরে পশি
নিমিষে করিল পরাজয়।

২৩. তোমার পিরীত হৈল মোর প্রাণ বৈরী।
তোমার বদন-ইন্দু-অমিয়ার আশ
চকোর চঞ্চল মতি হৈলুঁ উদাস।

২৪. নয়ন যুগলে স্রবে মুকুতার হার
গদ গদ কহে কথা অমৃতের ধার।

২৫. ভাবের সাগরে অতি উঠিল তরঙ্গ
আনলে পড়িয়া যেন দহিল পতঙ্গ।

২৬. প্রেমের কণ্টক আদ্যে ফুটিল চরণে
মরম অন্তরে গিয়া পশিল এখনে।

২৭. ডুবিল জীবন নৌকা ভাবের সাগরে
প্রেমের কৃপাণ হানি বধিলা আমারে।

২৮. বালক বালিকার রূপ :
চৌআড়ি ভরিল পুন শিশুগণ ঠাট।
মর্তোতে নামিল যেন সুধাকর হাট।

২৯. লায়লী-মজনু :
সেই দুই রোহিণী শশী বসি মুখামুখী
অন্যে অন্যে হেরএ জুড়িয়া চারি আঁখি।

৩০. তরঙ্গ উঠিল যেন ক্রোধের তটিনী।

৩১ কুচকুম্ভে অমিয়া ভরিল করতারে
দিলেন্ত নীলের ছাপ কাম চোর ডরে।

৩২. বিরহ করাতে যেন কৈল দুইখান।

৩৩. চকোয়া বিচ্ছেদে যেন তাপিত চকিনী
ইন্দু বিনে মুদিত হইল কুমুদিনী।
দিবাকর বিনে যেন মুদিত কমল।

৩৪. কনক প্রতিমা যেন শোভিত তুষারে।

৩৫. আউল করএ কেশ বাউল চরিত।

৩৬ রাবণের চিতাসম জীবন দহএ
শ্রাবণের ধারা জিনি নয়ান বহএ।

৩৭. কোন মেঘে আচ্ছাদিল ঐ চাঁদ বিমল।

৩৮. পাঁজরে আছিল শুক কে দিল উড়াই
ছিঁড়িল কণ্ঠের হার কে দিব জোড়াই।

৩৯. মনের আনল মোর জলে নহে শান্ত।

৪০. সরোরুহ বিনে যেন ভ্রমর আকুল।

৪১. মনের আনল তাপে শরীর দহিল
নয়ানের স্রোতোধারে ডুবিয়া রহিল।

৪২. সাগরে ডুবিয়া রৈলুঁ না জানি সাঁতার।

৪৩. পতঙ্গ পড়িল আসি যেহেন আনলে।

৪৪. শোণিত লুলিত মুখ পাষাণ প্রহারে
চন্দ্রিমা উদয় যেন অরুণ আকারে।

৪৫ মরমে দংশিল তানে প্রেমের ভুজঙ্গে
মরমে ডংশিল মোরে বিরহ ভুজঙ্গে।

৪৬. বিদরিল হৃদয় ডালিম্ব সমতুল।

৪৭. ডুবাইলা কুল নৌকা কলঙ্ক সাগরে।

৪৮. শিরের মুকুট মণি উঝল সয়াল।
কমল চরণ যুগ সহজে ভরসা।

৪৯. প্রেম শেল খাইলুঁ না পারি সহিবার।

৫০. তরুসনে যেন লতা রহএ জড়িয়া
যাবৎ জীবন প্রেম না দিমু ছাড়িয়া।

৫১. রোগী প্রতি যেন তিক্ত ঔষধের ভাএ
ঘায়েত লবণ যেন সহন না যাএ।

৫২. অমৃত জানিয়া মুঞি গরল ভক্ষিলুঁ
পাষাণ সমান মোর কঠিন হৃদয়
পর্বত সমান মোর চিন্তা অতিশয়।
৫৩. মনস্তাপ-তপনে তাপিত কলেবর
৫৪. যদি সে কমল শিশিরে দহল।
কি করিব মধুমাসে[১]
৫৫. চিন্তামণিসম মহন্ত উত্তম
আসাউদ্দিন শাহা।
৫৬. নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র যেন মদন নির্মল।
৫৭. প্রেম পন্থ দুর্গম কণ্টক বহুতর
দুরান্তর দুরন্ত অঘোর ভয়ঙ্কর।
যাবত মেহেন্দি সম পিষণ না যাএ
কদাচিত লাগিতে না পারে রাঙা পাএ।
৫৮. পতঙ্গ দহিল যেন দীপ দরশনে।
৫৯. ভ্রমএ ভ্রমর হৈয়া প্রেমের উদ্যানে
বিদরিল হিয়া যেন ডালিম্ব সুপাক।
৬০. কুঠি অভ্যন্তরে যেন দহএ কাপাস।
৬১. ভাঙ্গিয়া সম্পদ গৃহ করিলা উজার
বিপদ মন্দিরে গিয়া হইলা সঞ্চার।
অধিকারী হইলেন্ত কলঙ্ক নগর
ধরিলা দুঃখের ছত্র শিরের উপর।
৬২ কুরঙ্গ ভ্রমএ যেন হারাইয়া জোড়।
৬৩. অতি বিষে নির্বিষ হইল মোর অঙ্গ।
৬৪. না খাএ ঔষধ তিক্ত যেন রোগীগণে
যত্ন করি বৈদ্যগণে খাবাএ যতনে।
৬৫. দারুণ প্রেমের বাণ পশিল হৃদএ।
৬৬. যদিবা সুরঙ্গ পুষ্প উদ্যান শোভিত
কথক্ষণ সেই স্থানে বঞ্চিতে উচিত।

---

১. বিদ্যাপতি : অঙ্কুর তপনতাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।

৬৭. ব্যঞ্জন-লবণ তাতে না সহে পরাণ।

৬৮. রঞ্জন সমএ সুখ মধু সমসর
গঞ্জন সমএ দুখ ধরে খরতর।

৬৯. মিত্রগণে কুণ্ডলী করিলা চারিভিত
চান্দের চৌদিকে যেন নক্ষত্র বেষ্টিত।

৭০. খঞ্জন গঞ্জন জিনি নয়ান ভঙ্গিমা।

৭১. ফুল বিনে বৃক্ষে যেন ফল না ধরএ
কর্ম বিনে চেষ্টাএ মানস না পূরএ।

৭২. মনোরথ পক্ষী মোর হইছিল বন্দী
না জানিলুঁ উড়িল পাইয়া কোন সন্ধি।

৭৩. শমন সমান হইল এ সুখ সম্পদ।

৭৪. বিধু যেন গগনেত গরল উগএ।

৭৫. জীবনের শ্রধা নাহি জীবনে যাইমু
জীবনে প্রবেশ করি জীবন তেজিমু।

৭৬. উঞ্চল পর্বত দোলে কদাঞ্চিত
কুলবতী যুক্ত নাহি দোলে।

৭৭. যৈসে পতঙ্গ জ্বলে দীপ কারণ
পিউ কারণে জিউ দহে।
বিরহ পয়োনিধি
তীর নাহি সঙ্কট লহর অপার। ইত্যাদি।

॥ ছ ॥

লায়লী-মজনু কাব্যে ব্যবহৃত প্রাচীন শব্দাবলী :

অ-মান, অবেহ, অবেভার, অকুমারী, অস্তুত, অন্যো অন্যো, অঞ্চল, আগুবাড়ি, আচম্বিত, আদেখ, আঞ্চল, আগল, উম্বর, উপজএ, উগিত, উকিবে উঞ্চল, উপাধিক, উজিয়াল, উফর, উফাএ, উপহার, এথ, একহি, কটোরা, কাঙ্কই, কথ, কুবচন, কবেহ, খোয়া, গৌরব, গাহন, গুম্ফিত, গোহারী,

চৌআড়ি, চাহা, সাক্রি, ছিণ্ডিব, ছাও, ছাওয়াল, যথ, যথইতি, জোতে, ঠানে, ঠাম, ডাটনা, চুরিয়া, তুরমান, তোকাই, তাতল, তিতিল, তেহেন, থাপরি, থকলিত, থকিত, দোঁহ, দোহান, দোসর, দোসরি, দবকিয়া, ধাক্রি, নটক, পরসন, পাষণ্ড, ফরমানে, ফাঁফর, বালেমু বিয়োগ, বিউর, বালী, বাউ, বৈউব, বাট, বাঝিলেন্ত, বাদক, ভাঙ্গে, মাতল, মেলানি, মহন্ত, মস্যাধার, লড়, লণ্ড, লাঘব, লেখনী, লুটিত, শ্রধা, শোহে, সমসর, সান্ধাইল, সুদ্ধি, সুজিলা, শোহন, ইত্যাদি।

আরবী-ফারসী শব্দ ঃ

হামদ এবং না'ত অংশেই প্রয়োজন মতো আরবী-ফারসী শব্দ সুপ্রযুক্ত হয়েছে। গ্রন্থের অন্যত্র সাত আটটি মাত্র আছে আরবী-ফারসী শব্দ।

প্রশস্তি অংশে ঃ

রহিম, রাজ্জাক, করিম, আউয়াল, আখের, জাহের, বাতিন, হাকিম, আরস, আসক, আজিম, সামিউ, আউলিয়া, রসুল, নবী, কলেমা, উম্মত, নুরনবী, ভরসা. পীর, শাহা, সালাম, খেতাব, মজনু।

মূল পাঠে ঃ

কামাল, সুমার, সামাল, সিরাজ, হুরপরী, তাবুত, ছদপ, রসুল।

ক্রিয়াপদ

গৌরবে ও অগৌরবে উভয় বচনে সাধারণ বর্তমান ও অতীত কালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদে 'ন্ত' প্রত্যয় নিষ্পন্ন হয়েছে। যথা-গক্রিলেন্ত, দিলেন্ত, পালিলেন্ত, দেখন্ত ইত্যাদি। উত্তম পুরুষে লুঁ-করিলুঁ, ধরিলুঁ ইত্যাদি। 'ক'-- যথা ঃ দিলেক, জন্মিলেক ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ কাল সূচক-উত্তম পুরুষে 'মু' কচিৎ 'ম' যথা ঃ করিমু, খাইমু, পাম, যাম ইত্যাদি।

কারক বিভক্তি ঃ

কর্ম-সম্প্রদানে—'ক' বিভক্তি-মোক, তোক, তাক, কন্যাক, কুমারীক, কাহাক ইত্যাদি।

অপাদানে—হন্তে, হোন্তে, কোথাত।
অধিকরণে—'ত'—তোমাত, তাহাত ইত্যাদি।
সম্বন্ধ-সর্বনামে 'ন'—তান, তাহান, সভান, অন্যত্র 'র'।

সর্বনাম ঃ

আমি সব—আমরা	অন্যে অন্যে—পরস্পর
হামো—আমিও	আন—অপর
মোক—আমাকে	এহার—ইহার
মোহর—মোর	মুঞি—আমি

ভাষার কথা ঃ

যখনই আসুক এবং যে ভাবেই আসুক, উত্তর ভারতীয় ধর্মের বাহন ও অনুষঙ্গী হয়েই আর্যভাষা ও সংস্কৃতি এসেছে এ দেশে। সে ভাষা পরিণামে চর্যাগীতির ভাষায় রূপ নেয়।

যথা ঃ

তু লো ডোম্বী হউँ কাপালী।
তেহোর অন্তরে মোএ ঘালিলি হাড়েরি মালী ॥

কিংবা

আজু ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ লেলী ॥

অথবা ঃ

উঞ্চ উঞ্চ পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহারী।
তোহোরী নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥

তারপরে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা দেখি অন্যরকম ঃ

তোহ্মে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন স্বতন্তরে
আহ্মার নিস্তার তবেঁ নাহিঁক দুতরে।
শুনিলেঁ আইহন মোরে করিব অপোষ
তোহ্মে এক ভিতে হৈবেঁ আহ্মা লআঁ দোষ।
এবেসিঁ জানিলোঁ তোর ভাল নহে মনে
যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসএ আরণে।
আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজয়ে
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ।
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাঁও তথা
মোর প্রাণ নাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ।
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিবাস।
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।
কত না সহিব রে কুসুমশর জ্বালা
হেনকালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা।

কিংবা শেখ শুভোদয়ার বাংলা গান ঃ

হঙ যুবতী পতিয়ে হীন
গঙ্গা সিনাইবাক জাইয়ে দিন।
দৈব নিয়োজিত হৈল আকাজ
বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ।
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি জাঙ ঘর।

ভাষা যে ক্রমে সংস্কৃত-মুখী হচ্ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নইলে তু, হউঁ, নিঅ, গিবত, গঅণত, নই, বাএ, নিন্দ, কাজু ক্রমে তোহ্মি, আহ্মি, নিজ, গ্রীবাতে, গগনেত, নদী, বাজায়, নিদ্রা কার্যহেতু, প্রভৃতিতে পরিণত হল কি করে?

চর্যাগীতির বা আর্যার ভাষা বাঙালীর মুখে আবার সংস্কৃত ঘেঁষা হয়ে উঠল কি ভাবে, দেখবার মতো। যে কোনো ভাষায় অন্য ভাষার

শব্দ আসে নতুন ভাব বা বস্তু আশ্রয় করেই। আবার শিক্ষিত মননশীল মানুষের ভাষা ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকের ভাষার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অশিক্ষিত লোকের ঘরোয়া ও বৈষয়িক জীবনে আটপৌরে কথায় পরিমিত সংখ্যক শব্দেই কাজ চলে— নতুন শব্দের প্রয়োজন সামান্যই। কিন্তু চিন্তামাত্রই সৃজনশীল। তার জন্য চাই নতুন শব্দ বা শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা। চিন্তা তথা ভাব, তত্ত্ব কিংবা বস্তুর উদ্ভাবন বা আবিষ্কার যদি মৌলিক হয়, তাহলে অভিধার ব্যঞ্জনানুগ শব্দ সহজেই তৈরী হয়। কিন্তু ভাব, তত্ত্ব কিংবা বস্তু যদি হয় অনুকৃতি তথা বিদেশের ও বি-ভাষার, তাহলে স্বভাষায় শব্দ নির্মাণের অসামর্থ্যে বিদেশী শব্দ নিতেই হয়।

আঞ্চলিক বুলি যখন সৃজনশীল অনুভূতির ও মনীষা প্রকাশের বাহন হতে থাকে তখন মনের ও মননের গভীরতর ভাবের অভিব্যক্তি দিবার জন্যে মানুষ সর্বক্ষণ শব্দ খুঁজে বেড়ায়। এমনি করে ভাবের অভিধাস্বরূপ শব্দ তৈরী হয়ে চলে অনবরত। ফলে নতুন শব্দ ও কথার সৃষ্টি হয়, বাচন-ভঙ্গিও লাভ করে রূপান্তর। কিন্তু 'বুলি'কে শালীন সাহিত্যের ও মননের বাহন করতে গেলে, হাজারে হাজারে শব্দ তৈরী করা সম্ভব হয় না, নিতে হয় কাছের-পিঠের বিকশিত ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিল এ দেশের ধর্মের, শিক্ষার, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভাব-বিনিময়ের ভাষা। কাজেই ঋণ নিতে হল সংস্কৃত থেকেই। এ ভাবে বুলির ভাণ্ডারে এল হাজারে হাজারে সংস্কৃত ভাষার শব্দ এবং ক্ষেত্র-বিশেষে বাচন-ভঙ্গিও। হাজার বছর আগের সেই ধারা আজো রয়েছে অব্যাহত। সংস্কৃত কামধেনুর মতো তেমনিভাবে যোগাচ্ছে বাংলার শব্দ-সম্পদ। তার প্রমাণ নবগঠিত পরিভাষায় বিদ্যমান।

দেশজ মুসলমানদের তো কথাই নেই, বিদেশাগত মুসলমানের বংশ-ধরেরাও গ্রহণ করেছিলেন সংস্কৃত-বহুল এ ভাষাই। সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্তুজা, শাবারিদ খান, মুহম্মদ খান, কাজী দৌলত, খোন্দকার নসরুল্লাহ প্রভৃতির নাম ও আত্মপরিচয় থেকেই এর সাক্ষ্য মেলে। শাবারিদ খান ও আলাউলের মতো সংস্কৃত বহুল ভাষা, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র ছাড়া কোনো হিন্দু কবিও প্রয়োগ করেননি। অতএব, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রে বাংলা সংস্কৃত-সম হয়ে উঠেছে—এ

অভিযোগের মূলে সত্য সামান্য। অবশ্য নতুন গদ্যসৃষ্টি করতে যেয়ে তাঁরা যে-সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন এবং বিব্রতবোধ করেছিলেন, তার সহজ সমাধান প্রয়াসে তাঁরা সংস্কৃতকেই করেছিলেন আশ্রয়। স্মর্তব্য যে, ওঁরা কেউ সৃজনশীল ছিলেন না, চাকুরীর শর্ত হিসেবে রচনার কৃত্রিম অনুশীলন করেছেন মাত্র,- তাঁরা সাহিত্যিক নন, রচনা-কর্মী। কাজেই এ রীতি তাঁদের অক্ষমতার পরিচায়ক--অসদুদ্দেশ্যের সাক্ষ্য নয়। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যসৃষ্টি-প্রচেষ্টাই তাঁদের সদুদ্দেশ্যের প্রমাণ।

কৃষ্ণরামদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি সত্যনারায়ণ-বিদ্যাসুন্দর পাঁচালী-কারগণই প্রথম হিন্দুস্তানী তথা ভাঙ্গা হিন্দি বাকভঙ্গি গ্রহণ করেন। মুসলমানদের মধ্যে ফকীর গরীবুল্লাহ-ই (১৭৬০-৮০ খ্রী) প্রথম অনুসরণ করলেন এই রচন-শৈলী। নতুন বন্দর কলিকাতা-হাওড়া-হুগলী অঞ্চলের পশ্চিমাগত হিন্দু-মুসলমানের বংশধরেরাই সাহিত্যে এই রীতিকে করেছেন লালন। এর উন্মেষ, বিকাশ ও প্রসার ছিল ঐ সব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য নওয়াবী আমল থেকে শতেক বছর চললে নগর-বন্দরের এই ভাষাই হত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের উর্দুর আদলে বাংলার উর্দু। বিশুদ্ধ বাংলায় রচিত ছাপা পুথির অভাবে অল্প শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানেরা দোভাষী পুথির পাঠক হয়েছে সত্য, কিন্তু সে ভাষা বুলিতে কিংবা লেখায় গ্রহণ করেননি তারা।

দৌলতউজীর এই বিশুদ্ধ বাংলাতেই কাব্য রচনা করেছেন। ভাষার শালীনতায় ও বিশুদ্ধতায়, উপমা-রূপকের সুপ্রয়োগে, ভাবের ঋজুতায়, বর্ণন ভঙ্গির লাবণ্যে, শব্দ প্রযোজনার পারিপাট্যে এবং রুচিসৌষ্ঠবে দৌলতউজীরের লায়লী-মজনু মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা কাব্যের অন্যতম।

আহমদ শরীফ

লায়লী-মজনু

কাব্য-পাঠ

লায়লী-মজনু

[বিয়োগান্ত কাব্য]

॥ হাম্‌দ ॥

স্তুতি আদ্যে করিএ নৈরূপ নৈরাকার[১]
দোসর বর্জিত প্রভু মনে জানি সার।[২]
স্বরূপ অরূপ প্রভু অনন্ত সুরতী
নিশ্চএ নিরেখ রেখ অনেক বিভূতি।
করিম করুণা-সিন্ধু রহিম দয়াল
রজ্জাক আহার দাতা[৩] পালএ সয়াল।
আউয়ালে[৪] তাহান নাম পুরুষ পুরান[৫]
আখেরে তাহার নাম রহিম নিধান।[৬]
জাহের[৭] বাতেন নাম মহিমা প্রকাশ[৮]
গোপতে বেকতে প্রভু সর্বত্রে বিলাস।[৯]
অধিকারী হাকিম অখণ্ড নাম ধরে[১০]
অবশ্য আদেশ তান[১১] লঙ্ঘিতে না পারে।
আজিম তাহান নাম অনন্য অতুল[১২]
এতিন ভুবনে যার দিতে নাহি তুল।[১৩]
বিনি শ্রুতি[১৪] শুনএ সামিউ ধরে নাম
বিনি আঁখি দেখএ বসির হএ নাম।[১৫]

---

১. প্রণামহুঁ আল্লা মোহাম্মদ নাম সার-পূর্ব পাঠ, আল্লা আহমদ-ঘ নিরঞ্জন আদ্য-খ। ২. এক করতার-খ, ঘ। ৩. তাহান নাম-ক, খ। ৪ প্রথম-ক, খ। ৫ প্রভু করতার-পূঃ পাঃ। ৬. সাত্তার-পূঃ পাঃ। ৭. তাহান পূঃ পাঃ। ৮. অপার-পূঃ পাঃ। ৯. পাপীর তারক প্রভু ভুবনের সার-পূঃ পাঃ। বিকাশ-ক। ১০. অধিক অখণ্ড হাকিম নাম নিরঞ্জন-পূঃ পাঃ। অধিক অখণ্ড হাকিম নাম ধরে-খ। ১১. আরশ আসকমর তেন সিংহাসন পূঃ-পাঃ। আবুক আসক-ঘ। ১২. অতুল মহিমা-ঘ। ১৩. সীমা-ঘ। ১৪. কর্ণবিনে-খ। ১৫. অনুপাম-পূঃ পাঃ ঘ।

কর নাহি পদ নাহি নাহি কায়া ছায়া[১৬]
কাম ক্রোধ নাহি তান নাহি মোহ মায়া॥
মাতাপিতা নাহি তান মহিমা অপার।
উদরে ঔরসে জন্ম না হৈছে যাহার॥[১৭]
চতুর্দশ ভুবন সৃজিলা অবিলম্বে।
সপ্ত খণ্ড গগন[১৮] সৃজিলা বিনি স্তম্ভে॥
সকল করতা তিনি যেই মনে ভাএ।
সজীবকে মৃত করে মৃতকে জিয়াএ॥
রাজাএ মাগাএ ভিক্ষা রাজ্যপাট হরি।[১৯]
ভিক্ষুকের প্রতি করে রাজ্য অধিকারী॥
নিন্দিতে[২০] না হএ রঙ্গ বর্ণিতে বরণ।
কহিতে কথন নহে বলিতে বচন॥
পড়িতে পুস্তক নাই লিখিতে অক্ষর।
বুঝিতে মরম তান অধিক দুষ্কর॥
ওলি নবীগণে[২১] যারে সদাএ ধেয়াএ।
অপার মহিমা যার অন্ত নাহি পাএ॥

১৬. রএছায়া-পুঃ পাঃ। করপদ নাহি তার নাহি পত্রছায়া-খ। ১৭. যাহার-পুঃ পাঃ, খ। ১৮. আকাশ ক, খ। ১৯ পবিহরি-ক, খ। ২০. নিন্দিতে-ক, খ, ঘ। ২১. আউলিয়া-পুঃ পাঃ, ঘ।

॥ না'ত ॥

প্রণামহু[1] তান সখা মোহাম্মদ নাম।
এতিন ভুবনে নাহি যাহার উপাম॥
আদি অন্তে মোহাম্মদ পুরুষ অতুল।[1]
স্থল শূন্য না আছিল, আছিল রসুল॥
আকাশ পাতাল মর্ত্য এতিন ভুবন।
যার প্রেম রস হন্তে হইছে সৃজন॥
যার জোতে দিবাকর কিরণ[2] প্রকাশ।
যার জোতে নিশাপতি তিমির বিনাশ॥
মোহাম্মদ দিনমণি মহিমা দিবস।
সহজে তাহান দিন কমল বিকাশ॥[3]
আর যথ দ্বীন সব উঝল না হএ।
শশী বিনে প্রদীপেত যেন ঘোরমএ॥[4]
ত্রিভুবন নিস্তারিবা[5] নবী মোহাম্মদ।
যাহার কলেমা হন্তে তরিবা আপদ॥
যার নাম স্মরণে[6] খণ্ডএ জন্মপাপ।
যার পদ পরশে[7] খণ্ডএ দুঃখ তাপ॥*
ধন্য ধন্য যথ সব উম্মত তাহান[8]
সাফল্য জনম জান আম্ভারা সভান॥
উম্মত সহায় তুহ্মি পরম সারথি।
পাপ তাপ আপদেত তুহ্মি[9] মাত্র গতি॥
নুরনবী কাণ্ডারী আছএ যেই নাএ।
সাগর তরঙ্গ ভয় নাহিক তথাএ॥

১. আউয়াল-ঘ। ২. দিবস-ক, খ, ঘ। ৩. প্রকাশ-খ। ৪. ঘোর হএ-ঘ। ৫. নিস্তারক-ঘ। ৬. শ্রবণে-পূ: পা:। ৭. দরশনে-পূ: পা:।* অতিরিক্ত পাঠ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ৮. উন্নত যথেক সব তান-পূ: পা:। ৯. নাশহেতু তাহ্মি-ক, ; খণ্ডনেত তুমি-খ।

তুহ্মি হেন নিধি যার সহায় সম্পদ।
তিল অর্ধ নাহি তার আপদ বিপদ॥
অধম পাতকী মুঞি পতিত দুঃখিত।
অনাথ[১০] নিধনী মুঞি বিশেষ[১১] তাপিত॥
অনাথের নাথ তুহ্মি নিধনীর ধন।
দয়া সিন্ধু[১২] দীনবন্ধু পতিত পাবন॥[১৩]
তুহ্মি বিনে নাহি মোর পরম সহায়।
তুহ্মি বিনে ত্রিভুবনে নাহিক উপায়॥
সর্বাংশে[১৪] ভরসা মোর চরণে তোহ্মার।
ইহলোকে পরলোকে তুহ্মি মাত্র সার॥

১০. অধম-খ। ১১. বিষয়-ক, খ। ১২. শীল-পূঃ পাঃ। ১৩. পালন-খ, ঘ।
১৪. সর্বস্বে-পূঃ পাঃ; সর্বত্রে-খ।

।। আহ্সাব-প্রশস্তি ।।

প্রণামহু তাহান পরম চারি বন্ধু।
গুণের নাহিক অন্ত মহিমার সিন্ধু ।।
সত্য[1] ধর্ম শান্তদান্ত জ্ঞানবন্ত ধীর।
ত্রিভুবনে অনুপাম[2] চারি মহাবীর ।।
চারি তনু একহি পরাণ এক কায়া।
চারি রঙ্গ কিন্তু যেন এক রঙ্গ ছায়া ।।
মোহাম্মদ দিন জান এ চারি প্রহর।।
চারি তনে মোহাম্মদ এক কলেবর ।।
নির্মাণ স্থাপন হৈল ভুবন মন্দির।
চারিদিকে চারি স্তম্ভ এ চারি শরীর ।।
চারি বেদে কহিছে মহিমা অনুপাম।
চারিদিকে প্রকাশ হইছে চারি নাম ।।
এ চারি চরণে মোর পরম ভকতি।
কহিতে এ চারি গুণ কাহার শকতি ।।
নবীর বনিতা আদি যথ বংশগণ।
সন্তান কমল পদে করিএ বন্দন ।।

১. সব-ক, খ। ২. তুল্য নাই-খ।

॥ রাজ-প্রশস্তি ॥

আওরঙ্গ শাহা দিল্লীশ্বর মহামতি।
অশ্বপতি গজপতি নর নৌকাপতি ॥
সহস্রেক ছত্রধারী অধিক তাহান।
পৃথিবী পূজিত শাহা মহাবলবান ॥
মহাবল অবিরল[১] চতুরঙ্গ দল।
সৈন্যের নাহিক অন্ত যুঝুয়া[২] সকল ॥
এক বৎসরের পন্থ পাষাণ আসন।
ত্রিভুবন ভরি তান কৃতির বাখান ॥
দক্ষিণে সাগরকূল উত্তরে হিমাচল।
এ সকল অধিকারী নৃপ মহাবল ॥
যমুনার তীরে শুভ[৩] স্থল সুললিত।
চতুর্দিকে পাষাণের ব্যূহ সুবলিত[৪] ॥
মনোহর মনোরম কনক[৫] প্রাচীর।
তার মধ্যে শোভা করে সুবর্ণ মন্দির ॥
শিরেত সুবর্ণ[৬] তাজ শোভিত প্রধান।
কিবা ইন্দ্র কিবা চন্দ্র কিবা পঞ্চবাণ।
হীরমণি জড়িত শোভিত সিংহাসন।
পণ্ডিত মণ্ডিত সভা অতি বিলক্ষণ ॥
সপ্ত-দ্বীপ নব-খণ্ড মহিমা প্রকাশ।
বাহুদর্পে রিপু দল করিলা বিনাশ ॥
কথেক কহিতে পারি তাহান মহিমা।
দয়াল ধার্মিক শাহা দিতে নাহি সীমা।

১. ওমরাও অবিরব—ক, খ ; ওমরাও উজিরবীর (লিপিকর বা পাঠক সংশোধিত পাঠ)-ক ; মহাবল অবিবক-ঘ। ২. যুদ্ধায়-পূঃ পাঃ ; যুঝাও-ঘ। ৩. যথ সব তীর সরঃ-পূঃ পাঃ। ৪. অতুলিত-ক, খ ; অতি সুচরিত-ঘ। ৫. কনক--ক, খ ; রতন-ঘ। ৬. মানিক্য-ঘ।

॥ পীর-স্তুতি ॥

। দীর্ঘ ছন্দ ।

সদর জাহান পীর[১] মহিমা সাগর ধীর
গৌরবে সৃজিলা তানে বিধি।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ রূপেগুণে বিদগধ
ভুবন বিখ্যাত শাহা নিধি ॥[২]
তাহান নন্দন নাম সর্বগুণে[৩] অনুপাম
পীর শাহা জনুদ সুমতি।
ধর্মবন্ত কলেবর পাপ দুঃখ পরিহর
দয়াশীল অনাথের গতি ॥
তান সুত গুণসিন্ধু দরিদ্র দুঃখিত বন্ধু
মোহাম্মদ সৈয়দ সুজন।
অবিরত যথ শত ধর্মবন্ত সদাব্রত
প্রভু বিনে আন নাহি মন ॥
পীর স্থির ধীরমতি বীর বলবন্ত অতি
মোহাম্মদ সৈয়দ তনয়।
সিদ্দিক সমান জ্ঞান হাতিম সমান দান
আসাউদ্দিন দয়াময় ॥
বঙ্গদেশ মনোহর, তার মধ্যে শোভাকর
নগর ফতেয়াবাদ নাম।
আসাউদ্দিন পীর নির্মল শরীর ধীর,
তথাএ বসতি অনুপাম ॥
তাহান চরণ ধরি সহস্র প্রণাম করি
অনুদিন মাগি পরিহার।
মুঞি পাপী হীনমতি তুহ্মি বিনে নাহি গতি,
এ ভব সাগর কর পার ॥

১. হৃদের জাহিরপীর—ক ; হৃদের জাহারপীর-খ ; সৈদরাজা মহাপীর—খ। ২. গুণনিধি-খ।
৩. রূপেগুণে-ক, খ।

।। কবির বংশ পরিচয় ।।

পূর্বকালে নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হোসেন শাহাবর।
তান রত্ন সিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়েত শোভিত মনোহর।।
প্রধান উজির তান সুনাম হামিদ খান
তাহান গুণের অন্ত নাই।
অন্নশালা স্থানে স্থান মসজিদ সুনির্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই।।
অনুদিন মহামতি পিপীলিকা মক্ষী প্রতি
সর্করাদি দিলেন্ত খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী
যোগাইলা সভান আহার।।
বাতুল আতুর[১] যথ পালিলেন্ত অবিরত
দান ধর্ম করিলা বিশেষ।
নটক গাইন জনে সত্য যথ কৃতি ভনে
প্রকাশ হইল সর্বদেশ।।
শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হইল নৃপমণি
ডাকাইয়া আনিলেন্ত তাএ।[২]
কেমত ধার্মিক সার একে একে সপ্তবার
তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ।।
প্রথমে ব্যাঘ্রের স্থানে[৩] ফেলিয়া দেখিল তানে[৪]
ব্যাঘ্র দেখি নামাইল মাথা।
দ্বিতীএ বান্ধিয়া শিলা সাগরেত বিসর্জিলা[৫]
নামাজ পড়িলা সুখে তথা।।

১. বদুয়াল ওমরা–ক, খ; অন্ধল আতুরী–ঘ। ২. যথ ধন লুটএ-সদাএ পুঃ পাঃ, ঘ।
৩. জালে–পুঃ পাঃ। ৪. ভালে-পুঃ পাঃ; তারে-ঘ। ৫. পরীক্ষিলা-পুঃ পাঃ ঘ।

তৃতীএ বান্ধিয়া রাগে দিলেন্ত হস্তীর আগে
গজে দেখি সালাম[৬] করিলা।
চতুর্থে জতুর ঘরে, রাখিলা হামিদ খাঁরে
আনলে দহিয়া পরীক্ষিলা॥
পঞ্চমে খর্গের ঘাতে পরীক্ষিলা নরনাথে,
খর্গ ভাঙ্গি হৈল খান খান।
ষণ্টমে হানিয়া শর পরীক্ষিলা বহুতর
অঙ্গে না লাগএ একবাণ॥
সপ্তমে গরল দিয়া মহারাজ পরীক্ষিয়া
করিলেন্ত প্রশংসা অধিক।
দেখিয়া ধর্মের সাজ ভালবাসে মহারাজ[৭]
প্রসাদ করিলা দুই সিক॥
নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোভব[৮] মনোরম অমরা নগর[৯] সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস॥[১০]
লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলী নদীতট
শুভপুরী অতি দিব্যধাম।
চৌদিকে পর্বত গড় অধিক উজ্জলতর
তাতে শাহা বদর আলাম॥
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে উজির হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈতে চাটিগ্রাম।
আদ্যরূপে দানধর্ম করিলা পুণ্যের[১১] কর্ম
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম॥

৬. প্রণাম—ক, খ। ৭. দেখিয়া ধর্মিক সাধু ডাইন বাহু বাম বাহু—ক, খ; দেখিয়া জন্যের মুক ডান বাহু বাম বুক—ঘ। ৮. মনুহর—খ, ঘ। ৯. অমরাবতীর—পুঃ পাঃ। ১০. বিশেষ—ক, খ। ১১. শাস্ত্রের—ক, খ।

অনুক্রমে বংশ কথ   গঞ্জিলেন্ত এই মত
গৌড়ের অধীন[১২] হৈল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি   হইলেন্ত মহামতি[১৩]
নৃপতি নেজাম শাহা সুর॥
একশত ছত্রধারী   সভানের অধিকারী
ধবল অরুণ গজেশ্বর।
রজনী সময় হৈলে   মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে
অপরূপ পুরীর অন্তর॥
এই যে হামিদ খান   আদ্যের উজির জান
তাহান বংশেতে উৎপত্তি।
মোবারক খান নাম   রূপে গুণে অনুপাম
সদাএ ধর্মেত তান মতি॥[১৪]
তান প্রতি মহীপাল   খেতাব অধিক ভাল
স্থাপিলেন্ত দৌলত উজির।
সাধু সৎলোক সঙ্গে   জনম বঞ্চিত রঙ্গে
ধর্মরূপে তেজিল শরীর॥
তান পুত্র ক্ষুদ্র-সম   নাম মোর বহরম
মহারাজ গৌরব অন্তরে।
পিতাহীন শিশু জানি   দয়াধর্ম মনে মানি
বাপের খেতাব[১৫] দিলা মোরে॥
আসাউদ্দীন বন্ধু   গুণনিধি জ্ঞান সিন্ধু
তান পদ মনে করি স্থির।
পুস্তক পয়ার সার   যেন মুকুতার হার
রচিলেক দৌলত উজীর॥

১২. গৌর হন্তে না না হৈল দূর–ক, খ; গৌবের অধিন হৈল দূর--২২৪. ও ২২৭ সংখ্যক পুথি; অদিন–পূঃ পাঃ–৪৬৩ সংখ্যক পুথি; ওদিন–ঘ। ১৩. মহাসত্য নরপতি–ঘ। ১৪. দেখিতে–পূঃ পাঃ; ক্ষেতিতে–খেতিত-ঘ। ১৫. খেতি দিল তবে–ক; ক্ষেত্তি তবে--খ।

॥ বাক-মাহাত্ম্য ॥

। রাগঃ খর্ব ছন্দ ।

মহন্ত জনের মুখে শুনিছি কথন।
এই তত্ত্ব ভাণ্ডারে বচন মহাধন॥
রত্নাকরে বচন নাহিক ওর অন্ত।
বচন অনেক ভাতি যত্তন অনন্ত॥
রচন করিয়া যদি কহিলা বচন।
যত্তন হইল যেন অমূল্য রত্তন॥
পিরীতি বাঞ্ছিত বাণী অমৃত[১] সরস।
সহজে নীরস বাণী শুনিতে বিরস॥
কহ সখা বচন[২] রহিয়াছে কথা।
জন্মিছে প্রেমের মুক্তা ভাব-সিন্ধু যথা॥
ভাবের সাগর মধ্যে যেন দিয়া ডুব।
তুলিলুঁ প্রেমের মুক্তা অতুল[৩] অনুপ॥
বিরহ ভোমরে ভেদি মরম তাহার।
পুরিলুঁ রসের সূত্রে সুবলিত হার॥
অপূর্ব অনুপ হার শোভিত প্রচুর।
মনোরম মনোভব সরস মধুর॥
ভাবক ভাবিনী দোঁহ[৪] বিরহ সন্তাপ।
প্রেম রস বিরাজিত[৫] শত পরস্তাব॥
আসাউদ্দিন শাহা পুরাএ আরতি।
উজির দৌলতে কহে মধুর ভারতী॥

১. বঞ্চিত বাণী নাহিক—পুঃ পাঃ; নাহিক-ক,খ। ২. রচন—পুঃ পাঃ। ৩. অমূল্য—খ।
৪. দুঃখ—আঃ। ৫. প্রেমের শরীরেত—পুঃ পাঃ।

॥ মজনুর জন্ম ও শৈশব ॥

। যমক ছন্দ। রাগঃ কেদার।

চতুর্দশ ভুবন সৃজিলা করতার।
অনন্ত অরূপ কৈল[1] অনেক প্রকার॥
দশদিক সপ্তদ্বীপ ভুবন স্থাপিত।
বিবিধ বিধানে যুত রূপ নিযোজিত॥
কৌতুকে সৃজিলা প্রভু করিয়া গৌরব।
এ মহী মণ্ডল মধ্যে আরব দুর্লভ॥
উপাধিক অধিক অতুল মনোরম।[2]
অপরূপ অদ্ভুত পরম উত্তম॥
পুণ্যস্থল ধর্মপুরী অতি দিব্যস্থান।
পৃথিবীতে অনুপাম বৈকুণ্ঠ সমান॥
মনোরম নগর বাজার মনোহর।
সুরচিত সুললিত শোভিত সুন্দর॥
মহাকুলশীল অতি এক মহামতি।
আমীর তাহান নাম আরবের পতি॥
ধনের নাহিক অন্ত কুবের সমান।
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ অতুল প্রমাণ॥
সর্বথায় বিধাতা সৃজিলা অনুপাম।
পৃথিবীতে পুরিল সকল মনস্কাম॥
একমাত্র অপুত্র বঞ্চিত[3] মনোরথ।
অনুক্ষণ দুঃখিত তাপিত অবিরত॥
জগতেত মোহর সন্ততি না রহিল।
পুত্র হেন মহানিধি বিধি বিড়ম্বিল॥

১. অনেক রূপ-ক, খ। ২. অনুপাম-ক, খ। ৩. পুত্রের বাঞ্ছিত-ক, খ. আঃ।

সংসারের সুখ আর পরলোক কর্ম।
ধনপুত্র দুই যার সে বড় সুজন্ম ॥
নিশিদিশি পুত্রহীন উত্তাপিত[৪] মন।
শয়ন ভোজন তেজি চিন্তিত সঘন ॥[৫]
উপদেশ উপলক্ষ উপায় চিন্তিল।[৬]
কন মতে মনের বিয়োগ না খণ্ডিল ॥
আন মন আন ভাব তেজিল সকল।
নিরঞ্জন নাম জপে জানিয়া সাফল ॥
ধর্মপদ[৭] ভাবএ সতত সৎ[৮] জ্ঞান।
রত্নদান করএ মাগএ পুত্র দান ॥
সেই প্রভু করতার পতিত প্রত্যাশ।
যে তান শরণ ভজে না করে নৈরাশ ॥
বিধাতা হইল তান পরম সারথি।
মানস হইল সিদ্ধি পুরিল আরতি ॥
শুভক্ষণে শুভযোগে পুত্র জনমিল।
গগনের শশী যেন মর্ত্তোত নামিল ॥
অষ্ট অঙ্গ সুগঠ সুন্দর সুলক্ষণ।
কনক জিনিয়া কান্তি[৯] জগত মোহন ॥
হরষিত আমীর তনয় দরশনে।
গৌরবে কোলেত লৈলা পরম যতনে ॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল ললাট উপর।
করিলা সহস্র ধনে শির বলিহার ॥
যথেক ভাণ্ডার ছিল করিলেক দান।
দারিদ্র্য খণ্ডিল যথ দুঃখিত সভান ॥
নৃত্যগীত প্রতিনিতি রঙ্গ কুতুহল।
জয় জয় ধ্বনি হৈল আনন্দ মঙ্গল ॥

৪. উদাসিত-ক, খ। ৫. মগন-পুঃ পাঃ। ৬. রচিল-গ। ৭. পথ-খ। ৮. সারতত্ত্ব-ক, খ।
৯. সদ্বি-ক, খ।

সুনাম রাখিল তান[১০] কএস সুন্দর।
মনোহর মুরতি মোহন কলেবর ॥
মাতাপিতা নয়ান পুতলি সমতুল।
পালন করএ ধাত্রি যতন বহুল ॥
ধাত্রির সহিতে শিশু নাহিক বাসনা।
কোলেতে না রহে পুনি করএ রোদনা ॥
জনক তাপিত অতি পুত্রের কারণ।
করএ রোদন তেজি শয়ন ভোজন ॥[১১]
জননী আকুল মতি যতন একান্ত।
কদাচিৎ শিশুর রোদনা[১২] নাহি শান্ত ॥
মাতা পিতা ইণ্টগণ উপায় চিন্তিত।
বুঝিতে না পারে কেহ শিশুর চরিত ॥
প্রেমে উত্তাপিত মন ছাওয়াল অভ্যাস।[১৩]
না পারে মনের কথা করিতে প্রকাশ ॥
যুবতী সুন্দরী অতি রূপে বিদ্যাধরী।
একদিন শিশুরে লইল কোলে করি ॥
রোদন হইল শান্ত স্থির হৈল চিত।
পুলকিত শরীর বদন উল্লসিত ॥
কোল হন্তে তেজিলে রোদনা অনিবার।
কোলেতে লইলে পুনি আনন্দ অপার ॥
শয়ন ভোজন সুখ মনেতে না ভাএ।
সুন্দরীর কোলে গেলে আনন্দ সদাএ ॥[১৪]
সুযন্ত্রণা সুরাগ যেইক্ষণে শুনএ।
ভাবেতে মোহিত হৈয়া বিকলিত হএ ॥
আচম্বিত সুন্দরী দেখিলে বিদ্যমান।
ভাবেতে মোহিত[১৫] হৈয়া মাগে কোল দান ॥

১০. স্থাপন কৈল-ক, খ। ১১. কবেহ বোদনা তেজি নহে আনমন-ক, খ। ১২. বেদনা-ক, খ। ১৩. উদাস-পুঃ পাঃ। ১৪. আনন্দে গোঁয়াএ-গ; ভাবেত বিকল হৈয়া মহর্চ্ছিত হএ-গ, ঘ, ৪৬৩ সংখ্যক পুথি। ১৫. প্রেমভাবে মোহি-ক, খ।

অজ্ঞান সময়ে হৈল পরম সেয়ান।
প্রেমের গেয়ান পাইল পিরীতে ধ্যান॥
যুবক কালেতে হৈব যে সব চরিত।
বালক কালেতে হৈল সে সব বিদিত॥
বালক মহিমা যেন চমক[১৬] পাথর।
যদি মন লোহা হএ[১৭] টানএ সত্বর॥
যেই ছাও উড়িব বাসাতে ফরকএ।
যেই তরু ফলিব অঙ্কুর ভাল হএ॥
তাল বাজাইতে মাত্র রাগ বুঝা যাএ।
অদৃষ্টেতে থাকিলে সদৃষ্টে দেখা পাএ॥
পুত্রের চরিত্র যদি জনকে বুঝিলা।
যথইতি সংযোগ যতনে নিযোজিলা॥
সুন্দর বালকগণ দিলেন্ত খেলিতে।
নারীগণ সুরূপা দিলেন্ত কোলে নিতে॥
নৃত্য দেখিবারে দিলা নটক সুন্দর।
গীত শুনিবারে দিলা গাইন সুস্বর॥
পটেতে বিচিত্র রূপ দিলেন্ত লিখিয়া।
ভাবেতে বাড়িল ভাব সুন্দর দেখিয়া॥
নৃত্যগীত নট-রঙ্গ যন্ত্র যথ ইতি।
পুরাওন্ত পিতাবর পুত্রের আরতি॥
সপ্তম বৎসর যদি হৈল পূরণ।
প্রকাশ হইল যথ অঙ্গের বরণ॥
কনক মুকুর জিনি ললাট সুন্দর।
কমল যে বয়ান[১৮] নয়ন মনোহর॥
কামের কামান জিনি ভুরুযুগ টান।
কামিনী মোহন বাণ কটাক্ষ সন্ধান॥
খগপতি চঞ্চু জিনি নাসিকা উত্তম।
সুধারস অধর সুরঙ্গ মনোরম॥

১৬. চুম্বক-খ। ১৭. লৌহে ভেদি পুঃ পাঃ : লোভ হএ-খ; যদি মনে লএ ভেদি-ক, খ।
১৮. নীলোৎপল-ক, খ।

মধুর বচন অতি পিরীতি সঞ্চার।
সুললিত সুবলিত অমৃতের ধার॥
দশন তড়িত জিনি হাস্য জগজিৎ।
সুর পরী বিদ্যাধরী হেরিতে মোহিত॥
বাহুযুগ সুবল নির্মল জ্যোতির্ময়।
করপদ রাতুল অতুল অতিশয়॥
রসময় রূপনিধি সুচারু সুবেশ।
মাতাপিতা প্রতি অতি ভকতি বিশেষ॥
রূপের নাহিক অন্ত গুণে অতুলনা।
সর্বলোকে ধন্য ধন্য করন্ত ঘোষণা॥
পুত্র রূপ হেরিয়া জনক হরষিত।
জীবন সাফল্য হেন জানিলা নিশ্চিত॥
নৃত্যগীত নানা বাদ্য রঙ্গ কুতুহল।
উৎসব করিলা অতি[১৯] আনন্দ মঙ্গল॥
সদাএ অনেক শ্রধা জনক মনএ।
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হইতে তনএ॥
ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলঙ্কার।
বিদ্যা সে গলার হার বিদ্যা সে শৃঙ্গার॥
পুরুষ সুন্দর অতি রূপে অনুপাম।
গুণ না থাকিলে তার রূপে কিবা কাম॥
গুণ বিনে কূপ হন্তে না পাএ সলিল।
ভাগ্যবন্ত পুরুষ যে হএ গুণশীল॥
যুবতী বাখানি যদি পতিব্রতা নাম।
পুরুষ বাখানি যদি হএ গুণধাম॥
এথ ভাবি আমীর যে আনন্দিত মনে।
পুত্র নিয়া সমর্পিলা গুরুর চরণে॥
চৌআড়ি মন্দির অতি বিবিধ শোভন।
ফটিকের স্তম্ভ সব[২০] হিঙ্গুলি[২১] বন্ধন॥

১৯. সুন্নত করাইল তান-গ। ২০. শোভে-গ। ২১. বিবিধ-খ।

চারিদিকে উদ্যানসমূহ[২২] কুসুমিত।
জাতী যূথী মালতী লবঙ্গ আমোদিত ॥
বিকশিত নাগেশ্বর চম্পক বকুল।
মধু পিয়া মাতল ভ্রমএ অলিকুল ॥
শারীশুক কোকিল রবএ সুললিত।
ফল ভারে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত ॥

২২. মজল-ক, খ ; কুসুম বিকাশিত-গ।

যেই জননীর গর্ভে হৈছে উতপন।
সেই মাতা ভাগ্যবতী সাফল্য জীবন॥
মানবীর মন হরে তপসীর জ্ঞান।
ত্রিভুবন ভরি হৈল[৪] রূপের বাখান॥
দৈবগতি বিধির যে নির্বন্ধ সুগঠন।
লায়লী কএস দোঁহে তথাতে মিলন॥
আসাউদ্দিন শাহা মহিমা অপার।
উজির দৌলতে কহে অমৃতের ধার॥

---

৪. করে কন্যার-ক ; স্মরে কন্যার-খ ; ভরিপুর-ঘ, ২২৭ সংখ্যক পুথি।

।। লায়লীর রূপ ।।

। দীর্ঘছন্দ রাগঃ সুহি।

জ্ঞানবন্ত গুণালয় ধর্মবন্ত অতিশয়
আরবেত বৈসএ মালিক।
মহিমা সাগর বড় ধর্মবন্ত কলেবর
যশোবন্ত সুজন অধিক।।
তাহান রত্তন কন্যা রূপেগুণে জগ[1] ধন্যা
ভুবনেত দিতে নাহি সীমা।
জাতিএ পদ্মিনী বালী অতিশয় উজিয়ালি
কি কহিব রূপের মহিমা।।
চাচর চামর কেশ কাক পিক অলিবেশ
আমোদিত মৃগমদ জিনি।
শোভিত বিচিত্র বেণী গুম্ফিত রতন মণি
পৃষ্ঠভাগে দোলএ নাগিনী।।
বদন-কমল-হাস কিবা ইন্দু পরকাশ
চকোর ভ্রমর হৈল ধন্ধ।[2]
ভুরুযুগ অভিরাজ সীমা হৈল দুই মাঝ
অর্ধেক কমল অর্ধ চন্দ্র।।
শিষেত সিন্দুর শোহে হেরিতে মদন মোহে
চন্দন তিলক বিরাজিত।
অপূর্ব কৌতুক ভাল সুধাকর উজিয়াল
দিবাকর সহিতে উগিত।।
ভুরুর নিকটে তিল অদ্ভুত যে দেখিল
কোন জন করিব প্রত্যয়।
বায়স ধনুর সনে রহিছে আনন্দ মনে
নয়ান বাণের নাহি ভয়।।

১. সর্বগুণেরূপে-পুঃ পাঃ; স্যামলী সুন্দর-ব। ২. দ্বন্দ্ব-পুঃ পাঃ।

নাসা জিনি তিল ফুল কিবা কীর চঞ্চু তুল
নতু কিবা মদন[৩] কাটারী।
কনক জড়িত মণি বেসর শোভিত ধনি
অকুমারী রূপ অবতারি।।
নয়ান সুচারু ধনি সুরঙ্গ কুরঙ্গ জিনি
কাজল উঝল সুরচিত।
কটাক্ষ অশক্য[৪] বাণ হরএ হরের ধেয়ান
হরিসুত হেরিতে মোহিত।।
অধর অমৃত তুল ফুটিল বান্ধুলি ফুল
নতু কিবা কমল প্রকাশ।
দশন চাতর মুতি চমকি চপল জোতি
মোহন অমিয়া মুখ[৫]-হাস।।
দেখিয়া শ্রবণ রঙ্গ গৃধিনী হইল ভঙ্গ
লজ্জায় রহিল বন মাঝ।
জড়িত রতন সব পীন তার[৬] মনোভব
ঝগমগ অধিক বিরাজ।।
মনোহর কণ্ঠ দেখি কম্বু হৈল মনোদুঃখী
জল মধ্যে করিল প্রবেশ।
বিবিধ রতন-রাজ মোহন দোলরি[৭] সাজ
অপরূপ শোভিত বিশেষ।।
মাণিক্য মুকুতা সার গলে সপ্ত ছড়ি হার
মনোসুখ দেখিতে উজ্জ্বল।
কুচযুগ মনোরম নবীন শ্রীফল সম
কিবা নব নারাঙ্গ যুগল।।
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি জিনিয়া মৃগের পতি
কনক কিঙ্কিণী শোভাকর।
নাভি পদ্ম বিকশিত অতিশয়[৮] উজ্জ্বলিত
লোমলতা অধিক সুন্দর।।

৩. মধুর-খ। ৪. কটাক্ষতে; পঞ্চবান-পূ পাঃ; হো পরে-ক, খ। ৫. মৃদু-ঘ, মধ-গ।
৬. দেখি লাগে-গ। ৭. মোহনি দোহনি—ক, খ। ৮. শুক্র-ক, খ।

কনক মৃণাল-জিত বাহুযুগ সুললিত
শোভিত রতন বাজুবন্দ।
কমল জিনিয়া কর কঙ্কণ শোভিত বর
নবগিরি দেখিতে আনন্দ ॥
সুবলিত কররুহে রতন অঙ্গুরী শোহে
মেহেন্দি রঙ্গিত নখ সব।
অপরূপ অণ্ট অঙ্গ অদ্ভুত রূপ রঙ্গ
আভরণ বিবিধ ধাতব ॥
ইন্দ্রাণী রোহণী রতি অহল্যা দ্রৌপদী সতী
নহে তার রূপের সমান।
তার রূপ-গুণ সত্য[৯] আকাশ পাতাল মর্ত্য
ভুবনেতে করন্ত বাখান ॥
সেই কন্যা মনোরঙ্গে[১০] কথজন সখী সঙ্গে
অই চৌআড়িত নিত্য যাএ।
গুরুর চরণ ভজি কুতুহলে চিত্ত মজি
শাস্ত্র পাঠ পড়ন্ত সদাএ ॥
কদলী জিনিয়া উরু অতি বিলক্ষণ চারু
চরণে নূপুর মনোভব।
হংস-রাজ-গতি রামা রূপবতী অনুপমা
বিচিত্র অম্বর পরি সব ॥
সহজে মাহেন্দ্র ক্ষণে অতিশয় শুভদিনে
বিধাতার হৈল নিবন্ধিত।
কএস লায়লী মেল শুভ দরশন ভেল
দোহানের জন্মিল পিরীত ॥
অন্যে অন্যে দেখাদেখি মজিল দোহান আঁখি
ভাবেত মোহিত হৈল মন।
মনেত জন্মিল নেহা অস্থির দোহান দেহা
আকুল বিকল অচেতন ॥

৯. শত-ক, খ, গ। ১০. সেই সে রত্তন সঙ্গে-ক, খ।

ফাফর হইল চিত উনমত উতাপিত
বিদরিল দোহান হৃদয়।
প্রেম-পরদল[১১] আসি শরীর নগরে পশি
নিমিষে করিল পরাজয়॥
শুভ দেখা প্রেমলাভ জন্মিল দোহান ভাব
হইলেক ভাবক ভাবিনী।
বয়স তরুণতর নবীন যৌবন বর
দুই তনু একহি পরাণি॥
সেই দুই রোহিণী শশী সমুখ সদৃষ্ট[১২] বসি
হরিষ বিষাদে অনুবন্ধ।
শাস্ত্র-পাঠ মুখে জপে মনে প্রেম রস[১৩] ভাবে
বাঝিলেন্ত দোঁহা প্রেম[১৪] ফান্দ॥
অস্থির প্রেমের রোগে ক্ষেণে পাঠে দৃষ্টিযোগে
ক্ষেণে হেরএ চাঁদ-বদন।
ক্ষণেক বঙ্কিমে চাহে মনে আন নাহি ভাহে
সমদৃষ্টে ক্ষেণে নিরীক্ষণ॥
নিঃশ্বাস ছাড়িতে ছলে পরএ উঞ্চল রোলে
নিঃশব্দ হইয়া ক্ষেণে রহে।
পিরীতির ভুজঙ্গমে ডংশিল দোহান মর্মে
গরল জরল সর্বদেহে॥
দিন অবসান ভেল দিনমণি অস্ত গেল
মেলানি পাইল শিশুগণ।
যেই পথে যার সঙ্গে একত্রে কৌতুক রঙ্গে
মন্দিরেতে করিল গমন॥
আসাউদ্দীন শাহা পুরএ মনের চাহা
উজির দৌলত তান দাস।
লায়লী-মজনু প্রেম[১৫] মাণিক্য রতন হেম[১৬]
রচিত পুস্তক সুধাভাষ॥

১১. মদরদ-৪৬৩ নং পুথি। ১২. নেহে সমদিষ্টি-ক,খ। ১৩. মনেত প্রেমের পূঃ পাঃ, গ।
১৪. পিরীতির-ঘ। ১৫. জান-পূঃ পাঃ ; নাম-ক. খ। ১৬. হেন-পূঃ পাঃ।

।। লায়লী ও মজনুর প্রেম বিনিময় ।।

। রাগ ঃ খর্ব ছন্দ ।

লায়লী কমলমুখী সখীগণ সঙ্গে।
শিবিরেত গমন করিলা মনোরঙ্গে ।।
বিচ্ছেদ হইল যদি প্রাণনাথ সনে।
দরশন উপায় চিন্তএ মনে মনে ।।
সখীগণ সঙ্গ তেজি গমন মন্তরে।
কণ্টক ফুটিলা ছলে রহিল অন্তরে ।।[১]
প্রাণনাথ[২] সনে ধনি করিলা দর্শন।
মৃতবৎ কায়া যেন[৩] লভিল জীবন।।
নিরল বিরল ঠাঁই ভাবক ভাবিনী।
নিবেদএ যার যেই মনের আগুনি ।।
দোহানের নয়ানে গলএ[৪] জল ধার।
ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়এ অনির্বার।।
কুমারীর মুখ দেখি[৫] কএস দারুণ।
মনোদুঃখে নিবেদএ বচন করুণ।।
শুন ধনি প্রাণধন নিবেদন মোর।
কথেক সহিব দুঃখ নাহি অন্ত ওর ।।
বিধি পরসনে হৈল তোহ্মা দরশন।
মুঞি অতি শুভকর্মা সাফল্য জীবন।।
জনমে জনমে দেব-ধর্ম আরাধিলুঁ।
সে সব পুণ্যের ফলে তোহ্মাকে পাইলুঁ ।।
যথ ইতি দুঃখ তাপ হরিল সকল।
জনম জানিলুঁ সার্থক জীবন সফল ।।

১. রহিলেক দূরে-ক খ। ২. ধন-গ। ৩. মধ্যে-গ। ৪. গলএ-গ।
৫. লায়লীর মুখ হেরি-গ।

তোহ্মার পিরীতি হৈল মোর প্রাণ-বৈরী।
দেখিলে আকুল চিত্ত না দেখিলে মরি॥
তোহ্মার বদন-ইন্দু অমিয়ার আশ।
চকোর চঞ্চলমতি হইলুঁ উদাস॥
তোহ্মার কমল মুখ দেখিয়া অনুপ।
আকুল হইল মোর নয়ান মধুপ॥
তোহ্মার কটাক্ষ বাণে হানিল হৃদয়।
পুরুষ বধিনী তুহ্মি হইলা নিশ্চয়॥
তুহ্মি বিনে অকারণ জীবন যৌবন।
তুহ্মি বিনে অকারণ এ তিন ভুবন॥
যতনে পাইলুঁ মুঞি করিয়া কামনা।
পিরীত রাখিও মোর[৬] জানিও আপনা॥
কএস বদন হেরি বিকল কামিনী।
সতত আকুল মতি অতাপে তাপিনী॥
নয়ান যুগলে স্রবে[৭] মুকুতার হার।
গদগদ কহে কথা অমৃতের ধার॥
ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়এ অকুমারী।
বিনয় মধুর ভাষে করেন্ত গোহারী॥
প্রসন্ন হইল মোর দেব পরমার্থে।
জগতেত জীবন[৮] হইল মোর সার্থে॥
পুণ্যফলে ভাগ্য বলে বিধি পরসন।
শুভক্ষণে তোহ্মা সনে হইল দরশন॥
জীবন যৌবন মোর তন মন হিয়া।
প্রেমভাবে হারাইলুঁ তোহ্মাকে দেখিয়া॥
ভাবের সাগরে অতি উঠিল তরঙ্গ।
আনলে পড়িয়া যেন দহিল পতঙ্গ॥
ভাবে বিদরিল বুক হারাইলুঁ বুদ্ধি।
দশদিশ ঘোর হৈল না পাইলুঁ সুদ্ধি॥

৬. প্রাণ-খ ; মনে-গ। ৭. ভান-গ। ৮. জনম-গ।

প্রেমের কণ্টক আদ্যে ফুটিলুঁ চরণে।
মরম অন্তরে গিয়া পশিল এখনে॥
হারাইলুঁ ধৈরজ হৈলুঁ হত জ্ঞান।
কিবা মোর কুল ভয় কিবা মোর[৯] মান॥
হিয়ার অন্তরে মোর বিষম আগুনি।
জীবনের নাহি শ্রধা বিনে প্রভু[১০] মণি॥
ডুবিল জীবন-নৌকা ভাবের সাগরে।
প্রেমের কৃপাণ হানি বধিলা আহ্মারে॥
নরকুলে জনমিছ তুহ্মি বিদ্যাধর।
মুঞি নারী অকুমারী বধিতে অন্তর॥
কায়মনে ভজিলুঁ[১১] তোহ্মা-রাঙ্গা পাএ।
তুহ্মি মাত্র আহ্মার হইবা[১২] প্রভু রাএ॥
রবী শশী সাক্ষী আছে আর করতার।
ভাবক-ভাবিনী সত্য করিলা সুসার॥
'যাবৎ জীবন প্রেম না করিমু ভঙ্গ।
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ'॥
দোহানের হৈল যদি প্রতিজ্ঞাস্বরূপ।
এক মন এক তন এক রঙ্গ রূপ॥
লায়লীর বিলম্ব দেখিয়া সখীগণ।
হেনকালে ডাকিতে লাগিল ঘন ঘন॥
সে ডাক দোহানে শুনি ভাবিয়া প্রমাদ।
বিচ্ছেদ হইল দোঁহ পরম বিষাদ॥[১৩]
যার যে মন্দিরে গেলা পরম তাপিত।
ধরিয়া বেদন ছল রহিলা দুঃখিত॥
প্রেমের সাগর মধ্যে উঠিল হিল্লোল।
অন্নজল তেজিলেক নাহি শব্দ বোল॥[১৪]

৯. লাজ-গ। ১০. গুণ-খ। ১১. ভাবিলুঁ-খ। ১২. রহিবা-গ। ১৩. লাগিলেন্ত করিবারে খেদ-ক, খ; ভাবিয়া বিষাদ-গ। ১৪. রোল-ক, খ।

তেজিলা শয়ন সুখ বিষম বিয়োগ।
তেজিলা কুসুম শয্যা নিদারুণ রোগ ॥
তিতিল দোহান তনু নয়ানের জলে।
তিতিল দোহান অঙ্গ বিরহ অনলে ॥
দংশিল প্রেমের নাগে দোহান হৃদয়।
রজনী জাগিয়া দোহে বিলাপ করএ ॥
কি রূপ দেখিলুঁ মনে স্বরূপ[১৫] মনোরম।
কি শুনিলুঁ শ্রবণে বচন সুধাসম ॥
দেহ তেজি প্রাণী মোর রহিল বাহিরে।
মৃতকায়া লই মাত্র রহিলুঁ মন্দিরে ॥
কোন ক্ষেণে উদয় হইব দিবাকর।
দেখিব কমল-মুখ নয়ান গোচর ॥[১৬]
কোন ক্ষেণে বিধাতা হইব পরসন।
জীবের জীবন সনে হৈব দরশন ॥
কোন্ ক্ষেণে খণ্ডিব মনের দুঃখ-রোগ।
কোন্ ক্ষেণে দূর হৈব মনের বিয়োগ ॥
এইরূপ প্রেম ভাবে তাপিত পরাণি।
গণিতে গগনে তারা গোঞাইলা রজনী ॥
প্রভাত হইল যদি উদিত তপন।
নয়নের জলে মুখ ধুইল তখন ॥
চলি গেল শীঘ্র গতি ভাবক ভাবিনী।
পাঠশালে দোহান মিলন হৈল পুনি ॥
চৌআড়ি ভরিল পুন শিশুগণ ঠাট।[১৭]
মর্ত্যেত নামিল যেন সুধাকর হাট ॥[১৮]
যথেক বালক বালা স্থির মতি শিষ্ট।
পড়এ পাঠের দিকে হৈয়া এক দৃষ্ট ॥

১৫. নয়ান-গ। ১৬. এহি সে ভাবনা জান দোহান অন্তর-ক, খ। ১৭. ভরিলেক যথ শিশুগণ-ক, খ, গ। ১৮. পড়এ বালকগণ হই এক মন-ক, খ।

সেই দুই রোহিণী শশী বসি মুখামুখী।
অন্যো অন্যো হেরএ জুড়িয়া চারি আঁখি ॥
মনের দ্বিগুণ খেদ বাড়ে দুই দেখি।
বিচ্ছেদ হৈতে হএ অতিশয় দুঃখী ॥
শাস্ত্র-পাঠ মুখ হন্তে থুইল সত্বর।[১৯]
প্রেম-পাঠ লেখিলেন্ত হৃদয় অন্তর ॥[২০]
যখন চৌআড়ি হন্তে যাএ নিজ স্থান।
দোহানে ভাবএ দুঃখ মরণ সমান ॥
যেইদিন পাঠশালে মিলন না হএ।
কএস চলিয়া যাএ কন্যার আলএ ॥
এই মতে বহুদিন গঞিল বিশেষ।
দৈব যোগে বেকত হইল অবশেষ ॥
আসাউদ্দিন শাহা প্রচণ্ড প্রতাপ।
উজির দৌলতে কহে বিরহ-বিলাপ ॥

১৯. সকল-গ। ২০. পড়ি চিত্ত হইল বিকল-গ।

।। লায়লী-মাতার ভৎর্সনা ।।

। রাগ ঃ ভাটিয়াল ।

অক্ষর না হএ সব[1] ব্যঞ্জন[2] বর্জিত।
পড়িয়া প্রেমের পাঠ হইলা পণ্ডিত।।
সদ্‌গুরু প্রসাদে পরম গুণ শিক্ষা।
মহামন্ত্র পাইয়া হইলা প্রেমে দীক্ষা।।
নির্মল শরীর দোঁহা সাধু সদ্‌জ্ঞান।
না বুঝে সুহৃদ বৈরী কেমত সন্ধান।।
দোহানের প্রেমভাব যথ বিবরণ।
গুরুবরে শুনিলা কহিলা শিশুগণ।।
আলাপ করএ দুই পাইয়া বিরল।
দবকিয়া শিশুগণে শুনএ সকল।।
গুরুকে জানাএ গিয়া সে সব সংবাদ।
এক বাণী শতগুণ সতত বিবাদ।।
শিশুগণ মধ্যে যেন দারুণ ঘোষণা।
ক্রোধমতি গুরুবর বিষম[3] রোষণা।।
সে দুই তাপিত মতি ভাবেন্ত ব্যাকুল।
লজ্জাএ বিকল অতি মৃত সমতুল।।
গোপতে রাখিলা প্রেম হৃদয় মাঝার।
নয়ানের জলে মাত্র করিলা প্রচার।।
বিকশিত কুসুম পিরীতি উপবন।
চৌদিকে আমোদ কৈল বাদক পবন।।
শতেক পরতে যদি কস্তুরী ঢাকএ।
অবশ্য তাহার গন্ধ প্রকাশিত হএ।।

১. সন্ধি-গ। ২. ব্যঞ্জনা-ক, খ। আকার-আঃ। ৩. বিশেষ-গ।

তুলাএ রাখিছে কেবা আনল ছাপাই।
ভাবের কথন কোথা রহিছে লুকাই॥
লায়লী-জননী আগে সে সব কাহিনী।
দুর্জন বালকগণ জানাইল পুনি॥
দুহিতার কুবচন শুনিয়া জননী।
তরঙ্গ উঠিল যেন ক্রোধের তটিনী॥[৪]
বুকেত হানিয়া কর আকুল চরিত।
বোলাই আনিলা তার কন্যাক তুরিত॥
শমন দমন জিনি বিষম তাড়না।[৫]
কহিতে[৬] লাগিলা মাতা বচন[৭] গঞ্জনা॥
শুন্‌লো দুহিতাবর বচন আহ্মার।
একি বড় অদ্ভুত কথন তোহ্মার॥
শিশুগণ মুখে তোর যথেক চরিত।[৮]
শ্রবণে শুনিলুঁ মুঞি অধিক[৯] কুৎসিত॥
আমীরের তনএ কএস গুণবান।
তোর প্রেমে বন্দী হৈছে তাহার[১০] পরাণ॥
তুহ্মিহ তাহান প্রেম-সাগরে ডুবিয়া।
করিছ পিরীতি দান মজাইছ হিয়া॥[১১]
না জানসি[১২] কামকলা সহজে অবলা।
একি মহাপরমাদ[১৩] ভাবেত বিভোলা॥
শতেক ভাবক তোর হোক কদাচিত।
ভাবিনী হইতে তোর না হএ উচিত॥
কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুললাজ।
কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ॥
মুকুতা পড়িল যদি মণিরুর[১৪] ঠাঁই।
মরম ভেদিতে তার অপবাদ[১৫] নাই॥

৪. তরণী-ঘ। ৫. তর্জনা-গ। ৬. করিতে-ক, খ। ৭. বিষম-ক, খ। ৮. শিশুগণ মধ্যে শুনি তোহার চরিত-৪৬৩ সং পুঁথি, ক, খ, ঘ। ৯. বচন-খ। ১০. তোমার প্রেমত বন্দী হইছে-পূঃ পাঃ। ১১. মর্যাদা ছাড়িয়া-গ। ১২. জান সে-পূঃ পাঃ। ১৩. বড় অদ্ভুত-গ। ১৪. মনিহর মণিহার মনুহর-ক, খ, গ, ঘ, আঃ। ১৫. অপবাধ-ক, খ. উপরাদি-খ, গ, ঘ।

কলিকা সমএ পুষ্প কীটে কৈলে ভোগ।
না করে তাহার সঙ্গে ভ্রমরা সংযোগ ॥
আজি হন্তে তেজহ চৌআড়ি পাঠশাল।
কুলের মহিমা নিজ রাখহ সামাল॥
পুরীর বাহির হৈলে বুঝিবে আপনা।
গৌরব তেজিয়া তোরে করিমু তাড়না॥
ধৈরজ ধরহ মতি প্রাণের নন্দিনী।
নিশি শেষে[১৬] উদয় হইব দিনমণি।

১৬. নিবেষেতে-পুঃ পাঃ গ; নিম্নাগবে-ক, খ।

।। লায়লীর ছলনা ।।

। রাগঃ শ্রীগান্ধার ।

লায়লী শুনিল যদি এ সব বচন।
কহিলা পিরীতি কথা মধুর রচন ।।[১]
শুন লো জননী মোর নিবেদন সার।
ভাবক ভাবিনী হএ কেমত প্রকার।।
কাহাক বোলএ ভাব সে-বা কোন্ রঙ্গ।
আকাশের চন্দ্র কিবা সাগর-তরঙ্গ।।
মলয়া চন্দন কিবা কস্তুরী সুগন্ধ।
শুনিয়া ভাবের[২] কথা মনে মোর ধন্ধ ।।
না দেখিলুঁ নয়নে প্রেমের কোন রূপ।
কিবা তরু হএ কিবা কুসুম স্বরূপ ।।
না শুনিছি শ্রবণে পিরীতি কার নাম।
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে বসতি কোন্ ঠাম।।
পিরীতির নাম কিবা অমৃতের ফল।
উদ্দেশ না জানি তার আছে কোন্ স্থল ।।
নতু কিবা পিরীতি মানস সরোবর।
নতু কিবা চিন্তামণি সর্ব গুণধর।।
পরশ পাথর কিবা সুজনের প্রেম।
তাম্র-আদি যাহার পরশে হএ হেম ।।
যাহারে না জানি আক্ষি জিজ্ঞাস তাহারে।
সদুত্তর দিব আক্ষি কেমন প্রকারে।।
বিনি দোষে মাতা যদি দেঅ পরিবাদ ।
জীবনের নাহি স্বাদ একি পরমাদ।।

১. মধুর ভাষে পিরীতি সম্ভান-ক, খ। ২. প্রেমের-গ।

লায়লীর সুধাবাণী শুনিয়া একান্ত।
আকুল হৃদয় মাতা হইলেন্ত শান্ত॥
ভাবিয়া করিলা সার নিজ মনে গুণি।
পাঠশালে দুহিতাক না পাঠাইমু পুনি॥
লুকাইলা লেখনী ভাঙ্গিলা মস্যাধারে।
প্রভু পাশে পত্র যেন লিখিতে না পারে॥
সখীগণ নিয়োগ করিলা চারিপাশে।
কণ্টকের মধ্যে যেন কুসুম প্রকাশে॥
কুচ-কুম্ভে অমিয়া ভরিল করতারে।
দিলেন্ত নীলের ছাপ কামচোর ডরে॥
ঘরের[৩] বাহির হৈলে জানিতে কারণ।
প্রখর[৪] নূপুর দিলা কন্যার চরণ॥
অমূল্য রতন কন্যা করিয়া যতন।
পুরীর অন্তরে মাতা রাখিল তখন॥
দৈবযোগে কর্মফলে বিধি হৈল বাম।
মানস না হৈল সিদ্ধি না পুরিল কাম॥
দর্শন মিলন দোঁহ হইল পাষণ্ড।
জুড়ি ছিল পিরীতি হৈল পুন খণ্ড॥
একহি শরীর দুই একহি পরাণ।
বিরহ-করাতে যেন[৫] কৈল দুই খান॥

৩. পরীর-গ। ৪. অক্ষয়-গ। ৫. চিড়ি-গ।

।। লায়লীর বিরহ-বিলাপ ।।

চকোয়া বিচ্ছেদে যেন তাপিত চকিনী।
ইন্দু বিনে মুদিত[১] হইল কুমুদিনী।।
দিবাকর বিনে যেন মুদিত কমল।
লায়লী মলিন মুখ নয়ান সজল।।
নিঃশ্বাস ছাড়এ ধীরে[২] বিরহ দাহিনী।
কি জানি বেকত হএ প্রেমের কাহিনী।।
হিমকর হেরিয়া স্মরিয়া প্রভু মুখ।
রজনীতে কাঁদএ ভাবিয়া মনোদুখ।।
শরীর তিতিল বালা নয়ানের জলে।[৩]
কনক প্রতিমা যেন শোভিত আঞ্চলে।।[৪]
জিজ্ঞাসিলে সখীগণে কুমারী বুঝাএ।
ঘর্ম উপজিছে মোর রজনী উষ্ণাএ।।[৫]
পিতামহ মৃত্যু তার করিয়া স্মরণ।
দিবস হৈলে কন্যা করএ রোদন।।
ভুজঙ্গে দংশিল ছলে হইয়া মূর্ছিত।
আউল করএ কেশ বাউল রচিত।।
সহিতে দুঃসহ দুঃখ প্রেমের বেদন।
কহিতে দারুণ দোষ পিরীতি কথন।।
রাবণের চিতা সম জীবন দহএ।
শ্রাবণের ধারা জিনি নয়ান বহএ।।
বিলাপ করএ কন্যা ভাবিয়া বিরস।
হাসিতে হারাইলুঁ মুক্তি অমূল্য পরশ।।
প্রাণনাথ সনে মোর প্রেম-রস রঙ্গ।
কেমনে দারুণ জনে করিলেন্ত ভঙ্গ।।

১. মলিন-খ। ২. মন-খ, ঘ। ৩. ধারে-গ, ঘ। ৪. তুষারে-পুঃ পাঃ, গ।
৫. উসাএ-ক, খ, গ : উনবাএ-পুঃ পাঃ।

কোন মেঘে আচ্ছাদিল ঐ চাঁদ বিমল।
নয়ান থাকিতে মোর হৈলুঁ অন্ধল॥
পাঁজরে আছিল শুক কে দিল উড়াই।
ছিঁড়িল কণ্ঠের হার কে দিব জোড়াই॥
অধিক দারুণ দোষ বিধি হৈল বাম।
অধম পাপিনী মোর না পুরিল কাম॥
অনাথ করিয়া মোরে ছাড়ি গেল কান্ত।
মনের আনল মোর জলে নহে শান্ত॥
বল বুদ্ধি হিত শুদ্ধি সকল হারাইলুঁ।
বিরহ বিয়োগ সঙ্গে বিরলে রহিলুঁ॥
এই মতে বিরহিণী দুঃখিনী সদাএ।
বঞ্চএ মৃতের প্রায় হৈয়া সর্বথাএ॥
আসাউদ্দিন শাহা প্রেমের সাগর।
উজির দৌলতে কহে সুধা সমসর॥

।। মজনুর বিরহ-বিলাপ ।।

। যমক ছন্দ। রাগঃ সিন্ধুরা।

কন্যার সহিত হৈল কএস[1] বিচ্ছেদ।
হৃদএ জন্মিল অতি ঘোরতর খেদ ।।
প্রতিনিতি পাঠশালে করএ গমন।
কন্যার সহিত পুনি না হএ মিলন ।।
হৃদয় দুঃখিত অতি তাপিত বহুল।
সরোরুহ[2] বিনে যেন ভ্রমর আকুল ।।
মনের অনল তাপে শরীর দহিল।
নয়ানের স্রোতোধারে ডুবিয়া রহিল ।।
অস্থির হইল অতি ভাবিয়া সন্তাপ।
সতত আকুল মতি করএ বিলাপ ।।
তুহ্মি প্রভু নিরঞ্জন কৃপাল করুণ।
মোহর করম দোষে হৈলা নিদারুণ ।।
পাইয়া অমূল্য নিধি হইলুঁ বঞ্চিত।
মুঞি কর্মহীন অতি জনম তাপিত ।।
দেখা দিয়া প্রাণ ধন হইলা অদেখ।
স্বপন দেখিলুঁ মুঞি কিবা পরতেক ।।
অশেষ পুণ্যের ফলে তোহ্মাকে পাইলুঁ।
বিশেষ কর্মের দোষে[3] পুনি হারাইলুঁ ।।
কি হৈল প্রমাদ অতি বুঝন না যাএ।
কি হৈব মোহর গতি না দেখি উপাএ ।।
সাগরে ডুবিয়া রৈলুঁ না জানি সাঞ্চর।[4]
সহায় নাহিক মোর কে করিব পার ।।

১. যদি হইল-ক, খ। ২. পুষ্পমধু-গ। ৩. পাপের ফলে-গ, ঘ। ৪. সাঁতার-পূঃ পাঃ।

কথেক দহিমু প্রাণ বিরহ আনলে।
মোর সম ভাগ্যহীন নাহি মহীতলে॥
ত্রিভুবন বিচারিয়া কৈলু঳ অনুমান।[৫]
উপাধিক নাহি ধন মিত্রের সমান॥
হেন মিত্র যাহার হৈল অদর্শন।
সে বড় নিলাজ অতি রাখএ জীবন॥
প্রাণের ঈশ্বরী বিনে তেজিব পরাণ।
মৃতবৎ কায়া মোর কিবা লাজ-মান॥
মাতা পিতা ইষ্টগণে নাহি মোর কাজ।
অকারণে সব সুখ সম্পদ বিরাজ॥
কি মোর বিচিত্র চীর সুবেশ সন্ধান।[৬]
কি মোর কৌতুক রঙ্গ রস শুভধ্যান॥[৭]
এইরূপে বিলাপ করিয়া অবশেষ।
কুমারীক দেখিতে সৃজিলা উপদেশ॥[৮]

৫. মনে কৈলু঳ জ্ঞান-খ। ৬. সুন্দর-ক, খ। ৭. রূপের অতি অপরূপ অধর-ক, খ।
৮. চিন্তিল বিশেষ-গ, আ; দেখিবারে চলিল বিশেষ--ক, খ।

।। লায়লীর সঙ্গে মজনুর সাক্ষাৎ ।।

[প্রথম সাক্ষাৎ]

। রাগ : গুঞ্জরী ।

দুই আঁখি মুদিলেন্ত আঁধল আকৃতি।
করে দণ্ড ধরিয়া চলিলা মন্দ গতি ।।
কহএ বিনয় বাণী যাচকের প্রাএ।
দণ্ড অনুসারি পন্থ তোকাইয়া[১] যাএ ।।
চলিতে চলিতে গেলা লায়লীর দ্বার।
ছল করি পড়িলেন্ত খাদের মাঝার ।।[২]
প্রেমভাবে কান্দিতে লাগিলা[৩] উচ্চস্বরে।
পড়িলুঁ অন্ধ মুঞি খাদের[৪] অন্তরে ।।
হেন কোন পুণ্যজন আছএ সুবুদ্ধি।
করে ধরি মোহরে জানাএ পন্থ সুদ্ধি ।।
এ ডাক শুনিয়া বালা দুঃখিত অন্তর।
জানিলেন্ত এহি মোর প্রাণের ঈশ্বর ।।
সহচরী সম্বোধিয়া বুলিলা অবলা।
খাদেত পড়িছে এক দুঃখিত আন্ধলা ।।
এহেন জনেরে যদি আপদ তরাই।
সংসারেত এহার সমান পুণ্য নাই ।।
এ বুলিয়া দুঃখবতী চলিলা তুরিত।
প্রভুর দরশন হেতু আইলা বিদিত ।।
অন্যে অন্যে দোহান মিলন হৈল পুনি।
দহিল দোহান প্রাণ প্রেমের আগুনি ।।

১. যোগাইয়া পুঃ পাঃ। ২. গর্ত্তের অন্তরে-গ। ৩. কান্দিতে-ক, খ। ৪. গর্ত্তের-গ।

স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে রহিলা দুইজন।
নয়ানে নয়ানে মাত্র হৈল দরশন॥
আলাপ করিতে নারে দুষ্ট জন ভএ।
উফর ফাঁফর চিত্ত নিঃশ্বাস ছাড়এ॥
গর্ত হন্তে অন্ধলক কৈলা পরিত্রাণ।
প্রেমপন্থ জানাইলা যেন তত্ত্বজ্ঞান॥
মিলন হইয়া পুনি হইলা বিচ্ছেদ।
দোহানের হৃদয়ে জন্মিল কামখেদ॥
আসাউদ্দীন শাহা প্রেমের পরশ।
উজির দৌলতে কহে বচন সরস॥

[দ্বিতীয় সাক্ষাৎ]

। রাগঃ করুণ ভাটিয়াল।

পুনি আর দিবসে কএস ক্ষীণতনু।
অস্থির হইল অতি অকুমারী বিনু॥
প্রেমপন্থ উদ্দেশিয়া মন্থর গমন।
চলিল ভিক্ষুক বেশ রুদিত নয়ন॥
গলে কান্থা নয়ান-খর্পর[১] লই হাতে।
মাগএ দর্শন দান হইয়া অনাথে॥
কন্যার দ্বারেত গিয়া মলিন আকার।
হাহা দীনবন্ধু বুলি দিলেন্ত হাঙ্কার॥
অন্তঃপুরে থাকি বালা সে ডাক শুনিল।
নিজ প্রাণনাথ হেন মনেতে গুণিল॥[২]
বুলিতে লাগিলা বালা এহি যে দুঃখিত।
অতিথ পতিত অতি অনাথ তাপিত॥
নিজ করে এহেন জনেরে কৈলে দান।
বিশেষ হইব পুণ্য অতুল প্রমাণ॥

১. গলে গণ্ডাঝুলি অঙ্গে কিস্তি-ক, খ। ২. তখনে জানিল-গ; মনেত মানিল-ঘ।

এ বুলিয়া কুমারী ভিক্ষুক-দান ছলে।
পতঙ্গ পড়িল আসি যেহেন আনলে ॥[৩]
দিলেন্ত দর্শন-দান জুড়ি চারি আঁখি।
পঞ্চপ্রাণ দিল দান সুধা-তনু রাখি ॥
পাইয়া দর্শন-দান প্রেমের[৪] উদাস।
অধিক সন্তোষ হই করিলা সুভাষ ॥
সজল নয়ান দুই সচকিত মতি।
অতাপে তাপিত দোঁহা উন্মাদ আকৃতি ॥
কোন দিক হন্তে কেহ আসিয়া দেখএ।
চারিদিকে নিরীক্ষএ মনে এই ভএ ॥
কোথা হন্তে আসিয়া দ্বারেত আচম্বিত।
দেখিয়া দোহান রীত লক্ষিল চরিত ॥
জনক জননী থানে[৫] দ্বারিক দুর্জন।
একে একে কহিল যথেক বিবরণ ॥
এথ বুঝি[৬] কুমারী পুরীতে প্রবেশিল।
ক্রোধমতি মালিক তখনে আদেশিল ॥
বড়হি দুর্জন এহি ভিক্ষুক কুমতি।
মারিয়া খেদাও তারে করিয়া দুর্গতি ॥
বোলাই আনিল তার[৭] যথেক পরশী।
যুকতি করএ সবে এক স্থানে বসি ॥
কুমতি কুটিল এই ভিক্ষুকের বেশ।
যে জনে তাহাক দেখ মারহ[৮] বিশেষ ॥
কৃপাণ পাষাণ ইট কিবা লৈয়া দণ্ড।
যেই মতে পারহ মারিয়া কর ভণ্ড ॥
প্রবোধ করিনু যদি হারাএ জীবন।
এহি ঠামে তাহার না হোক আগমন ॥

৩. কুণ্ডলে-ক, খ। ৪. প্রেমের দান ভিক্ষুক-ক, খ। ৫. তবে-ঘ। ৬. বুলি-ক, খ।
৭. বোলাইয়া আনিল-গ, ঘ; তবে-ক, খ। ৮. যে ভাবে যেখানে পাও-গ।

সভাক কহিয়া এই দারুণ মন্ত্রণা।[৯]
কএস আসিতে তথা করএ যন্ত্রণা॥[১০]
নিদারুণ নরগণ তেজিয়া গৌরব।
অতিশয় প্রহারিয়া করন্ত লাঘব॥
শোণিত লুন্ঠিত মুখ পাষাণ প্রহারে।
চন্দ্রিমা উদয় যেন অরুণ আকারে॥[১১]
প্রেমের আগম পন্থ অতি মনোরম।
দুষ্ট বৈরী নিরোধিয়া করিলা দুর্গম॥
দশদিক তাহার কলঙ্ক প্রচারিল।
লাজমান মজনু সকল হারাইল॥
গৃহবাস তেজিল তেজিল আত্মজ্ঞান।
যথাতথা বঞ্চএ নিয়ম নাহি[১২] স্থান॥
অঙ্গেত বসন নাহি শিরে নাহি পাগ।
পদ হন্তে পাদুকা করিলা পরিত্যাগ॥
ভ্রমএ পাগল গতি আকুল হৃদএ।
লায়লী লায়লী করি সঘন রোদএ॥[১৩]
যথেক বালক মিলি করি[১৪] সমবাএ।
নগরে নগরে[১৫] তারে মারিয়া ফিরাএ॥[১৬]
আগে ধাএ কএস বালকগণ পাছে।
মারিয়া ফিরাএ যার মনে যেই আছে॥[১৭]
ঘরে বড় জঞ্জাল বাহিরে গেল দুখ।
পিরীতি করিলে[১৮] জীবনে নাহি সুখ॥
যথাতথা আরবেত তাহার ঘোষণা।
লঘুগুরু সর্বজনে করেন্ত দোষণা॥
মিলিল কুদিন আসি বিধি হৈল বাম।
যার মনে যেই লএ ধরে সেই নাম॥

৯. সুকতি-গ। ১০. দুর্গতি-গ। ১১. অঙ্গনাহি পড়এ ভূমিত, রক্তধারে-খ, গ।
১২. নাহিক স্থিতি-গ; নির্ণয় নাহি-আ। ১৩. ডাকএ-গ; নির্গম নাহি-ঘ।
১৪. হই-ক, খ, ঘ। ১৫. খেদাএ-ঘ। ১৬. বাজারে-গ। ১৭. তারে যার যেই ইচ্ছে-পু: পা:।
১৮. কারণে-ক, খ।

কেহ বোলে এহি জন হৃদয় অস্থির।
তে কারণে নিশিদিশি বিকল শরীর॥
কেহ বোলে তার বাউ জন্মিছে নিশ্চএ।
এহার কারণে অতি আকুল ভ্রমএ॥
কেহ বোলে ভাবেত মজিল তার মন।
ভ্রমএ পাগল হৈয়া এহার কারণ॥
বঙ্গভাষে যে জনকে বোলএ পাগল।
মজনু বোলএ তারে আরব সকল॥
বালক যুবক বৃদ্ধ যথ নরগণ।
মজনু তাহার নাম করিলা স্থাপন॥
আসাউদ্দীন শাহা কল্পতরু সম।
উজির দৌলতে কহে পুস্তক উত্তম॥

।। মজনুর জন্য পিতা-মাতার বিলাপ ।।

। রাগ ঃ ভূপালী মিশ্র । ভাটিয়াল।

জননী ব্যথিত আর জনক দুঃখিত।
দেখিয়া আকুল হৈল পুত্রের চরিত ।।
চিন্তিত তাপিত অতি বিষাদিত মন।
আকুল বিকুল হৈলা পুত্রের কারণ ।।
রেণু-এক পুত্র-অঙ্গে যদি সে লাগএ।
গিরি ভাঙ্গি পড়ে যেন জনক মাথএ ।।[১]
তনয় চরণে যদি কণ্টক পশিল।
জননী মরমে যেন শেল প্রবেশিল ।।
না দেখিয়া ঘরেত তনয় প্রাণধন।
বিকলিত[২] মাতা পিতা করএ রোদন ।।
চন্দ্র বিনে গগন, প্রদীপ বিনে ঘর।
পুত্র বিনে জগত লাগএ ঘোরতর ।।
ঘরে ঘরে আরব নগর বিচারিলা।
কোন ঠাঁই পুত্রের দর্শন[৩] না পাইলা ।।
আহা পুত্র বলিয়া নয়ানে বহাএ নীর।
উদ্দেশ করিতে গেলা নগর বাহির ।।
দেখেন্ত পন্থের মাঝে ধূলাএ পড়িয়া।
মরমে খাইয়া শেল রহিছে পড়িয়া ।।
শয়ন ভোজন তেজি ভাবেত মোহিত।
নিশি দিশি নাহি ভেদ[৪] নয়ান মুদিত ।।
চিন্তা বিনে তাহান দোসর নাহি সঙ্গে।
মরমে দংশিল তানে প্রেমের ভুজঙ্গে ।।

১. মনএ-ক, খ ; হৃদএ-গ, ঘ। ২. বিচলিত-ঘ, আঃ। ৩. উদ্দেশ-ক, খ, ঘ।
৪. তাএ-ক, খ।

বদন মণ্ডিত রেণু করিতে পাখাল।
আন জল নাহি তান নয়ান কিলাল ॥[৫]
সন্নিকট থাকিতে নয়ান স্রোত জল।[৬]
কোন মতে শান্ত নহে মনের আনল॥
বিদরিল হৃদয় ডালিম্ব সমতুল।
চিন্তিত তাপিত অতি দুঃখিত আকুল॥
পুত্রের বদন যদি জনকে দেখিল।
জন্মিল দারুণ মায়া দুঃখিত হইল॥
পুত্রের নিকটে বসি করন্ত রোদন।
গলেত ধরিয়া কহে করুণা বচন॥
শুন পুত্র প্রাণধন বচন আহ্মার।
কোন হেতু হেন গতি হইছে তোহ্মার॥
কি শোকে মলিন বেশ আকুল চরিত।
কেমন দারুণ দুঃখে হইছ দুঃখিত॥
কাহার পীরিতি ভাবে মজাইছ মন।
কেমন সুন্দরী তোর হরিল চেতন॥[৭]
দেখিয়া তোহ্মার দুঃখ বিদরএ বুক।
নয়ান মেলিয়া দেখ জনকের মুখ॥
কথক্ষণে হৈলা যদি মজনু চেতন।
জাগিতে লায়লী নাম করিলা স্মরণ॥
নয়ান মেলিয়া নিরীক্ষএ অনিমেষে।[৮]
পিতাক চিনিতে নারে বিভোল বিশেষে॥
জিজ্ঞাসিলা তোহ্মার কি নাম মহাশয়।
মনে লএ যেহেন পন্থের পরিচয়॥
বুলিলা তোহ্মার আহ্মি জনক দুঃখিত।
তোহ্মার কারণে আহ্মি হইছি তাপিত॥
পরিচয় অবশেষে বিশেষ বিলাপ।
রোদন করএ দোহাঁ ভাবিয়া সন্তাপ॥

৫. নয়ানের জল-গ। ৬. সন্নিকটে থাকএ নয়ানে সুখে জল-ক, খ। ৭. জীবন-ক, খ।
৮ চারিপাশ-ক, খ।

তবে এক উপদেশ জনক সৃজিলা।
প্রেম ভাবে মজনুকে কহিতে লাগিলা ॥
লায়লী কুমারীবরে ডাকিছে তোহ্মারে।
বিলম্বের নাহি দায় চলহ সত্বরে ॥
এথেক শুনিয়া যদি প্রেমের উদাস।
হৃদএ দুঃখিত হৈয়া[৯] ছাড়িল নিশ্বাস ॥
মোহর করম ভোগ নাহিক চেতন।
পুনি কি কুমারী সনে হৈব দরশন ॥[১০]
বিধাতা বিমুখ[১১] মোর না পুরিল কাম।[১২]
হারাইলুঁ রতন পাইমু কোন ঠাম ॥[১৩]
আপদ অবধি মোর পূর্ণ নাহি হএ।
সম্পদ মিলিব হেন নাহিক প্রত্যয় ॥
জনক বচন কিন্তু যতন উচিত।
এ বুলিয়া চলিলা মজনু তুরিত ॥
ছল করি মহামতি পরম যতনে।
পুত্রক ঘরেতে নিলা পিরীত বচনে ॥
জননী দেখিলা যদি পুত্রের বদন।
বিকুল আকুল হৈয়া করিলা রোদন ॥
কর পদ নখ তার শিরের কুন্তল।
খেউর করিয়া অঙ্গ করিলা নির্মল ॥
স্নান করাই পরাইল বিচিত্র বসন।
নানা রূপে উপহার[১৪] করাইল ভোজন ॥
গৌরব করিয়া তবে সমুখে বসাই।
জনক জননী দোঁহ কহিলা বুঝাই ॥
শুন পুত্র[১৫] মিনতি বচন পরিহার।
তুহ্মি বিনে জগত হইছে অন্ধকার ॥

৯. তাপিত-গ। ১০. মিলন-ঘ। ১১. বিমন-ক, খ। ১২. বিধাতা বিমুখ মোর কে পুরাইবে কাম-৬৫৩ সং পুথি। ১৩. জনম-ঘ। ১৪. উপভোগ-২২৪ ও ৪৬৩ সং পুথি-গ, ঘ। ১৫. নন্দন-গ; শুনশুন জনকের-ঘ।

নয়ান পুতলি তুহ্মি প্রাণের পরাণ।
তুহ্মি বিনে সংসারেত নাহি মোর আন।।
অশেষ করিয়া দেব-ধর্ম আরাধন।
তুহ্মি পুত্র পাইয়াছি অমূল্য রতন।।
মনেত আছিল মোর মানস বিশেষ।
কুলকলা রাখিবা মোহর অবশেষ।।
তোহ্মার অযশ অতি ভরিল ভুবন।
জীয়তে মোহর নাম করিলা মোচন।।
ডুবাইলা কুল-নৌকা কলঙ্ক সাগরে।
নিদয়া দারুণ পুত্র জানিলুঁ তোহ্মারে।।
কুলের নন্দন হৈলে গুণের আগল।
পদ্মবনে বিকশিল যেহেন কমল।।
শরীরে অঞ্জনি[১৬] যেন পুত্র কুপণ্ডিত।
তেজিতে লাগএ দুঃখ[১৭] রহিতে কুৎসিত।।
তেজহ চঞ্চলমতি স্থির কর মন।
ভোর মতি ঘোর আঁখি নাই প্রয়োজন।।
লোক মধ্যে তোহ্মার রহিব যদি মান।[১৮]
গুণ জ্ঞান লাজ ভয় কর অনুমান।।[১৯]
অল্পমতি বালক নাহিক কিছু বুদ্ধি।
না বুঝ আপনা হিত্র বিপরীত[২০] সুদ্ধি।।
সুরপতি না বুঝএ বামা জাতি মর্ম।
বামকর হস্তে কেবা করে দান ধর্ম।।
যে জনে তোহ্মার নাম স্বপনে না লএ।
তাহার কারণে তুহ্মি আকুল হৃদএ।।
যাহার কারণে তুহ্মি ধুলাএ ধুসর।
সে জন বঞ্চএ সুখে পালঙ্ক উপর।।
অকারণে পুত্রবর কেন উতাপিত।
লায়লীর তোহ্মা প্রতি নাহিক পিরীত।।

১৬. শরীরেত ব্যাধি যেই-ক, খ। ১৭. দয়া-ক, খ। ১৮. নাম-পুঃ পাঃ-ঘ।
১৯. অনুপাম-পুঃ পাঃ, ঘ। ২০. নাহি কোন-ক, খ।

অবলা সুন্দরীগণ অনেক[২১] আছএ।
বিদ্যাধরী সম রূপ-গুণ অতিশএ॥
মনের হরিষে কর যাহারে ইঙ্গিত।
বিবাহ মঙ্গল কার্য করিমু তুরিত॥
মজনু শুনিলা যদি জনকের বাণী।
নিজ-হিত জানিয়া লইলা পরিমাণি॥
গদ-গদ বোলন্ত প্রেমের সমাচার।
শুনহ জনক মোর নিবেদন সার॥
জনক জননী দোঁহা মহিমা সাগর।
স্বর্গ হন্তে দুর্লভ ভূমিত গুরুতর॥
মহা মহত্তম অতি[২২] কৃপাল দয়াল।
শিরের মুকুট মণি উজ্বল সয়াল॥
কমল-চরণ-যুগ সহজে ভরসা।
কল্পতরু সম পূরাও মনের আশা॥
অতি পূজ্যতম যেন[২৩] পরমার্থ দেবা।
সর্ব কার্য উপাধিক মাতাপিতা সেবা॥
তোহ্মা আজ্ঞা লঙ্ঘিলে জন্মএ মহা[২৪] পাপ।
ইহলোকে পরলোকে বিষম সন্তাপ॥
আদেশিলা জনকে বচন হিতকর।
বেদবাণি সমান জানিলুঁ তত্ত্বসার॥
কহ কহ পিতাবর নিজ মনে গুণি।
হিয়ার অন্তরে মোর কে দিল আগুনি॥
আপনি না বুঝি আহ্মি চরিত আপনা।[২৫]
নিশিদিন অনিবার মনের ভাবনা॥[২৬]
আকুল না হৈছ আহ্মি আপনা শ্রধাএ।
পরাধীন হৈলে কিছু নাহিক উপাএ॥

২১. বহুল-ক, খ। ২২. মহাসত্ব মতি তুমি-খ। ২৩. অতি পুজ্য পুণ্যোত্তম-পূঃ পাঃ, গ, ঘ। ২৪. অতি-ক, খ। ২৫. আপনা চরিত-গ। ২৬. কি কারণে নিশিদিশি অন্তরে তাপিত-গ।

হেন কোন অবোধ[২৭] আছএ ত্রিভুবনে।
আপনা জীবন-বৈরী হইল আপনে।।
ধৈরজ করিমু মন কি বুদ্ধি করিয়া।
আন জনে মোর মন লৈ গেছে[২৮] হরিয়া।।
কি দেখিলুঁ নয়ানে না পারি কহিবার।
প্রেম-শেল খাইলুঁ না পারি সহিবার।।
চিনিতে নারিলুঁ মুঞি কোন রূপ রঙ্গে।
লক্ষিতে নারিলুঁ অঙ্গ রঙ্গের তরঙ্গে।।
মনোহর মনোরম মোহন মুরতি।
অপরূপ অদ্ভুত নির্মল বিভূতি।।
প্রেম ধন দিয়া যদি কেহ মোরে কিনে।
দাস হৈয়া বিকাইতে শ্রধা হএ মনে।।
প্রেম ধন অতুল[২৯] রতন পরিপাটি।
কোন্ জন বেচএ কিনএ কোন্ হাটি।।
কোন্ জনে কিনিব কে জানে তার মূল।
ত্রিভুবনে নাহি তার পাও সমতুল।।
মোহিত হইলুঁ মুঞি মনে বিমর্ষিয়া।
প্রেম ধন কোথায় পাইমু উদ্দেশিয়া।।
সাগরেত ডুব দিলে তাহাক না পাই।
পর্বতে উঠিলে তার উদ্দেশ না পাই।।
পবনের রথে যদি করি আরোহন।
আকাশ উপরে গেলে না পাই দর্শন।।
পাত্তালেত পশিলে না পাই তার লাগ।
সেই সে পাইবে যার হএ শুভভাগ।।
মোহর কারণে পিতা না হৈঅ চিন্তিত।
কর্মের লিখন মোর জনম[৩০] দুঃখিত।।
জনম অবধি মোর নয়ান অন্ধল।
কবেহ অঞ্জন কৈলে না হএ উজ্জ্বল।।

২৭. অধম-পূঃ পাঃ। ২৮. প্রাণ মোর নিয়েছে-ক, খ। ২৯ অমূল্য-ক, খ, ঘ।
৩০ জীবন-গ।

কালনাগে দংশিলে নাহিক মন্ত্র শুদ্ধি।
প্রেমেতে মজিলে মন নাহি বল বুদ্ধি॥
অন্তরে জন্মিছে মোর বিষম বেদনা।
কেমনে ক্ষেমিব বোল দারুণ রোদনা॥
ও চান্দ মুখের মুঞি হাম বলিহার।
খণ্ডএ জনম দুঃখ দর্শনে যাহার॥
ইন্দ্রাসনে নাহি ফল যথা নাহি মিত।
জগত দুর্লভ ধন পরম পিরীত॥
হেন মিত্র যাহার হইব অদর্শন।
সে বড় নিলাজ অতি রাখএ জীবন॥
মোহর জীবন আর উহার পিরীতি।
জুড়িয়া রাখিমু মুঞি একই সঙ্গতি॥
তরুসনে যেন লতা রহএ জড়িয়া।
যাবৎ জীবন প্রেম না দিমু ছাড়িয়া॥
সহজে নিগম অতি পিরীতির পন্থ।
দুইভাব হইলে না পাএ তার অন্ত॥
একহি পরাণ হাম দোহানের তনু।
জীবনে মরণে এক লায়লী মজনু॥
এই মতে মজনু কহিলা দুঃখ বাণী।[৩১]
মাতাপিতা দোহানের দহিল পরাণি॥[৩২]
কান্দএ গলেত ধরি দুঃখিত আকুল।
বিনয় মধুর ভাষে বুঝাএ বহুল॥
জনক জননী বোল রক্ষা না পাইল।
যেহেন চালনি মধ্যে জল না রহিল॥
রোগী প্রতি যেন তিক্ত ঔষধের ভাএ।
ঘায়েত লবণ যেন সহন না যাএ॥
বচন রচন তারে না করিল গুণ।
একগুণ দুঃখ মাত্র হৈল শতগুণ॥

৩১. কথা-ক, খ। ৩২. জন্মিলেক ব্যথা-ক, খ।

বিরহ আনল তাপে হৈল বিকল।
মন দুঃখে গৃহবাসে তেজিল সকল ॥
নজদ গিরির নাম দেশের বাহির।
অতিশয় ঘোরতর গহন গম্ভীর ॥
বরাহ ভল্লুক[৩৩] আর কুরঙ্গ শার্দুল।
অতি ভয়ঙ্কর খগী গয়াল বহুল ॥
পশুপক্ষী ভরপুর তাহাত নিবাস।
মানবের গতাগত নাহিক প্রকাশ ॥
তথা গিয়া মজনু দুঃখিত কলেবর।
বনবাসী হৈয়া রহিলা একসর ॥
নিদ্রা নাহি নিশিতে কন্যার নাম জপে।
দিবসেত দহে প্রাণ দারুণ সন্তাপে ॥
নির্মল বদন তার হইল মলিন।
বলবুদ্ধি হারাইল[৩৪] তনু হৈল ক্ষীণ ॥
দিগম্বর আকার নয়ানে বহে ধার।[৩৫]
রহিল বিলোল[৩৬] হৈয়া গহন মাঝার ॥
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ঘন দুঃখিত দারুণ।
বোলন্ত বিনয় বাণী বচন করুণ ॥
হাহা মোর প্রাণেশ্বরী কুরঙ্গ নয়ানী।
তোহ্মার পিরীতি মোর বধিল পরাণি ॥
না জানি তোহ্মার সনে প্রেম বাড়াইলু।
অমৃত জানিয়া মুঞি গরল ভক্ষিলুঁ ॥
পাষাণ সমান মোর কঠিন হৃদএ।
পর্বত সমান মোর চিন্তা অতিশএ ॥
কর্মের লিখনে মোর এই দুঃখ ভোগ।
মরম অন্তরে মোর বিষম বিয়োগ ॥
গরল ভক্ষিমু কিবা পশিমু পাতাল।
এ ছার জীবন হন্তে মৃত্যু মোর ভাল ॥

৩৩. বরাথ বলৌকা-পুঃ পাঃ; বয়ার বালুক-ক, খ। ৩৪. বিশেষ প্রেমের তাপে-ক, খ।
৩৫. নীর বহে স্রোতধার-ক, খ। ৩৬. সমাধি-গ।

ধারা বহে পাষাণ দেখিয়া তান মুখ।
কহিতে তাহান[৩৭] দুঃখ বিদরএ বুক॥
রৌদ্রেত না দেখি ছায়া তাহান উপর।
মনস্তাপ-তপনে তাপিত কলেবর॥
বরিষাত না দেখিএ তান আচ্ছাদন।
অনুশোচ-জলধরে করএ রোদন॥
হিমকালে বস্ত্র বিনে কম্পিত অপার।
হাহাকার-ধূম্র হন্তে হৈল খোয়াকার॥
পশুপক্ষী বিষধর দ্বিপীন কুরঙ্গ।
চারিদিকে তাহান বঞ্চএ এক সঙ্গ॥
না বুঝএ নিশিদিশি কেমন সমএ।
না জানএ রবি শশী কোথাত উদএ॥
পঞ্চবৈরী বিনাশিয়া এক মন কাএ।
পরম সমাধি হৈয়া রহিল তথাএ॥
শয়ন ভোজন সুখ সকল হারাই।
লায়লীর রূপ মনে রহিল ধেয়াই॥
নয়ান শ্রবণ মুখ মুদিয়া সদাএ।
নিঃশ্বাস ধরিয়া রূপ মনেত ধেয়াএ॥
চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি।
লায়লীর রূপ নিরীক্ষএ অহর্নিশি॥
দোলন বোলন নাহি নীরস নয়ন।[৩৮]
উরু ভেদি তরু হৈল নাহিক চেতন॥
শরীর নগরে[৩৯] তান লাগিল ফাটক।
কাম ক্রোধ প্রবেশিতে হইল আটক॥
আসাউদ্দিন শাহা প্রেম-রস-নিধি।
উজির দৌলতে কহে পিরীতি অবধি॥

৩৭. দারুণ-খ। ৩৮. বয়ান-ক, খ। ৩৯. অন্তরে-ক, খ

।। মজনু-অঙ্গে সুনের গলার ডোর ও লায়লীর পদরেণু ।।

। খর্বছন্দ। রাগঃ বঙ্গ ভাটিয়াল ।

দারুণ জনক চিত্ত দহএ সঘন।
যাক তাক জিজ্ঞাসএ পুত্রের কথন ।।[1]
তথাত আছিল এক জ্ঞানবন্ত নর।
পরম ভাবক অতি গুণের সাগর ।।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা তাহান বিদিত।
কহিলা বৃত্তান্ত যথ পুত্রের চরিত ।।
গুণমন্ত জ্ঞানবন্ত[2] তুহ্মি ধর্মমতি।
নরগণ মধ্যে তুহ্মি মহত্তম অতি ।।[3]
পুত্র এক আছে মোর প্রাণ সমতুল।
লায়লীর প্রেমভাবে হইছে আকুল ।।[4]
উপদেশ কহ যেন না করে রোদন।
বিদার না করে যেন অঙ্গের বসন ।।
এথেক শুনিলা যদি প্রেমের নিদান।
উপদেশ কহিলেন্ত মহামতি স্থান ।।
নিবারিতে পার যদি মজনু রোদন।
লায়লীর পদরেণু আনিয়া যতন ।।
অঞ্জন করিয়া রাখ মজনু নয়ানে।
সে রেণু রাখিবা পুন করিয়া যতনে ।।
কি জানি নয়ান জলে রেণু ধুই যাএ।
এই ভয়ে রোদন তেজিব সর্বথাএ ।।

১. কারণ-ক, খ, গ। ২. কুলজ্ঞান-ক, খ। ৩. মহা অধিপতি-ক, খ; মতি-খ
৪. ব্যাকুল ক, খ।

অঙ্গের বসন যদি না হৈব বিদার।
বুদ্ধি এক[৫] এহার আছএ প্রতিকার॥[৬]
লায়লীর সুনের গলার এক ডোর।
মজনুর বসন সহিতে কর জোড়॥
বিদার করিতে বস্ত্র সে ডোর ছিণ্ডিব।
এহি ভয়ে বসন বিদার না করিব॥
এথেক শুনিয়া পিতা তুরিত গমনে।
পুত্রক খুঁজিতে গেলা নজদ গহনে॥
গহন বিপিন মাঝে তোকাই একান্ত।[৭]
পুত্রক পাইয়া পিতা হইলেক শান্ত॥[৮]
বলে ছলে প্রেমভাবে করুণা বচনে।
পুত্রক আনিলা ঘরে যতন রচনে॥[৯]
লায়লীর পদরেণু করিলা অঞ্জন।
ঠেকিলেন্ত মজনুর নয়ান রোদন॥
যদ্যপি নয়ান ধার স্থগিত রহিল।
নখাঘাতে আপনার হৃদয়[১০] বিদারিল॥
কান্দিবারে না রহিল আঁখির মিনতি।
বিদারিয়া হৃদয় শোণিত বহে অতি॥
লায়লীর সুনের গলের ডোর আনি।
মজনুর বসনে জুড়িলা হিত জানি॥
বিদার করিলা সব অঙ্গের বসন।[১১]
না ছিণ্ডিলা ডোর সব করিলা যতন॥
সেই ডোর জড়িল আপনা সর্ব অঙ্গে।
বনের অন্তরে যেন রহিলা কুরঙ্গে॥
যতন করিলা পিতা অনেক প্রকার।
কোন মতে না হৈল তাহান প্রতিকার॥

---

৫. উপদেশ-ক, খ। একান্ত-গ, ব। ৬. প্রকার-পূঃ পাঃ। ৭. চুড়ি একস্থান-ক, খ।
৮. পাইল গিয়া সজল নয়ন-ক, খ। ৯. কতুক যতনে-ক, খ। ১০. শরীর-খ।
১১ ভূষণ-পূঃ পাঃ, ব।

মধুর পিরীতি বাণী করুণা কাহিনী।
কহিলা অনেক রূপে জনক জননী ॥
গলে ধরি কান্দিয়া কহিলা বহুত্তর।
করে ধরি ভজিয়া কহিলা নিরন্তর ॥
না বুঝিলা যথেক জনকে বুঝাইলা।
না সুঝিলা[১২] যথেক জননী সুঝাইলা ॥
মনেত না ভাএ তান এ সব বচন।
শয়ন সময় যেন দেখএ স্বপন ॥
মন দিয়া শুন এবে কন্যার বিলাপ।
আন আন দোহানের বিরহ সন্তাপ ॥
আসাউদ্দিন শাহা প্রেমের নিধান।
উজির দৌলত কহে রসের বিধান ॥

১২. শুনিলা-ক, খ।

॥ লায়লীর বিরহ বিলাপ ॥

। চন্দ্রাবলী ছন্দ। রাগঃ সূহি ।

মালিকের পুরী কনক চৌআড়ি
রাজধানী সমসর।
বিবিধ মন্দির বিচিত্র প্রাচীর [১]
অপরূপ মনোহর॥
চৌদিকে পুষ্পিপত অতি সুললিত
জাতী যুথী বিকশিত।
মঞ্জরী মঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর
পিকরব সুললিত॥
সেই উপবনে সখীগণ সনে
বঞ্চএ লায়লী বালা।
কাম উতাপিনী নব বিয়োগিনী
অন্তরে দারুণ জ্বালা॥
যথ সহচরী পরম সুন্দরী
এহি নিধুবন মাঝ।
রত্ন আভরণ শোহন মোহন
ক্ষেণে তরঙ্গ বিরাজ॥
আকুলি বিকুলি দুখিনী রোহিণী
লায়লী বিরহ তাপী।
রঙ্গ কুতূহল জানএ বিফল
কান্ত নাম জপি জপি॥
কর্পূর তাম্বুল পরিমল ফুল
বিলাসএ যথ নারী।
বিরহিণী বর দহএ অন্তর
বহএ নয়ান বারি॥

---

১. পুরীর-ক, খ।

কেহ করে নৃত্য কেহ গায় গীত
কেহ বসি রঙ্গ চাএ।
লায়লী যুবতী বিষাদিত মতি
এক মনে নাহি ভাএ॥
কাহার সহিত নাহিক পীরিত
বোল নাহি কার সঙ্গ।
এক মন সনে জপে রাত্রি দিনে
অন্তরে কাম তরঙ্গ॥
নিজ মন খেদ করিতে নিবেদ
নাহিক ব্যথিত জন।
পবন সম্বোধি[২] বোলে হতবুদ্ধি
যথ দুঃখ নিবেদন॥
শুনহ পবন জগত জীবন
শুনিছি তোহ্মার নাম।
আহ্মি বিরহিণী মরম কাহিনী
কহিএ তোহ্মার ঠাম॥
তোহ্মা অবিদিত নাহিক কিঞ্চিত
যথা দেখ মোর সাক্ষি।
মোর মনোরথ নিবেদন যথ
জানাইবা তাহান ঠাক্ষি॥
যেদিন অবধি নাথ গুণ-নিধি
নাহি দেখি অভাগিনী।[৩]
জীবন যৌবন সব অকারণ
বিরহিণী তনু ক্ষীণি॥
এ নব[৪] যৌবন দগধে পরাণ
বিফল বালেমু আশে।
যদি সে কমল শিশিরে দহল
কি করিব মধুমাসে॥

২. সংবাদী-পুঃ পাঃ। ৩. বিচ্ছেদ হৈল না গুনি-ক, খ। ৪. নবীন-ক, খ।

কাহার হৃদএ শূলে হে বিন্ধএ
মোর বুকে পঞ্চবাণ।
সম্পদ গঞ্জিল আপদ আইল
হরিল সকল জ্ঞান॥

অধিক সাধিয়া ধর্ম আরাধিয়া
পাইলুঁ গুণের ধাম।
হাসিতে হারাইলুঁ আপনা খাইলুঁ
বিধি হৈল মোর বাম॥

দারুণ রোদন বিষম বেদন
নয়ান ভেল মলিন।
বিরহ সন্তাপ সঘন বিলাপ
তনু হৈল মোর ক্ষীণ॥

হারালুঁ দু'কূল হইলুঁ আকুল
না পাইলুঁ প্রভুরাজ।
কাহার স্মরণ লইমু এখন
ডুবিলুঁ সাগর মাঝ॥

মোর কর্মভোগ এ দুঃখ বিয়োগ
তাত নাহি মোর ধিক্।
তুহ্মি প্রাণেশ্বর দুঃখিত অন্তর
সেই সে দুঃখ অধিক॥

প্রভু মহাশয় দীন দয়াময়
সদাএ দুঃখিত মন।
মুঞি অভাগিনী জনম দুঃখিনী
বিফল রাখি জীবন॥

দিবস রজনী প্রভু শিরোমণি
নাহিক শয়ন সুখ।
কোন্ নিদারুণ বিধি নিকরুণ
সৃজিল এথেক দুখ॥

যখনে তখনে এই উঠে মনে
হাহা প্রভু শিরোমণি।
পুনি তোহ্মা সন না হৈল মিলন
মুঞি বড় অভাগিনী॥
এক কায় মনে তোহ্মার চরণে
না পারিলুঁ ভজিবার।
মোর সমসর জগত ভিতর
ভাগ্যহীন নাহি আর॥
এইরূপে ধনি বিলাপ কাহিনী
কহিল মারুত ঠাঁই।
কিবা নিজ মন নতুবা পবন
দোসর ব্যথিত নাই॥
চিন্তামণি সম মহন্ত উত্তম
আসাউদ্দিন শাহা।
উজির দৌলত ভাবত সতত
পুরিতে মনের চাহা॥

।। লায়লীর সঙ্গে মজনুর বিবাহ প্রস্তাব ।।

। রাগ ঃ গান্ধার (বিষাদ), কেদর, শ্রীরাগ ।

মজনু হইল যদি বিকল শরীর।
দারুণ জনক মনে জন্মিলেক পীড় ।।
ইষ্টমিত্র গণ সঙ্গে করিলা যুকতি।
কেমন উপাএ হৈব মজনু মুকতি ।।
আন মতে উপদেশ নাহি প্রতিকার।
লায়লী দর্শনে মাত্র হৈব নিস্তার ।।
বিবাহ মঙ্গল কার্য করহ রচন।
লায়লীর সঙ্গে হএ মজনুর মিলন ।।
এথেক জানিয়া পিতা নিজগণ সঙ্গে।
চলিলা মালিক ঘরে আনন্দিত রঙ্গে ।।
বারতা পাইলা যদি সুমতি সুজন।
আগুবাড়ি আসিয়া করিলা দরশন ।।
বিচিত্র মন্দিরে নিলা কুতুহল[১] মনে।
দিব্যাসনে[২] বসাইলা পরম যতনে ।।
অন্যে অন্যে দুইগণে শোভিত সদন।
বিবিধ বিধান রূপে করাইলা ভোজন ।।
আমীর সুমতি তার বিনয় বচনে।
কহিলা পিরীতি রূপে মালিকের স্থানে ।।
শুনহ সুমতি বড় গুণের নিধান।
নিবেদন করি আহ্মি কর অবধান ।।
পুত্র এক আছে মোর প্রাণের দোসর।
গুণের গরিমা অপরূপ মনোহর ।।
সমর্পিতে চাহি তারে তোহ্মার চরণ।
আছাদন কর যদি সকরুণা মন ।।

১. আনন্দিত-খ। ২. দিব্যস্থানে-ক, খ।

বিবাহ রচনা কর কন্যা দান দিয়া।
রহিবে তোহ্মার যশ ভুবন ভরিয়া ।।
এই শুভ কর্ম যদি করহ রচন।
বহু মূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন ।।
প্রদীপ সমান দাস রুমী একশত।
শতেক হাবসী দিমু যেন প্রতিপদ ।।
দুইশত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ।
পঞ্চশত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাতঙ্গ ।।
আহ্মাকে জানিবা যেন নিজ পরিজন।
করিমু অনেক সেবা যাবত জীবন ।।
পুত্রদান দিয়া মোর রাখহ পরাণ।
এ দুঃখ সাগর হন্তে কর পরিত্রাণ ।।
মালিকে শুনিল যদি এসব কাহিনী।[৩]
হাসিতে হাসিতে দিলা পদুত্তর বাণী ।।[৪]
শুনহ আমীর বর বচন উচিত।
উচিত বচনে মাত্র না হইও দুঃখিত ।।
তোহ্মার বালকবর হৈয়াছে পাগল।
বুদ্ধি সুদ্ধি নাহি তার সদাএ বিকল ।।
নগরের শিশুগণে মারিয়া ফিরাএ।[৫]
লাজ মান হারাইয়া বনেতে বঞ্চএ ।।[৬]
কলঙ্ক ভরিছে তার আরব নগর।
দিগম্বর আকারে রোদএ নিরন্তর ।।
একত্তিল যে জন বঞ্চএ তার পাশ।
লাজমান মহত্ত্ব সকল হএ নাশ ।।
যার রূপ দরশিতে ভয় উপজএ।
যার তনু পরশিতে হৃদয় কম্পএ ।।
তার সনে কিরূপে আনের হৈব মেল।
গোরস সহিতে যেন না মিলএ তেল ।।

৩. বচন-গ। ৪. পদুত্তর দিলা তত্তৈক্ষণ-গ। ৫. মারিতে ফিরএ-পুঃ পাঃ; খেদাএ-গ।
৬. রহএ-ক, খ; বেড়াএ-গ।

পণ্ডিত জনের সঙ্গে শোভএ বিবাদ।
মূর্খের সহিত খেল বিষম[৭] প্রমাদ॥
যদ্যপি কনক অসি দেখিতে সুরঙ্গ।
কোথাত কাটিছে কেবা আপনার অঙ্গ॥
আমীরে এথেক শুনি বুলিল বচন।
কভুহ পাগল নহে মোহর নন্দন॥
সুজনের প্রেমভাবে হইছে মোহিত।
এহিসে কারণে হৈছে আকুল চরিত॥
ভাবিনীর দরশনে ভাবক হৈব স্থির।
শান্ত হৈব হুতাশন যদি পাএ নীর॥
পুত্রক আনিব আহ্মি তোহ্মার গোচর।
যদি দেখ পাগল করিও দূরান্তর॥
এ বুলিয়া মজনুকে আনিতে চলিলা।
নজদ গহনে গিয়া ঢুরিয়া[৮] পাইলা॥
বিশেষ প্রকার করি অনেক যতনে।
পুত্রক আনিলা পিতা আপন ভবনে॥
খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা।
স্নান করাইয়া ভাল বস্ত্র পরাইলা॥
যতনে আনিলা তবে মালিক গোচর।
সভামধ্যে বসাইলা গৌরব অন্তর॥
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র যেন বদন নির্মল।
বসিলেন্ত সমাজেত অধিক উজ্জ্বল॥
অষ্ট অঙ্গ সুলক্ষণ ভুবন মোহন।
অপরূপ রূপ-নিধি নয়ান শোহন॥
একদিষ্টি হৈয়া সব লোক নিরীক্ষএ।
কুমারীর যোগ্য এই কুমার নিশ্চএ॥
হেনকালে সুন এক বিচিত্র শরীর।
লায়লীর পুরী হন্তে হইল বাহির॥

৭. খেলিতে-গ। ৮. মধ্যে তোকাই-গ।

মজনু দেখিয়া তারে প্রেমের বিভোলে।
শীঘ্রগতি ধাইয়া ধরিলা সুন গলে॥

পরম ভকতিরূপে প্রেমের তাড়না।
চুম্বএ সুনের পদে পাসরি আপনা॥

কান্দএ উঞ্চল রোলে দীর্ঘল নিঃশ্বাসে।
অস্তুত করএ অতি সকরুণা ভাষে॥

শাস্ত্র মধ্যে দশগুণ তোহ্মার বাখান।
ভাবকজনের সব নিয়ম প্রধান॥

প্রথমে নাহিক মান লোকের বিদিত।
দ্বিতীএ নাহিক ধন সম্পদ সঞ্চিত॥

তৃতীএ শয়ন শয্যা মৃত্তিকা মণ্ডল।
চতুর্থে উদর নিত্য ক্ষুধাএ বিকল॥
পঞ্চমে অনেক যদি করএ প্রহার।[৯]
কদাচিত না তেজঅ ঈশ্বরের দ্বার॥
ষষ্টমে ঈশ্বর আদি নিজগণ রক্ষা।
ঘাত্ত কর ঈশ্বরের যথেক বিপক্ষা॥
সপ্তমে তোহ্মার গুণ বিদিত্ত ভুবন।
ঈশ্বরের নিদ্রাকালে না কর শয়ন॥
অষ্টমে তোহ্মার গুণ সদাএ নীরব।[১০]
নবমেত অল্প ভক্ষ্য অনেক উচ্ছব॥[১১]
দশমে হইলে মৃত্যু নাহিক দায়ক।
বিদ্যা[১২] সিদ্ধ মহা দশ গুণের নায়ক॥
তোহ্মার পরে মুঞি যাম বলিহার।[১৩]
এহি পদে পরশিছ লায়লীর দ্বার॥[১৪]
পরশিতে সেই দ্বার[১৫] মোর ভাগ্য নাই।
পরশিতে সেই পদ উদ্দেশ[১৬] না পাই॥

৯. এর-ক, খ। ১০. নিভর-পুঃ পাঃ। ১১. উদ্ধর-পুঃ পাঃ। ১২. বৃক-পুঃ পাঃ। ১৩. বলিহরি-ক, খ। ১৪. দ্বারি-ক; পুরি-খ। ১৫. পুরী-খ। ১৬. প্রকার-গ।

প্রেমভাবে বিকলিত দারুণ মজনু।
নয়ানেত লাগাএ সুনের পদ রেণু॥
এথ দেখি মালিকে নয়ান বিদ্যমান।
হাসিয়া বোলন্ত তবে আমীরের স্থান॥
যদি সে তোহ্মার পুত্র হইত পণ্ডিত।
হেন মত না করিত সুনের সহিত॥
এমত মজনু সনে অযোগ্যতা কাজ।
কলঙ্ক ভরিব মোর আরব সমাজ॥
যে জন পণ্ডিত হএ বুদ্ধির আগল।
নির্বিষের ভরসাএ না খাএ গরল॥
মোর প্রতি আছে যদি গৌরব তোহ্মার।
না বুলিবা এসব বচন পুনর্বার॥
আমীর শুনিয়া হৈলা লজ্জাএ অস্থির।
পলটি আইলা তবে আপনা মন্দির॥
আসাউদ্দীন শাহা নির্মল উজ্জ্বল।
উজির দৌলতে কহে ভাবেত বিকল॥

॥ বিরহী মজনু ॥

। রাগঃ আসোয়ারী ।

পরম ভাবক বর মজনু সুজন ।
প্রেমের সাগর মধ্যে ডুবাইলা মন ॥
পরম ঈশ্বর ভাবে পাগল হইল ।
অমৃত মথনে যেন বিষ উপজিল ॥
সংসারের মায়া মোহ অকারণ জানি ।
প্রেমরস ডোর দিয়া বান্ধিলা পরাণি ॥
না বুঝিয়া লোক সবে বোলন্ত পাগল ।
পাগল না হএ অতি গুণের আগল ॥
কহিতে অকথ্য কথা শুনিতে অশক্য ।
দেখিতে অদেখ যথ লক্ষিতে অলক্ষ্য ॥
মধু কটু রস যেন ভক্ষিলে সে জানে ।
পটেত[১] লিখিয়া রস বুঝাইব কোনে ॥
শৃঙ্গারের রস যেন নপুংসক ঠাঁই ।
কদাচিত না বুঝিব কহিলে বুঝাই ॥
তেহেন প্রেমের রস যে করএ পান ।
সেই সে বুঝএ[২] তার বিষম সন্ধান ॥
উদ্দেশিতে দিশ নাহি দশদিশ ঘোর ।
স্থল নাহি স্থিতি নাহি নাহি অন্ত ওর ॥
প্রেম পন্থ দুর্গম কণ্টক বহুতর ।
দুরান্তর দুরন্ত সে ঘোর ভয়ঙ্কর ॥[৩]
যাবত মেহেন্দি সম পিষণ না যাএ ।
কদাচিত লাগিতে না পারে রাঙ্গা পাএ ॥
যদি হএ কাঙ্কই করাত লই চিড়ে ।[৪]
তবে সে উত্তম কেশ ছুঁইবারে[৫] পারে ॥

১. পাঠেত-পূঃ পাঃ । ২. জানএ-ক, খ । ৩. দূরান্তর নিকট নিকট ঘোরতর-পূঃ পাঃ ।
৪. যদি হিয়া কাঁকই করাতে নাহি চিরে-ক, খ ; করেত লই শিরে-পূঃ পাঃ ।
৫. হুবাইরে-পূঃ পাঃ ।

ভস্ম হৈল মজনু[৬] প্রেমের হুতাশনে।
পতঙ্গ দহিল যেন দীপ দরশনে॥
বিরহ আনলে ভস্ম করিল তাহানে।
ভ্রমএ ভ্রমর হৈয়া প্রেমের উদ্যানে॥
বিদরিল হিয়া যেন ডালিম্ব সুপাক।
প্রেম-জালে বন্দী হৈল ঠেকিল বিপাক॥
প্রেম-রস পান করি হইল মাতল।
রবি তাপে রেণু যেন হইল তাতল॥
চরণে ফুটিল ক্লেশ-কণ্টক বিশেষ।
শির ভেদি বিকশিল লোকে বলে কেশ॥
সহজে বদন তান কনক দরপণ।
রেণুএ মণ্ডিত হৈল উজ্জ্বল কারণ॥
বিরহ-আনল তাপে দহিল শরীর।
নিবারিতে আনল নয়ানে বহে নীর॥
নিবারিতে না পারএ মনের হুতাশ।
কুঠি অভ্যন্তরে[৭] যেন দহএ কাপাস॥
কহিতে মরম ব্যথা নাহিক ব্যথিত।
রহিতে নাহিক স্থল নিলক্ষ্য দুঃখিত॥
সহজে পাগল নাথ উতাপিত মন।
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কান্দে না চিনে আপন॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে ক্ষেণে পারে লড়।
ক্ষেণে খাএ পাছার ভূমিতে গুরুতর॥[৮]
ভাঙ্গিয়া সম্পদ-গৃহ করিলা উজার।
বিপদ-মন্দিরে গিয়া হইলা সঞ্চার॥
অধিকারী হইলেন্ত কলঙ্ক-নগরে।
ধরিলা দুঃখের ছত্র শিরের উপরে॥
মনের মানুষ যদি না পাইলা খোঁজ।
তেজিলা শিরের পাগ জানি অতি বোঝ॥[৯]

৬. ভাসাইলা মন-ক, খ। ৭. কুটীর অন্তরে-ক, খ। ৮. যে ভূমির উপর-ক, খ; ভূমিতে পাড়ে গড়-গ, ঙ। ৯. রোজ-পুঃ পাঃ; বুজ-ক.খ; ভোজ-খ।

বিনি পাদুকাএ যদি পারি চলিবার।
বৃথা কেন চরণে লইব এথ ভার॥
বসন ভূষণ তেজি দিগম্বর বেশ।
ভ্রমএ বজদ বনে দুঃখিত বিশেষ॥
প্রেমের কারণে এথ ঠেকিল প্রমাদ।
বনবাসী আত্মনাশী উন্মত্ত উন্মাদ॥
প্রাণের পরাণি বিনে দগধে পরাণ।
হৃদয় শোণিত বিনে নাহি জল পান॥
মনের আনল বিনে নাহিক ভোজন।
নয়ান শয়ন[১০] তান হইল স্বপন॥
মনেত না ভাএ তান জনক-জননী।
সকল কুটুম্ব মাত্র লায়লী কামিনী॥
কলি কালে মানবী হইল সত্য-ভঙ্গ।
তেকারণে তেজিলা মানবীগণ সঙ্গ॥
বসতি করিলা গিয়া ঘোর বনমাঝ।
পশুপক্ষীগণ সঙ্গে করিলা সমাজ॥
তপোবনে তাপসী জপএ প্রভু নাম।
মায়া জাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম॥
মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী।
পরম জ্ঞানের নিধি প্রেমরস ভোগী॥
নয়ান-চকোর রোজা ভঙ্গ না করএ।
যাবতে বদন-ইন্দু উদিত না হএ॥
অহর্নিশি অবিরত দুই ভুরু-মাঝ।
মনোরম মসজিদে করএ নামাজ॥
অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ নীরব।
ভব মধ্যে অভব ভাবেত মনোভব॥
পরম সমাধিবর দেখিয়া মদন।
পূর্বের দহন ভএ লইলা শরণ॥

১০. সমন-ক, খ।

ধুইলা নয়ান[১১] পাপ নয়ানের জলে।
দহিল মনের তাপ মনের আনলে॥[১২]
দশ দ্বার[১৩] মুদিলেন্ত না রাখিলা বাট।
পঞ্চশব্দ বাজএ নটকে করে নাট॥
নিজ প্রিয়া সহিতে[১৪] বসিয়া সিংহাসনে।
বিরলে কৌতুক করে না দেখাএ আনে॥[১৫]
বেকতে অনেক দূর গোপতে নিকট।
ভাবিলে[১৬] না পাএ ওর ভ্রমিতে সঙ্কট॥
কহিতে নির্গুণ গুণ নাহি অন্ত ওর।
কথেক কহিতে পারি হীনমতি মোর॥
ধর্মবন্ত পুরুষ কামিনী সত্যবতী।[১৭]
দোহান প্রসাদে মোর হোক শুভগতি॥[১৮]
আসাউদ্দিন শাহা মহৎ উত্তম।
উজির দৌলতে কহে সুধারস সম॥

১১. অঙ্গের-গ। ১২. মনের পাপ চিত্তের আনলে-গ। ১৩. দিশ-পূঃ পাঃ, ক, খ।
১৪. গৃহ সেবিতে-ক, খ। ১৫. দেখে নয়ানে-ক, খ, আ। ১৬. ভাবিতে-ক, খ।
১৭. শুদ্ধমতি-ক, খ। ১৮. স্বর্গগতি-আ.।

।। যোগীর নিকট মজনুর সঙ্কল্প জ্ঞাপন ।।

। রাগ : শ্রী বড়ারি ।

মজনু হইল যদি বিষম তাপিত।
বিশেষ বিরহ দুঃখে হইলা দুঃখিত ।।
দারুণ জনকবর আকুল হৃদএ।
ইষ্টমিত্রগণ সঙ্গে যুকতি করএ ।।
নজদ বনেত আছে এক যোগীবর।
ধর্মবন্ত মহামতি গুণের সাগর ।।
জ্ঞানবন্ত কলেবর ভুবন বিখ্যাত।
ভুত ভবিষ্যৎ আদি তাহান সাক্ষাৎ ।।
ক্ষণেক গৌরব দৃষ্টি যাহাকে হেরএ।
জনম অবধি দুঃখ তাহান হরএ ।।
অশেষ মহিমা তান কহন না যাএ।
কল্পতরু সমতুল মানস পূরাএ ।।
তাহান শরণ গতি[1] অভয়া প্রসাদ।
অখণ্ড প্রতাপে তান খণ্ডএ প্রমাদ ।।
মজনুকে লই যাএ তাহান আলএ।
আপদ বিপদ যথ খণ্ডিব নিশ্চএ ।।
খণ্ডিব উন্মাদ মতি জন্মিবেক জ্ঞান।
শুভগতি লভিব অশুভ পরিত্রাণ ।।[2]
এথেক যুকতি যদি করিলেন্ত সার।
মজনু উদ্দেশে গেলা গহন মাঝার ।।
দ্বিপীনের ভয় নাহি বিপিনে ভ্রমএ।
হাহা পুত্রধন বলি সঘনে রোদএ ।।

১. পুনি-খ ; অতি-ক। ২. অন্তদে পরিত্রাণ-ক, খ।

এক একে শাখা আদি পন্থ[৩] বিচারিলা।
কোন ঠাঁই পুত্রের উদ্দেশ না পাইলা॥
ভূমিতে লুটাএ ক্ষেণে হারাইয়া জ্ঞান।[৪]
ক্ষেণেক উঠিয়া ধাএ পুত্রের কারণ॥
চৌদিকে ভ্রমএ পিতা হই অতি ভোর।
কুরঙ্গ ভ্রমএ যেন হারাইয়া জোড়॥
অনেক প্রকারে যদি করিলা বিচার।
সাক্ষাতে দেখিলা এক মনুষ্য আকার॥
দেখিতে মনুষ্যমাত্র নাহিক রূপ রঙ্গ।
দুর্বল কুবল অতি ক্ষীণ তার অঙ্গ॥
জানুর[৫] উপরে শির নাহিক চেতন।
চিন্তার সাগর মধ্যে ডুবাইছে মন॥
বহএ গৈরিক হৈয়া নয়ানের জল।
নিঃশ্বাসের তাপে হৈল পাষাণ তাতল॥
ব্যাঘ্র মৃগ[৬] ভালুক যথ বনচর।
একত্রে করএ কেলি তাহান গোচর॥
তরুসব[৭] লতাএ জড়িত সুরচিত।
পক্ষীগণ তাহাতে রবএ সুললিত॥
মজনু আছএ তথা একসর বসি।
না জানএ কোথাত উগএ রবি শশী॥
পুত্রক দেখিয়া হৈল জনক আকুল।
মরম অন্তরে দুঃখ জন্মিল বহুল॥
ধাইয়া ধরিল গলে তাপিত অন্তর।
সজল হইল মতি[৮] নয়ান কাতর॥
নিকটে বসিয়া পিতা করএ রোদন।
কহএ করুণা ভাষে পিরীতি বচন॥
শুন পুত্র প্রাণধন বচন বিনয়।
কি শোকে হইছ তুহ্মি আকুল হৃদয়॥

৩. একে সপ্ত আদি করি পুত্র-ক, খ। ৪. হারাই আপন-পুঃ পাঃ। ৫. জঙ্ঘের-পুঃ পাঃ।
৬. সিংহ-ক, খ। ৭. তরু সম-ষা। ৮. আঁখি-খ ; অতি-গ।

মলিন বদন কেন নয়ান সজল।
কেমন দারুণ দুঃখে হইছ বিকল॥
এক মন শতদুঃখ কেমনে সহিবে।
একতনু শতবার কেমনে[৯] দহিবে॥
প্রাণ শেষ হৈল দুঃখের নাহি অন্ত।
চলিতে নাহিক বল দুরান্তের পন্থ॥
চৈতন্য লভিয়া নিজ চিত্ত স্থির[১০] করি।
চিন্তহ আপনা হিত চিন্তা পরিহরি॥
বৃথা কেন একসর এ ঘোর কাননে।
আহ্মা প্রতি নিদারুণ কিসের কারণে॥
ইষ্টের জীবন তুহ্মি মিত্রের পরাণ।
মাতাপিতা প্রতি[১১] নাহি তুহ্মি বিনে আন॥
এ সকল তেজিলা কি শোকে একদাএ।[১২]
কোন্ দোষে নিদারুণ হইলা আহ্মাএ॥
বারেক গমন যদি কর নিজ দেশ।
তোহ্মার বদন হেরি দুঃখ হৈব শেষ॥
এথেক শুনিলা যদি প্রেমের উদাস।
পিতার চরণ ধরি ছাড়িলা নিঃশ্বাস॥
শুনহ জনক মোর নিবেদন সার।
সহস্র প্রণাম মোর চরণে তোহ্মার॥
এ ঘোর গহনে তুহ্মি উতাপিত হৈয়া।
মুঞি ভাগ্যহীন লাগি আসিছ হাঁটিয়া॥
পন্থগত পরিশ্রম পাইছ অপার।
পদযুগ কমলে মাগম পরিহার॥
তুহ্মি সে মোহর গতি মনের আরতি।
এহলোকে পরলোকে পরম সারথি॥
লোম প্রতি শত মুখ যদি হএ মোর।
কহিতে তোহ্মার গুণ নাহি অন্ত ওর॥

৯. কথেক-আ। ১০. শান্ত-ক, খ। ১১. প্রীতি-পুঃ পাঃ। ১২. অতি দাএ-ক, খ।

মনের বেদনা মোর জানএ মরমে।
না বুঝিয়া দিলে দোষ ঠেকিবা ধরমে।।
যদি প্রেম ফান্দে তুহ্মি হৈতা মন-বন্ধ।[১৩]
তবে সে বুঝিতে তুহ্মি মোর মন ধন্ধ।।[১৪]
যদি সে জানিতা তুহ্মি বিরহ-বেদনা।
হেন মতে না করিতে মোহরে গঞ্জনা।।
পতঙ্গ পড়িল যদি আনল মাঝার।
আনলে দহিব হেন শঙ্কা নাহি তার।।
মরমে ডংশিল মোরে বিরহ-ভুজঙ্গ।
অতিবিষে নির্বিষ হইল মোর অঙ্গ।।
প্রেমের দুঃসহ দুঃখ অধিক দুষ্কর।
সহিতে সহিতে হৈল সুখ সমসর।।
অনেক প্রকার পিতা করিলা রচন।
মিটাইতে নারিলা মোর কর্মের লিখন।।
যার যেই নিবন্ধ কবেহ নহে দূর।
শত ধৌতে[১৫] শ্বেত নহে শ্যামল চিকুর।।
গুণের সাগর তুহ্মি জনক দয়াল।
ক্ষমা কর পুনি মোরে না কর জঞ্জাল।।
মজনু বিনয় বাণী কহিলা অনেক।
দারুণ জনক মনে না মানিল এক।।
না খাএ ঔষধ তিক্ত যেন রোগীগণে।
যত্ন[১৬] করি বৈদ্যগণে খাবাএ যতনে।।
বলে ছলে পিতাবরে তনয় সম্পদ।
লই গেলা মুনি পাশে তরাতে আপদ।।
পুত্রক কহিলা পিতা এক মুনিবর।
অতিশয় ধার্মিক সকল দুঃখ-হর।।
ভুবন বিখ্যাত গুরু দুঃখিত রঞ্জিত।
জগতের কল্পতরু মানস পূরিত।।[১৭]

১৩. বন্দী হৈত তোমার মন-গ। ১৪. জানিতে মোর মনের তাড়ন-গ। ১৫. ধোপে-আ।
১৬. হেন-পুঃ পাঃ। ১৭. বিভা বিরাজিত-আ।

তাহান চরণে তুহ্মি ভজহ শরণ।
বর মাগ যথ দুঃখ হইব মোচন॥
মজনু কহিলা মোরে সৌভাগ্য উদয়।
মানস পূরিতে বর মাগিমু নিশ্চয়॥
বিনয় প্রণয়[১৮] রূপে মজনু অনাথ।
দণ্ডবৎ হৈলা তবে মুনির সাক্ষাৎ॥
সপ্তবার প্রদক্ষিণ হৈলা উতাপিত।
পুনি পুনি দণ্ডবৎ ভূমিত লুলিত॥
কায়মনে সকরুণা সবিনয় ভাষে।
করজোড়ে অস্তুত করএ মুনি পাশে॥
তুহ্মি দেব ধর্মশীল গুণনিধি গুরু।
সর্ব দুঃখ নিবারণ যেন কল্পতরু॥
তুহ্মি সিদ্ধ কলেবর জ্ঞানের গরিমা।
কি কহিমু মুঞি পাপী তোহ্মার মহিমা॥
প্রাণনাথ-ভাব হন্তে হইতে বিমন।
উপদেশ বোলএ যথেক নরগণ॥
অসার সংসার মধ্যে ভাবমাত্র সার।
ভাব বিনে ভাবকের গতি নাহি আর॥
ভাবেত জনম[১৯] হৈছে এ তিন ভুবন।
ভাবহীন জনের জীবন[২০] অকারণ॥
এ হেন দুর্লভ ভাব অমূল্য রতন।
কোন মতে চিত্ত হন্তে করিমু খণ্ডন॥
মাতাপিতা ইষ্টগণ[২১] নাহি মোর দাএ।
জীবন সম্পদ সুখ মনেত না ভাএ॥[২২]
এহি বর মাগি মাত্র চরণ কমলে।
সদাএ দহিতে তনু বিরহ আনলে॥
নরগণ আছে যথ জগত ভিতর।
দুঃখিত না হোক কেহ মোর সমসর॥

১৮. অনেক বিনয়-গ ; বিনয় বিরূপ-ক, খ। ১৯. গিজন-গ। ২০. জনম-ক, খ।
২১. ইষ্টমিত্র-ক, খ। ২২. মনে নাহি ভাএ-ক, খ।

।। ইব্‌নসালাম-পুত্রের সঙ্গে লায়লীর বিবাহ ।।

। যমক ছন্দ। রাগ ঃ শ্রীগান্ধার।

দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন চন্দ্রকলা।
পদ্ম যেন বিকশিলা অধিক উজ্জলা ।।
লভিল যৌবন বালা ত্রিলোক মোহিনী।
সুরঙ্গ অধর ধনি কুরঙ্গ নয়নী ।।
খঞ্জন গঞ্জন রামা গমন সুটান।
ভুরুযুগ কামধনু কটাক্ষ সন্ধান ।।
চাচর চামর জিনি মনোহর কেশ।
জাতিএ পদ্মিনী বালা অধিক সুবেশ ।।
দেশ ভরি হৈল তান রূপের কাহিনী।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা চন্দ্রের রোহিণী ।।
সর্বলোকে প্রশংসএ ধন্য রূপবতী।
না জানি কাহার ঘটে এহেন যুবতী ।।
জীবন যৌবন তাক বর্জিত চাতুরী।[১]
খঞ্জন-গমনী হৈল বিরহে আতুরী ।।
দারুণ বিরহ রাহু বিষম প্রভীন।
মুখশশী গরাসিয়া করিল মলিন ।।
বিরহ শিশির হৈল অধিক প্রবল।
নয়ান-কমল তেজ[২] হরিল সকল ।।
রূপের মহিমা তান আছিল যথেক।
নিদারুণ বিরহ হরিল[৩] একে এক ।।
পুরীত রহিল ধনি কাম-বাণে দহে।
মজনু সহিতে তান বিভা নাহি হএ ।।
ইবনসালাম[৪] নামে গুণের নিধান।
আরব দেশেতে বৈসে[৫] মহত প্রধান ।।

১. জীবন কিসের ধনি বর্জিত চাতুরী-গ। ২. জোতে-গ। ৩. খণ্ডিল-পুঃ পাঃ।
৪. ইবনছ-পুঃ পাঃ। ৫. অতি-পুঃ পাঃ ; ক, খ।

তাহান তনয়বর অতি সুচরিত।
রূপে গুণে বিশারদ শাস্ত্রেত পণ্ডিত ॥[৬]
কুমারীর রূপ-গুণ শুনিয়া অনেক।
হৃদয়ে জন্মিল তার মদন বিবেক॥
বিষম পিরীতি ফান্দে বন্দী হৈল মন।
তেজিল হাস্য[৭] রঙ্গ শয়ন ভোজন॥
দারুণ প্রেমের বাণ পশিল হৃদএ।
কুমারী দর্শন মাত্র সতত চিন্তএ॥
বুদ্ধি সুদ্ধি হারাইল নাহিক চেতন।
লায়লী লায়লী করি রোদএ সঘন॥[৮]
পুত্রের চরিত্র যদি দেখিলা জনক।
জানিলা লায়লী প্রতি হইছে ভাবক॥
ইষ্টগণ বোলাইয়া তুরিতে আনিলা।
লায়লী মিলন হেতু উপায় চিন্তিলা॥
বিশেষ তুরঙ্গ সব করিলা সাজন।
বিবিধ প্রকার বাদ্য অনেক বাজন॥
ষোলরস সঙ্গে করি রঙ্গ[৯] কুতুহলে।
চলিলা মালিক ঘরে আনন্দ মঙ্গলে॥
দর্শন করিলা গিয়া সুমতি সহিত।
একস্থানে বসিলেন্ত দোঁহা আনন্দিত॥[১০]
ইবনসালাম তবে[১১] মধুর বচনে।
কহিলা সুমতি তরে[১২] পিরীতি রচনে॥
মহিমা সাগর তুহ্মি ধর্ম কলেবর।
এক নিবেদন করি তোহ্মার গোচর॥
যদি আজ্ঞা কর তুহ্মি করুণা হৃদএ।
তোহ্মা পদে সমর্পিতে আপনা তনএ॥

৬. কতুক-গ, অ। ৭. লায়লীর প্রেমেত মজিল তান চিত-গ, আ। ৮. অনুক্ষণ-খ। ৯. উপাধিক দ্রব্য সঙ্গে মন-গ, আ। ১০, হরষিত-গ। ১১. ইবনছ মহাশয়-পুঃ পাঃ; ক, খ। ১২. আগে-আ।

মোর পুত্র[১৩] জানিবা তোহ্মার পরিজন।[১৪]
গৌরব রাখিয়া মনে করিবা পালন॥[১৫]
এথ শুনি সুমতি বুলিলা পদুত্তর।
শুভ কর্ম পরিমাণ রচহ সত্বর॥
বিবাহ মঙ্গল কার্য রচিত্ত সুসার।
ইষ্টগণ আনন্দিত[১৬] হরিষ অপার॥
বিচার করিল শাস্ত্র পণ্ডিত সকলে।
শুভক্ষণে লগন করিলা কুতুহলে॥
মারোয়া সাজন হৈল বিচিত্র সুগঠ।[১৭]
স্থাপিল রসাল-পত্র সুবর্ণের ঘট॥
উচ্চরব দামা সব গর্জিত আকাশ।[১৮]
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস॥[১৯]
শানাই বিগুল বাজে বিউর কন্নাল।
অনেক মধুর বাদ্য বাজএ বিশাল॥
অবলা সুন্দরীগণ সুবেশ উত্তম।
কৌতুকে করএ নাট অতি মনোরম॥
নানা রঙ্গে শুভ যন্ত্র শুনিতে মধুর।[২০]
নানা রঙ্গ কুতুহলে দেখিএ প্রচুর॥[২১]
লায়লী দেখিলা যদি এমত চরিত।
বিশেষ দারুণ[২২] দুঃখে হইলা দুঃখিত॥
কদাচিত যদি মোর সংহারে পরাণ।
এক প্রাণনাথ বিনে না করিমু[২৩] আন॥
একনারী দুই পতি নাহিক সুগতি।[২৪]
একদেশে দুই নৃপ কোথাত বসতি॥

১৩. তনএ-গ। ১৪. নন্দন-গ, আ। ১৫. কন্যাদান দিয়া তাকে রাখ আচ্ছাদন-গ, আ। ১৬. মাতাপিতা ইষ্টগণ গ, আ। ১৭. সাজাইল মোহন মারোয়া সুঘট-গ, আ। ১৮. নাকাড়া দামামা বাজে সুললিত রব-গ, আ। ১৯. নানা বাদ্য বাজএ মধুর মনোভব-গ। ২০. ক্ষণে বাজে ঢোল আর ঢাক-আ; নাকাড়া দুন্দুভি বাজে বাজে ঢোল ঢাক-গ। ২১. ক্ষণে বাজে কবিলাস রবাব পিনাক-আ, গ। ২২. করুণ-পূঃ পাঃ। ২৩. ভাবিমু-আ। ২৪. উচিত না হএ-ঘ।

মজনু মোহর পতি প্রাণের দুর্লভ।[২৫]
তান প্রেমে রোগ মোর পরম উচ্ছব॥[২৬]
কবেহ আনের সঙ্গে নাহি মোর ভাল।[২৭]
আনলে তুলাএ মেলা সহজে জঞ্জাল॥
বিলাপ করিয়া কন্যা কান্দএ[২৮] বিশেষ।
আউল করএ কেশ বাউলের বেশ॥
এথ দেখি 'সহচরীগণ বিষাদিত।
কন্যার জননী তরে জানাএ তুরিত॥
জননী শুনিয়া হৈলা আকুল হৃদএ।
কান্দিয়া আইলা তবে কন্যার আলয়॥
কন্যাক বুঝাএ মাতা বচন পিরীত।
অবেভার কর্ম তব না হএ উচিত॥
কুলের কলঙ্ক পুনি আপনার লাজ।
কদাচিত ভাল নহে হেনমত[২৯] কাজ॥
সংসারের কর্ম[৩০] এহি বিবাহ রচন।
সহজে দুহিতাবর না হৈঅ বিমন॥
যদি সে না মান তুহ্মি এই হিত বাণী।
দেশ ভরি হইবেক অযশ কাহিনী॥
ইষ্টগণে[৩১] তোহ্মাকে হইবে অসন্তোষ।
একদাএ[৩২] গুণ নাহি[৩৩] সর্বথাএ দোষ॥
এথ শুনি লায়লী হইলা উত্তাপিত।[৩৪]
জননীক বুলিলা বচন বিষাদিত॥[৩৫]
কহ মাতা সত্য করি এতিন ভুবন।
বিনি দোষে বসতি করএ কোন্ জন॥

২৫. মজনুর দুঃখ মোর পরম উৎসব-পূঃ পাঃ; ক, খ। ২৬. বিরহ না হএ মোর জীবন দুর্লভ-পূঃ পাঃ। ২৭. অন্য সনে মোর বসতি নাহি কোন ভাল-গ, আ। ২৮. সখ্য ভাবিয়া কন্যা বিলাপে-গ। ২৯. আপ-আ। ৩০. ধর্ম-গ, আ। ৩১. মিত্র-আ। ৩২. কদাচিত-আ। ৩৩. ভাল নহে-গ। ৩৪. উত্তাপিনী-গ, আ। ৩৫. কহিলা মায়ের আগে বিষাদিত বাণী-গ, আ।

মনের মানস মোর সেই মাত্র সার।
দোষ গুণ লাজ মান কি মোর বিচার॥
বনের আনল সব দেখএ নিশ্চএ।
মনের আনল মাত্র কেহ না দেখএ॥
মনের বেদনা অতি[৩৬] সহিতে না পারি।
ইষ্ট-মিত্রে নাহি কার্য বিনে ধন্বন্তরী॥
জনক পিরীতি মোর মনেত না ভাএ।
ডিম্বের সহিত নাহি তাম্রচূড় দাএ॥
সোদর আদর মোর নাহি মনমান।
দুই জাতি ধানের উচিত দুই স্থান॥
অনুজা সহিতে প্রেম নাহিক নিশ্চয়।
দুইদিন এক সঙ্গে কোথাত উদয়॥
তুহ্মি মাতা সনে মোর নাহি এক-ফল।[৩৭]
অকারণে মোর লাগি না হৈঅ বিকল॥[৩৮]
মুকুতা পড়িল[৩৯] যদি মহত্তম ঠাঁই।[৪০]
ছুদপ সহিত পুনি তার কার্য নাই॥[৪১]
এই মতে রূপবতী[৪২] করএ বিলাপ।
মরম অন্তরে অতি জন্মিল[৪৩] সন্তাপ॥
অধিক[৪৪] যতন করি জননী বুঝাএ।
লায়লী তাপিত মন কিছু নাহি ভাএ॥
না শুনিলা দুঃখবতী জননীর বোল।
মরম সাগরে অতি উঠিল হিল্লোল॥[৪৫]
না শুনিলা বিরহিণী উপদেশ বাণী।
না শুনিলা উতাপিনী গঞ্জনা কাহিনী॥

---

৩৬. মরম অন্তরে রোগ-গ। ৩৭. নাহিক পিরীতি-গ, ঘ, আ। ৩৮. চিন্তিত-গ, আ।
৩৯. রহিল-গ। ৪০. ঠাম-গ। ৪১. নাহি কোন কাম-গ। ৪২. দুঃখবতী-গ।
৪৩. বিষম-গ। ৪৪. অনেক-গ। ৪৫. কল্লোল-পুঃ পাঃ।

।। লায়লী-মাতার বিলাপ ।।

শুনিয়া কন্যার কথা জননী আকুল।
চিন্তিত তাপিত অতি মৃত[1] সমতুল ।।
বিলাপ করএ মাতা দুঃখিত অন্তর।
ধরণীতে গড়িয়া রোদএ বহুতর ।।
পাইলুঁ পুণ্যের ফলে কুমারী রতন।
পালিলুঁ প্রাণের সম করিয়া যতন ।।
তবে কন্যা প্রথম যৌবন অনুবন্ধ।
সভান নয়ান সুখ দেখিতে আনন্দ ।।
দেখিবারে দুহিতার বিবাহ মঙ্গল।
মানস আছিল যথ হইল নিষ্ফল ।।
যুবতী হইল কন্যা রহিল মন্দিরে।
কথেক সহিব দুঃখ মাতার শরীরে ।।
যেহেন[2] বজ্রঘাত মোর শিরে পশিল।
বিষম দুঃখের শেল হৃদয় জরিল ।।
আরব নগরে এই রহিল খাখার।[3]
ভাবেত তাপিনী হৈল দুহিতা আক্ষার ।।
কন্যার চরিত্র দেখি প্রাণ নহে স্থির।
গরল ভক্ষিয়া মুঞি তেজিমু শরীর ।।
এই মতে বহু ভাবি করিলা বিলাপ।
অচৈতন্য হৈল মায়ে ভাবিয়া সন্তাপ ।।

১. মৃত্যু-আ। ২. যহা-গ; মেঘের-আ। ৩. ন্যাক্কার-পুঃ পাঃ।

॥ হেতুবতীর সঙ্কল্প ॥

হেতুবতী নামে সখী চতুর[১] প্রধান।
জানএ বহুল সন্ধি অনেক বন্দান॥
কন্যার মানস হেন লক্ষিয়া[২] চরিত।
উপায় চিন্তিল সখী পরম পণ্ডিত॥[৩]
নাসিকাতে তুলা দিয়া হেরএ নিঃশ্বাস।
কমলের দল দিয়া করএ বাতাস॥
অনেক যতনে সখী করাই চেতন।
কহিতে লাগিলা তবে বচন রচন॥
মজনুর ভাবে হৈছে লায়লী ভাবিনী।
তেকারণে না শুনএ হিতাহিত বাণী॥
পৃথিম্বিত আনজন[৪] না লএ তার মনে।
হেন মন ফিরাইতে পারে কোন জনে॥
সামান্য জনের শক্তি নাহি কদাচিৎ।
তান হোন্তে ফিরাইতে ভাবিনীর চিৎ॥
আহ্মি সে পারিব কর্ম্ম সুসার করিতে।
আহ্মি বিনে নাহি কেহ[৫] তোহ্মার পুরীতে॥
ইঙ্গিতে ভুলাইতে পারি দেবগণ মন।
মানবীর মন ভুলাইতে কথক্ষণ॥
অখনে যাইব আহ্মি কন্যার বিদিত।
মানাইমু তান মন জানাইব হিত॥[৬]
কন্যার বিবাহ লাগি না ভাবিও আর।[৭]
আহ্মি সখী খণ্ডাইব সব দুঃখভার॥
কুমারীক বুঝাইব[৮] করিয়া যতন।
বিবাহ মঙ্গল হএ যেরূপে রচন॥

১. দাসী-পূঃ পাঃ। ২. দেখিয়া-গ। ৩. চিন্তিত-পূঃ পাঃ। ৪. সংসারেত দোসরা-গ; পৃথিম্বিত দুর্লভ-আ। ৫. কেবা আছএ-গ। ৬. ভুলাই মুহিত-পূঃ, পা; ফিরাইব তান মন কহি হিতাহিত-গ। ৭. সাধ-পূঃ পাঃ; বিষাদ-আঃ। ৮. কুমারী কাছে যাইমু-পূঃ পা.।

এথ শুনি জননী বেদনী গুণবতী।
ধরিয়া সখীর গলে করিল বিনতি।।
এই কর্ম যদি পার করিতে রচন।
প্রসাদ করিমু আহ্মি রতন[৯] কাঞ্চন।।
চল শীঘ্র বিলম্ব না কর সহচরী।
যেমতে বিবাহ কর্ম মানএ কুমারী।।
চলি গেল সখীবর তুরিত গমনে।
মানাইমু কিরূপে ভাবএ মনে মনে।।
প্রথম যৌবনীবর[১০] হইছে যুবতী।
মদন উকিত বিনে নাহিক যুকতি।।[১১]
একে একে ছয় ঋতু করিমু সম্বাদ।
যেই ঋতু, যেই ভাব যেই পীড় সাধ।।[১২]
পতি সঙ্গে রতি রঙ্গে যেরূপ বিহিত।[১৩]
বিরহিণী মন মোহে যেরূপ চরিত।।
জন্ম[১৪] হৈব কামভাব কন্যার হৃদএ।
তবে সে বচন মোর শুনিব নিশ্চএ।।
এই বুদ্ধি করিয়া আইল সখীবর।
দেখিল বসিছে[১৫] কন্যা দুঃখিত অন্তর।।
শির রাখিয়াছে মাত্র জানুর উপর।
কোমল শরীর কন্যা দুঃখিত অন্তর।।
সহচরী দেখি হেন কন্যার চরিত।[১৬]
দীঘল নিঃশ্বাস ছাড়ি বসিল ভূমিত।।[১৭]
পরম বেদনী রূপে করিল রোদন।
শিরপদ নিছিয়া লইল ঘন ঘন।।

৯. রজত-গ। ১০. যৌবন ধনি-গ। ১১. সুরতি-আ; যুবতী-পূঃ পাঃ, ঘ।
১২. পরমাদ-আ। ১৩. বিদিত-পূঃ পাঃ। ১৪. মধ্যে-পূঃ পাঃ; মানাইব-আ.।
১৫. আসিয়া দেখিল-পূঃ পাঃ। ১৬. বর্ণ বর্জিত ধনি সুবর্ণ খণ্ডিত-গ।
১৭. তেজিয়া সংসার ভাব পরম চিন্তিত-গ।

॥ লায়লীকে যৌবন-চেতনা দানে হেতুবতীর চেষ্টা ॥

কহ কন্যা কোন্ হেতু নয়ান সজল।[১]
কেমন দারুণ দুঃখে হইছ বিকল ॥[২]
কি শোকে মলিন মুখ আউল চিকুর।
বর্জ্জিত কাজল কেনে খণ্ডিত সিন্দূর ॥
শিশুকাল হোন্তে আহ্মি তোহ্মার সঙ্গিণী।[৩]
মর্ম্মের মরমী[৪] আহ্মি রঙ্গের রঙ্গিনী ॥[৫]
মোর প্রতি ভিন্নভাব না ভাবিঅ[৬] মনে।
জীবন জানিঅ মোর তোহ্মার কারণে ॥
মনের মানস কহ মোহরে বুঝাই।
কিবা শঙ্কা তোহ্মার কহিতে মোর ঠাঁই ॥
সুহৃদ জনের আগে না ভাবিঅ[৭] লাজ।
যদি লাজ কর ধনি হারাইবা কাজ ॥[৮]
জীবন যৌবন রূপ নিশির স্বপন।
ধন জন পরিবার না হএ আপন ॥[৯]
বিফল লাবণ্য রূপ অনিত্য শরীর।
নিষ্ফল সম্পদ যেন পদ্মপত্র নীর ॥
মিত্তিকার গঠন[১০] তোহ্মার কলেবর।
পুনরপি মিলাইব মিত্তিকা অন্তর ॥
মিত্তিকা সকল হোন্তে অতি মনোভব।
যা হোন্তে[১১] সিজন হৈল মানব দুর্লভ ॥
মিত্তিকার ঘট মধ্যে ত্রিপিণীর ঘট।
মিত্তিকার ঘট মধ্যে শ্রীগোলার হাট ॥

১. সজল নয়ান-গ। ২. কোন রাহু আচ্ছাদিল এ চাঁদ বদন-গ। ৩. রঙ্গের রঙ্গিনী-পূঃ পাঃ। ৪. দুঃখের দুঃখিনী-গ। ৫. সঙ্গের সঙ্গিনী-আঃ। ৬. বাসিঅ-গ। ৭. বাসিঅ-গ। ৮. ছাড়াইবা লাজ-পূঃ পাঃ। ৯. বিফল লাবণ্য রস অনিত্য শয়ন-পূঃ পাঃ; শয়ন-গ। ১০. ঘটসম-গ, আ। ১১. যাহাতে-পূঃ পাঃ।

মিত্তিকার ঘট মধ্যে সরোবর রাজ।
শতদল কমল ভাসএ তার মাঝ॥
মিত্তিকার কুণ্ডত বৈসএ হংসবর।
নীর শুকাইলে উড়ে শূন্যের উপর॥
মিত্তিকার পাঞ্জরে সাদুল[১২] পক্ষী থাকে।
মহা যাত্রা পাইলে উড়এ তিন ডাকে॥
মিত্তিকার ঘট খানি এ দশ দুয়ার।
ঠাঁই ঠাঁই প্রহরী বৈসএ অনিবার॥[১৩]
মিত্তিকার ঘট মধ্যে রত্ন সিংহাসন।
চেতন পুরুষ[১৪] বৈসে কুতুহল মন॥
মিত্তিকার ঘট ভরিপুর সুধারসে।
জীবাত্তমা পরমাত্তমা তথাত যে বৈসে॥
মিত্তিকার দেউটিত[১৫] প্রদীপ জ্বলএ।
প্রদীপ নিবিলে ঘট[১৬] অন্ধকার হএ॥
মিত্তিকাতে উপজএ ফল ফুল মূল।
মিত্তিকাতে উপভোগ্য জন্মএ বহুল॥
মিত্তিকাতে উপজএ রজত কাঞ্চন।
মিত্তিকার গর্ভে যথ অতি মহাধন॥
মিত্তিকার অংশে দেহ মাংস হোন্তে হাড়।
সে বড় পাপিষ্ঠ হএ[১৭] জগত মাঝার॥[১৮]
মিত্তিকার সীমা যদি হটএ অসত।
অমঙ্গল হএ তার অশুভ সতত॥
মিত্তিকা সমান সংসারেত নাহি দান।
মিত্তিকাতে অন্ন জন্মে অন্নেত পরাণ॥
মিত্তিকার ভাণ্ড কুম্ভকারের নির্মাণ।
কেহ কিনে কেহ বেচে যাএ আনস্থান॥[১৯]

১২. শার্দূল-আ ; সাঅলা-গ। ১৩. মুনিবর-পূঃ পাঃ। ১৪. প্রচণ্ড পুরুষ-পূঃ পাঃ।
১৫. ধরণীত-পূঃ পাঃ ; দেয়ালিত্তে-আ। ১৬. ঘর-গ। ১৭. দুষ্ট-গ ; জন-আ।
১৮. ভিতর-গ। ১৯. নানা-আ।

মিত্তিকার ভাণ্ড সব পোন মধ্যে দহে।
কেহ ফুটে কেহ টুটে কেহ ভাল হএ ॥[২০]
মিত্তিকার ঘট[২১] কেহ ঘাটেত ভাঙ্গিলা।
কেহ জল ভরিয়া ঘরেত ঘট নিলা ॥
মিত্তিকার শরীর বিম্ব যেন ছায়া।
মিত্তিকাত মজিবেক মিত্তিকার কায়া ॥
মিত্তিকার দেহখানি করিলে যত্তন।
কোন মতে রক্ষিত না হৈব কদাচন ॥
মিত্তিকার ঘটে পটে[২২] প্রাণের বসতি।
কেহ কাকে হারাইতে[২৩] নাহিক শকতি ॥
পাপ পুণ্য সকল ভোগএ মনুরাএ।
সুখ ভোগ কর ধনি যেইমতে ভাএ ॥
আত্মরক্ষা মহাধর্ম কর সুখ ভোগ।
আত্মক্ষয় মহাপাপ বিরহ বিউগ ॥
ধনজন অকারণ অনিত্য সংসার।
সুখভোগ যেই করে সেই মাত্র সার ॥
পুনরপি জন্ম না হইব মহীতলে।
চারিদিন জীবন গোঞাও কুতুহলে ॥
যৌবন থাকিতে ধনি কর রসরঙ্গ।
মিলাইব সুন্দর যুবকবর সঙ্গ ॥[২৪]
নারীর যৌবন জান[২৫] নিশির স্বপন।
ফিরিয়া না চাএ কেহ গঞিলে যৌবন ॥
অমুল্য[২৬] যৌবন ধন যদি হৈল দুর।
না শোভএ[২৭] আভরণ শিষেত সিন্দুর ॥
যৌবন খণ্ডিত হৈলে রূপ হৈব নাশ।
রূপ বিনে না শোভএ[২৮] লাবণ্য বিলাস ॥

২০. তরএ-পুঃ পাঃ। ২১. ভাণ্ড-আ। ২২. পাপ-গ। ২৩. ছোড়াইতে-গ, আ।
২৪. যুবকের রস রঙ্গ-পুঃ পাঃ; যুবকের সঙ্গ-আ। ২৫. যেন-গ। ২৬. অনন্য-পুঃ পাঃ।
২৭. নাসাতে-পুঃ পাঃ। ২৮. নাসাএ-পুঃ পাঃ।

যৌবন বিহীনে নারী জীবনে[২৯] কি কাজ।
ব্যর্থ হৈলে যৌবন জীবনে বড় লাজ॥[৩০]
বৃদ্ধনারী যুবকের মনে নাহি ভাএ।
শুষ্ক পুষ্পে কভু যেন ভ্রমরা না যাএ॥
পৃথিস্থিত পশু পক্ষী নর যথ ইতি।
রতি-রস বিনে কেবা করএ বসতি॥
ফিরি ফিরি ঋতু সব আইসে বারেবার।
জীবন যৌবন গেলে না আসিব আর॥
একে একে ছয়ঋতু নিজ পতি সঙ্গে।
কুলবতী সকলে গোঞাএ মনোরঙ্গে॥
অনুক্রমে যেই ঋতু যেরূপে বিদিত।[৩১]
সুখভোগ করে সবে পতির সহিত॥
ছয়ঋতু সঞোগেত দিবস সাজএ।[৩২]
বিরহ ভুঞ্জিবা ধনি কেমত উপাএ॥
তুহ্মি ধনি কি শোকে বঞ্চিত্ত রসরঙ্গ।
মদন আনলে কেনে দহে নিজ অঙ্গ॥
তুহ্মি যেন সরোরুহ তেমত মধুপ।
মিলিছে নায়ক বর সুন্দর অনুপ॥
শশী হেন রূপবতী রূপ হেম জিনি।
মিলিছে নাগর বর মুখ শশী মিলি॥
জল সিঞ্চিলে যেন নিবএ হুতাশ।
ভানুদয় সনে যেন কমল বিকাশ॥
সুন্দর যুবক সনে হইলে মিলন।
মানস পূরিব দুঃখ হৈব নিবারণ॥
এইরূপে সখীবর কহিল অনেক।
অবশেষে[৩৩] ছয়ঋতু কহে একে এক॥
আসাউদ্দিন শাহা সর্বগুণালয়।
উজির দৌলতে কহে বচন বিনয়॥

২৯. জিয়নে-আ। ৩০. জীবনের কাজ-পুঃ পাঃ। ৩১. বিহিত-গ। ৩২. সবজাএ-আ।
৩৩. দ্বাদশ মাস-পুঃ. পাঃ।

।। লায়লী-হেতুবতী সংবাদ ।।

।। ঋতু পরিক্রমা ।।

।। প্রথম ঋতু ঃ বসন্ত ।।

। রাগ ঃ বসন্ত ।

হেতুবতী ঃ আএ, ধনি আওত বসন্ত। ধ্রু ।

সকল মনোরথ মন্দ পবন যথ
দলপতি দুষ্ট দুরন্ত ।।
ছিরি মনোহর চতুর শোভাকর
ভণ দৌলত উজির।
অলিকুল গুঞ্জে নওবত বাজে
কেহ নাদএ নাকাড়ৃ।।
কানন কুসুমিত নলিনী আমোদিত[১]
চৌদিশ মন্দির স্থল।[২]
বালেন্দু-সুবদনী[৩] দোহঁ মিলি নিরজনি
খেলত রঙ্গে ধামাল ।।
এহ দূতী মণ্ডল কো নহি জানল
বিষম কাম হলাহল।[৪]
গোধর হরিহর অন্তর জরজর
কো নহি তিতল জ্বাল ।।[৫]
নাগর অতি নব তুরিতে মিলাওব
কেলি করাওব তছু সঙ্গে।[৬]
কি করব মারুত চঞ্চল পরভৃত
কি করব বঞ্চক অনঙ্গে ।।[৭]

---

১. প্রমোদিত-পুঃ পাঃ। ২. মঞ্জন সনে-ব; ছলে-আ। ৩. সুধনি-ব। ৪. ছলজল-আ; বিষম কানন সুজন-ব। ৫. কোন কোন অতি নব বানী-ব। ৬. সুবত্ত সুরঙ্গে-পুঃ পাঃ। ৭. চাতক নাদে-পুঃ পাঃ।

হীন উজির ভণ বিরহ নিবারণ
আসাউদ্দীন দয়াল।
সুপদ নীর-রজ[৮] মনে মনে আনি[৯] ভজ
সম্পদ হোএ সয়াল ॥[১০]

॥ পদুত্তর

। রাগ ঃ আসোয়ারী ।

লায়লী ঃ ওহে সখি, এ'সা বচন মত্ বোল। ধু।
উঞ্চল পর্বত দোলে কদাচিত
কুলবতী যুক্ত নহি দোল ॥
কপট অন্তর জ্ঞান ন সঞ্চর
সুনর রস তুল নহি সুঝ।[১১]
মারুত চতুর শোভএ[১২] জগভর
ধর্মদীপক[১৩] নহি বুঝ ॥
পাপ জনম ফল নাথ বিছোড়ল
অন্ত নাহিক দুখ মোর।
কো জন দরশন সব দুখ মোচন
কীএ বালম দুখহর ॥[১৪]
এ সখি দুরজনি এ হেন কহি পুনি
ন কর কাজ চতুর।
অপযশ পাওব মান ন রহব
সহজ মহত্ত্ব তোর ॥

---

৮. বিরাজ-পূঃ পাঃ; নিয়াজ-ব। ৯. অলি-পূঃ পাঃ। ১০. সূর্য দানএ ষয়ান-পূঃ পাঃ। ১১. পাও-পূঃ-পাঃ; সাঝ-ব। ১২. জোর বহ-পূঃ পাঃ। ১৩. দিকে-পূঃ পা। ১৪. সুখ যে হরি-ব।

মারুত পিক অলি চান্দ-মদন বুলি
স্ববশে নহে বিরহিণী রামা[১৫] রি।
যো দুখ পাওব দুই হস্তে লওব
তব্‌ কুল রহব হমারি।।
ফাগু কুসুম সব মঙ্গল উচ্ছব
পিয় বিনে কো নহি ভাবএ।
আসাউদ্দীন পদ দোহ জগ সম্পদ
হীন উজির রস গাএ।।

। ইতি প্রথম ঋতু সমাপ্ত

১৫. কারা-পুঃ পাঃ ; রাধা-খ।

।। দ্বিতীয় ঋতু ঃ নিদাঘ ।।

। রাগ ঃ ভৈরব ।

হেতুবতী ঃ

আএ ধনি আওত ঋত নিদাঘ । ধু ।
কাহিনী হৃদি রতিপতি জানি ।।
দিন-করে তাপিত তাতল ধরণী ।
পাবক ধরম বিনে কো করব রণি ।।
চন্দন কুঙ্কুম চর্চিত অঙ্গে ।
খেলত হোরি বালম সঙ্গে ।।
যৌবন রূপ অকারণে যাএ ।
নিদয়া কান্ত পলটি নহি আএ ।।[১]
কাম-হুতাশনে দহএ[২] দেহা ।
ভজ ধনি সুন্দর নাগর নেহা ।।
আসাউদ্দীন পরম গেয়ানী ।
হীন উজির ভণে এহ রস বাণী ।।

।। পদুত্তর ।।

। রাগ ঃ গৌড়ী ।

লায়লী ঃ

এ সখিয়া ছোড় কুবচন তোহ্মারি ।
কোন দিন কুলবতী হওএ দোচারিণী ।
বাহিরে চন্দন অন্তরে তাতাও ।[৩]
বিরহিনী পাপিনী দেখি পজারও ।।
হম ধনি কামিনী কান্ত মধুপ ।
দোস্‌রা গোময় কীট স্বরূপ ।।

১. চাএ-আ । ২. জর্জর-প । ৩. বাহিরে অন্তর চন্দন চাওয়া-পুঃ, পাঃ আ ।

প্রেম বিনে ঘট শূন জান।[৪]
নাথ বিনে ধনি মরণ সমান॥[৫]
কাতর লোচন ঘন বহে বারি।
ঔষধ বর্জিত রোগ হমারি॥
আসাউদ্দীন পীর সুধীর।
বিরহ বিলাপ গাহে হীন উজির॥

। ইতি দ্বিতীয় ঋতু সমাপ্ত

৪. চোলন চান-গ; ছনমাছান-ব; সুনাম দোন-পুঃ পাঃ ৫. কান্ত বিনে দহে অন্তর জান-ব।

॥ তৃতীয় ঋতু : বর্ষা ॥

। রাগ : মল্লার। মালোয়ার।

হেতুবতী : এ ধনি আওত বারি বরিখত
চাতক পিউ পিউ নাদ শুনি
বিরহিণী চিত চমকিত। ধ্রু।
বরিখত বারি এ জগত ভরি
রজনী ভীম[১] আন্ধিয়ারি।
শুন হে, ধনি যো বিরহিণী
যুগল[২] নয়নে বহে বারি॥
ডাউক দর্দুর কলরবত মত্ত মউর
কৈসে জীব নব কামিনী।
উর হতে পিউ দূর উলুপ উগএ দূর
কৈসে গোঁওব যামিনী॥
শীতল সমীরণ চপলা চমকে ঘন
চাতক নাদন্ত তাহে।
জলধি মাঝার হম তরঙ্গবর
চঞ্চল যৌবন যাএ॥
যো নব জলধর সো হম ভঙ্গবর
চপলা কুন্ত বিরাজ।
রতিপতি তাএ সওয়ার হএ
বিরহিণী বধ কি কাজ॥
যৌবন রতন অমূল্য ধন
অকারণে চলি যাএ।[৩]
কো ফল তহি সো পিউ আশে রহি
অবহুঁ পলটি ন আইসএ॥

১. তিমির-গ। ২. সো হেন-গ। ৩. নিঠুর কারণে সখি জাএ-পু: পা:, ম ; নিষ্কারণে-গ।

সুন্দর নাগর[৪] সঙ্গে কেলি করহ রঙ্গে
কেলিকলা মনে মান।
উজির দৌলত রস ভণত
আসাউদ্দীন সুজান॥

॥ পদুত্তর ॥

। রাগ ঃ বড়ারি।

লায়লী ঃ এ সখি চেতাওসি[৫] মোহে। ধু।
হম ধনি কুল-জনী কামিনী বিরহিণী
পাপ-পরশ নহি শোহে॥
বালম স্মরণ নিবেদিছি তন মন
এ ধ্যান জীউত প্রমাণ।
যাবত জীও প্রেম ন ছোড়ব
এক ধেয়ানে জীউত পয়াণ॥
তেজব জীউন কণ্ঠে পরাণ
ইহ তন মাটি হোএ।
যব কুমার রসিক আন যুবক পুরুখ
রতি রস নহি শোহএ॥

কহিছন্ত কুমার—
'তোক তোক[৬] করব জনম গোঙাওব
দোসরা নাম ন লব'।
যৈছে পতঙ্গ জান জ্বলে দীপ কারণ
পিউ কারণে জীউ দিব॥

৪. নায়ক-গ। ৫. শুনাওসি-গ। ৬. তাহে তাহে-গ; ডাক ডাক-পুঃ, পাঃ-ব।

বিরহ পয়োনিধি তীর নাহি অবধি
সঙ্কট লহর অপার।
পিউ বিনে বলগত অঘাটে ঘট লাগাওত
তবে শক্ত গুরু ধরব কাণ্ডার॥
পিউ বিনে চিত অথির জীউ বিনে যৈসে শরীর
কুমার রসিক বীর।
গুরু আসাউদ্দীন বোলন্ত হীন
দৌলত উজির॥

ইতি তৃতীয় ঋতু সমাপ্ত।

॥ চতুর্থ ঋতু : শরৎ ॥

। রাগ ঃ কেদার।

হেতুবতী ঃ এ ধনি দেখহ পরকাশ।

নির্মল রঙ্গম নিদাঘ কুসুম[১]
নির্মল কাশ বিকাশ॥
নির্মল গগন সুধাকর নিরমল
নির্মল তারক জুতি।
নির্মল রমণী চারিদিশ নির্মল
যেন বিগঠ[২] গজমুতি॥
সাগর তীর চরাচর নির্মল
নির্মল চোখেত শোহে।
তাত বিহার করে দ্বিজ মণ্ডল
হের তা হর মন মোহে॥
স্থানু সমান[৩] কলানিধি প্রমাণ
তারক ততহি চিকন তারি।[৪]
দেহত বরিষত চউপর[৫]
দম্পত্ত বিরহিণী বৈরী॥
দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী সুভোগল
সুখ বহুত[৬] মন মানি।
সীতা[৭] একপতি জনম রহি
গেল পাতাল পসতানি॥[৮]
আসাউদ্দীন করে সব আদর আপদ
বিনয়ে কহএ দৌলত উজির
তার দোষ ছোড়এ পূরএ সব মন চাহা॥

১. দহতি নির্মল-পুঃ পাঃ; দয়তি নির্মল-ষ। ২. বেও বিম্বর-ষ। ৩. স্থান স্থান-আ, পুঃ পাঃ; ছান ছমান-ষ। ৪. তারক রত ভই বিনি ভাবি-পুঃ পাঃ। ৫. দেখত বাবানিত চউপর-ষ। ৬. সুগত্ত শত-পুঃ পাঃ। ৭. সুতা-ষ। ৮. পথতানি—ষ।

অপরপাঠ : দেখহ মালতবালা ঋতুর চরিত।
দশদিশ উঝলিত সুরঙ্গ শোভিত। ধু।।
আশ্বিনে শরদ ঋতু নির্মল যামিনী।
আকাশে সাজিল ইন্দু শশাঙ্ক বাহিনী।।
পৃথিবীতে সরোবরে অতিশয় রঙ্গে।
সাজিল সবিতা মিত্র নিজগণ সঙ্গে।।
কুমুদিনী সাজিল লইয়া নিজকুল।
দেখিয়া চকোর অলি হরিষ আকুল।।
চকোর পূজএ চান্দ অমিয়ার আশে।
মধু আশে মধুকর শোভে পদ্ম পাশে।।
কমল আবরি অলি নাট সঙ্কল্পিয়া।
মধুপান করে রসে অবশিত হৈয়া।।
অলি চকোর মতি দেখিয়া মদন।
ভাবিনী জিনিতে··· ··· গ

।। পদুত্তর ।।

। রাগ ঃ মউর [ময়ূর] ।

লায়লী : এ সখি নাথ-বঞ্চিত-চিত মোহ
সুজন নেহ করত নহি খণ্ডত
কামবিষ ন পজারও হম।[৯] ধু।।
চারিধারে জুতি জুতি তাপ প্রয়োগে
গধার অসুখ [?]
উতরে পড়ে চলে মোক ধৈরজ
ডগ তাহা টুটুক [?]
দুর্জন প্রেম রহত কাল সাপ[১০]
উপর মিঠল লাগে বড়

৯. কূপবীজ তুয়া হাম-পুঃ পাঃ; কূপবিচাজওচা হাম-ম। ১০. ছাও-পুঃ পাঃ।

॥ পঞ্চম ঋতু : হেমন্ত ॥

। রাগ ঃ তৌড়ি [তুড়ি] ।

হেতুবতী : এ সখি দুঃখ[১] যো হম জরিত[২]। ধ্রু।

নবীন উত্তম ভোগ মনোরম
দশদিশ সুললিত ॥
হিমাল পবন বহে ঘন ঘন
হিমে পদ্ম জনি[৩] শোহে ।
যথেক পল্লব মুকুলিত সব
তরু থু থকলিত হোএ ॥
সুরঙ্গে দোলই বিচিত্র বাজই
সতত কান্ত-সোহাগী ।
অধীর অধর রস পান কর
পঁহু গান রস লাগি ॥[৪]
হিম বরিষত[৫] পুনি জনমত
দশখানি হোই ।[৬]
যৌবন রতন ফুরব[৭] যখন
ছাড়ি ন পওব কোই ॥
খেদে তোর পঁহু দুরদেশ রহু
তছু প্রেম কোন কাজ ।
মদন বেদন তরুণ কারণ
ভজ সুনাগর রাজ ॥
আসাউদ্দীন দয়াল নবীন[৮]
আপ কর[৯]-ধর ।
উজির দৌলত মধুর বোলত
সুধারস ভরিপুর ॥

---

১. দেখ-ঘ। ২. তাড়িত-পূঃ পাঃ। ৩. জরি-ব। ৪. সুর লাগি-পূঃ পাঃ ; রসগামী-ব।
৫. হিমকর হত-পূঃ পাঃ ; সুত-ব। ৬. ধনপথ হোই-পূঃ পাঃ; ধসখনি হোই-ব।
৭. পূর-ব। ৮. চিন-পূঃ পাঃ। ৯. করন-পূঃ পাঃ।

।। পদুত্তর ।।

। রাগ : সুহি।

লায়লী ঃ এ সখি কোন্ বিহিত অব কাজ
তোর কুট মন মোহে ডুবাওল
পাপ পয়োনিধি মাঝ। ধু ।।
বিষ মিলাওসি মধু খিলাওসি
মোর জীউ বধ লাগি।
শীতল চন্দন অঙ্গে বিলেপন
হৃদে লাগাওসি আগি ।।
ক্ষীরভর ঘট হোয়ত বনট
গোচন গন্ধ ন মিলাএ।[১০]
কলঙ্ক কীলক[১১] নাগর সমুখ
নীরস ধাই ন যাএ ।।[১২]
দরশন ফল নয়ান উঝল
হরত জনম পাপ।
পরশন গুণ অতিশয় পুন
খণ্ডব বিখণ্ডব তাপ ।।
পিউ পরশব[১৩] সব দুখ হরব
নথ সব ক্ষয় গেল।
অবেহ অবধি পিউ গুণনিধি
দরশন নহি ভেল ।।
নির্মল শরীর পীর ধীর থির
শাহা আসাউদ্দীন।
দৃষ্টি করে যব দুঃখ হরব
বোলন্ত উজীর হীন ।।

। ইতি পঞ্চম ঋতু সমাপ্ত।

১০. বিলাএ-পুঃ পাঃ। ১১. কলিক-ঘ। ১২. নীর সুধাহিনী জাএ-পুঃ পাঃ।
১৩. দুর রহব-পুঃ পাঃ; দূর গব-ঘ।

॥ ষষ্ঠ ঋতু : শীত ॥

। রাগ ঃ ধানশী ।

হেতুবতী ঃ এ সুন্দরী দেখ বিরহীর অবশেখ
প্রবল ষট ঋত নাথ বিছেদ
সরোরুহ ভেল মলিন।
দীরঘ যামিনী দিবস ভএ ক্ষীণী
ঝাপন তপন তুহার।
বারিদ চাহে বরিখে জলধার
আনল তোলি দোলাই
হিয়া ন মাত বিরহিণী রাই
হীন উজির ইহ রস ভাণ।

॥ পদুত্তর ॥

। রাগ ঃ শ্রী।

লায়লী ঃ এ সখি ন কর বহুত চাতুরাই।
পুনি মত্ বোলসি ধরম দোহাই। ধ্রু ॥
তিল এক বহে যুগ চারি।
কোন্ উপাএ অব হম নারী ॥
নয়ান পুষ্পক রণি
যুগ দরশন ভিখ মাগি
যামিনী দিবস ন গেল রোই।
কি দিশ যামিনী দিবস গোঞাই ॥
যৈসে পিউ চাহে সো যোগিনী হোই।[১]

১. বে দড়াই-পুঃ পাঃ।

বালম বিনে নহি জানি।
আন পুরুখ দেখোঁ খসম ন মানি ॥
আসাউদ্দীন সুধীর।
ছয়ঋতু বোলন্ত হীন উজীর ॥

। ইতি ষড়ঋতু সমাপ্ত।

॥ হেতুবতীর ব্যর্থতা ॥

হেতুবতী করিয়া বহুল চতুরাই।[১]
কহিল অনেক রূপে কন্যাক বুঝাই ॥
কুমারীক সহচরী যথেক কহিল।
স্রোতোজলে যেন জল এক না রহিল ॥
প্রেম-ফান্দ রচিয়া করিলা বহু সন্ধি।
লায়লীর মন-পক্ষী না হইল বন্দী ॥
কন্যার নিকট হোন্তে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস।
চলি ভেল সখীবর পরম নৈরাশ ॥
চলিতে না পারে সখী চিন্তাএ আতুরি।
হারাইল বুদ্ধি সুদ্ধি না চলে চাতুরী ॥
কন্যার জননী আগে হেট মাথা করি।
স্তব্ধ হৈয়া রহে সখী আপনা পাসরি ॥
পুনি পুনি জিজ্ঞাসএ লায়লীর মাতা।
কহ কহ সখীবর কুশল বারতা ॥
কহিতে লাগিল সখী নয়ানের জলে।
হতভাগীর ঠাঁই কিবা জিজ্ঞাস কুশলে ॥
আকাশের ইন্দ্র সব দেব[২] সমুদিত।
ভুমে নামাইতে[৩] পারি করিয়া ইঙ্গিত ॥
জলপতি হুরপরী স্বর্গ বিদ্যাধরী।
নয়ান নিমিষে আন্ধি ভুলাইতে পারি ॥
বিনি ফান্দে বান্ধাইতে পারি পক্ষীরাজ।
মানবীর মন ভুলাইতে কথ কাজ ॥
কৃত্রিম উপাএ মনে সুহৃদ সন্ধানে।
উদিত কুযুক্তি বুদ্ধি বিবিধ বিধানে ॥

১. সোহাগিনী হোই-খ। ২. শব্দ সব হএ-পুঃ পাঃ। ৩. না যাইতে-পুঃ পাঃ।

গিরিসম অচল নারিলুঁ টলাইতে।
বিশেষ প্রকারে মুঞি নারিলুঁ ভুলাইতে॥
অনেক প্রকার মুঞি করিলুঁ রচন।
ফিরাইতে না পারিলুঁ কুমারীর মন॥
'জীবন মরণ দুই প্রণয় মোর এক।
লায়লীর মজনুর প্রেমে পরতেক॥
সংসারেত না ভজিমু পুরুষ দোসর।
সদাএ মজনু ভাব মরম অন্তর'॥
কুমারীর হৃদএ জন্মিছে প্রেম-রোগ।
মজনু দর্শন বিনে নাহিক প্রয়োগ॥
বিশেষ বুঝিলুঁ মুঞি কন্যার চরিত।
উপায় চিন্তিয়া দেখ যে হএ উচিত॥

।। ছলে-বলে সাফল্য ।।

শুনিয়া সখীর বাণী জননী বেদনী।
শরীর দহিল তার প্রেমের আগুনি।।
ইষ্টগণ মধ্যে ছিল যথ কুলবতী।
সন্তান সহিতে মাতা করিল যুকতি।।
আর কোন উপদেশে হৈবে প্রতিকার।
এ দুঃখ-সাগর হন্তে কিরূপে উদ্ধার।।
সকল যুবতী মিলি করিলা যুকতি।
প্রেমভাবে বুঝাইব কাহার শকতি।।
মানাইতে কন্যাক নারিব কদাচন।
বিনি বলে এই কর্ম না হৈব রচন।।
কন্যাক বিবাহ দিয়া রাখিব বিরলে।
কুমারক রাখিতে বুলিলা সেইস্থানে।।
অবশ্য উনাইব ঘৃত আনল পরশে।[১]
দোহান পিরীতি হৈব বিরল দরশে।।[২]
এইরূপে যুকতি করিয়া সবে মিলি।
কুমারীক চারিদিকে করিলা মাতলি।।
কেহ কেহ সহেলা গায়ন্ত মনোরঙ্গে।
উপটন দিয়া কেহ কুমারীর সঙ্গে।।
কেহ কেহ দুষ্ট রঙ্গে দিলেক ভুলাই।
হতবুদ্ধি লায়লীর মুখে শব্দ নাই।।
কেহ কেহ বলে ছলে দেয়ন্ত গোসল।
স্তব্ধ হৈয়া রহে কন্যা নয়ান সজল।।
যতনে পৈরায় কেহ সুরঙ্গ অম্বর।
কন্যায় ভাবএ মনে পরম ঈশ্বর।।

১. প্রকাশ-পুঃ পাঃ। ২. দোহান পরম পিরীতি হইব সরস-পুঃ পাঃ।

রত্ন আভরণ হেক কন্যাক পৈরাএ।
শৃঙ্খল সমান বুলি কন্যা মনে ভাএ॥
বিরস বদন ধনি বল বুদ্ধি হীন।
আপনার শ্রধা নাহি পরের অধীন॥[৩]
সবে মিলি বলে ছলে বিশেষ সন্ধানে।
কন্যাক বিবাহ দিলা অনেক বিধানে॥

৩. আন শ্রধা নাহি কিছু পরের অধীন-পুঃ পাঃ, ক, খ।

।। বাসর ঘরে লায়লী ।।

শীতল মন্দির অতি[1] বিরল প্রবন্ধ।
রচিল কুসুম-শয্যা দেখিতে আনন্দ।।
সখীগণে তথা নিয়া কন্যাক রাখিলা।
ঈশ্বর ভাবিয়া কন্যা বিরলে[2] রহিলা।।
দিনমণি অস্তগতে নলিনী[3] মুদিত।
নিশাপতি উদিতে[4] কুমুদ বিকশিত।।
হরিষ বদন অতি যুবক সুন্দর।
প্রবেশ করিলা আসি[5] মন্দির অন্তর।।
মনোরঙ্গে বসিলেন্ত কুমারীর পাশ।
কামাতুর হইয়া করিল পরিহাস।।
ক্রুদ্ধ হৈল যুবতী আনল সমসর।
চরণ প্রহার দিয়া করিল অন্তর।।
মন্দ-ছন্দ বিশেষ লাঘব নাহি সীমা।
তিল এক না রাখিল তাহার মহিমা।।
বুলিতে লাগিল বালা বচন কুৎসিত।
শরীর না সহে হেন বোলে বিপরীত।।
কুবুদ্ধি জন্মিল তোহ্মার হেন কর আশ।
বামন হইয়া চাহ ছুঁইতে আকাশ।।
কাকের মুখেত যেন সিন্দূরিয়া আম।[6]
কাঞ্চন সহিতে যেন কাচ এক ঠাম।।[7]
কুকুরের গলে যেন অপ্সর[8] ভূষণ।
শিষের উপরে যেন নাসার রতন।।
তোর ফান্দে বন্দী না হৈব মোর মন।
এ রাজ্যের অধিপতি আছে আন জন।।

১. উত্তম ঘর-আ। ২. নিঃশব্দে-আ। ৩. গেল রজনী উদিত-আ। ৪. উদয়ে-আ। ৫. সেই-আ। ৬ জান অমৃতের ফল-আ। ৭. স্থল-আ। ৮. অবজর-প; পা: অবেসর-ক; ওবসর-খ।

জীবনের অবশেষে মোর মৃত্তিকাএ।[৯]
কুম্ভকারে জল পাত্র যদি বা বানাএ॥[১০]
তোর করে পরশ না হৈমু কদাচিত।
এথেক ভাবিয়া দেখ নিজ হিতাহিত॥
যুবকে পাইল যদি অনেক লাঞ্ছনা।
কোন মতে না পূরিল মনের কামনা॥[১১]
পাইয়া সিন্দুক[১২] কুঞ্জি নৃপতি স্বরূপ।
লুকাইতে না পারিলা বজ্রের কুলুপ॥
লজ্জা পাই যুবক হইলা ক্রুদ্ধ মন।
কুমারীক পরিত্যাগ করিলা তখন॥
আসাউদ্দিন শাহা প্রেম-রস-নিধি।[১৩]
উজির দৌলত কহে পিরীতি অবধি।[১৪]

৯. মোর মৃত কাএ-পূঃ পাঃ। ১০. যেন না বহএ-ক, খ। ১১ বাঞ্ছন-আ। ১২. লইয়া সুবর্ণ-পূঃ পাঃ। ১৩. ভণে রস অনুপাম-ম, আ। ১৪. সর্বগুণধাম-ম, আ।

॥ লায়লীর নিকট মজনুর পত্র ॥

। রাগঃ মালব। দুঃখিনী ভাটিয়াল ।

মজনু দুঃখিত-বর নজদ গহনে।
একসর হইয়া বঞ্চএ রাত্রি দিনে॥
হেন কালে এক বৃদ্ধা নারী আচম্বিত।
কুব্জ হইছে পৃষ্ঠে আকার কুৎসিত॥
শরীর গুরুয়া তার অতি ভয়ঙ্কর।
বদন বিকট অতি দেখিতে দুস্কর॥
অষ্ট রঙ্গ অঙ্গ তার অধিক কুবেশ।
দন্তের অন্তরে কীট দুর্গন্ধ বিশেষ॥
বার্তা জানাইল আসি মজনু গোচর।
কি কর বসিয়া তুহ্মি দুঃখিত অন্তর॥
লায়লী সুন্দরী তোর জীবের জীবন।
কালি তার বিবাহ হইল আন সন॥
তোর সনে কুমারী করিল সত্য ভঙ্গ।
নবীন বালক সনে সুবেশ সুরঙ্গ॥
এসব বচন যদি মজনু শুনিল।
হৃদয় অন্তরে যেন শেল প্রবেশিল॥
ফাঁফর হইয়া ছাড়ে দীঘল নিঃশ্বাস।
রোদন করএ অতি পরম নৈরাশ॥
লইয়া অঙ্গের চর্ম হৃদয় শোণিত।
তখনে লিখএ পত্র পরম দুঃখিত॥
শুন ধনি কমলিনী জীবের জীবনী।[১]
পিরীতি পূর্বের রূপে নিবেদন বাণী॥
নৃপতি সহিতে তোহ্মা বাড়ুক[২] পিরীতি।
অনুদিন সোহাগ হোক প্রতিনিতি॥

১. প্রাণের পরানি-অ। ২. নবীন বালক সনে হউক অ।

আনন্দে গোঞাও নিশি নিজপতি সঙ্গে।
গৃহবাস কর তুহ্মি কুতুহল[৩] রঙ্গে॥
নিদারুণ হইয়া করিলা[৪] সত্য ভঙ্গ।
দুখানলে দহিলা মোহর সর্বঅঙ্গ॥
যদি বা নবীন[৫] বন্ধু অধিক[৬] মধুর।
পুরান বন্ধুয়া প্রতি না হৈঅ নিঠুর॥
যদিবা[৭] সুরঙ্গ পুষ্প উদ্যান শোভিত।
কথক্ষণ সেই স্থানে[৮] বঞ্চিতে উচিত॥
মোর সম পরিজন পাইবা অনেক।
তুহ্মি হেন ধনি মাত্র[৯] না পাইমু এক॥
চরণে শরণ লৈলুঁ তরিতে কারণ।
আনল-সাগর মধ্যে[১০] হইল মরণ॥
মোহর জীবন আর তোহ্মার আশ্বাস।
দোঁহ অকারণ[১১] দেখি[১২] হইলুঁ নিরাশ॥
মধু আশে কলিকা[১৩] অবধি মধুকর।
তরুতলে নিবাস করএ নিরন্তর॥[১৪]
পুষ্প যদি বিকশিল কীটে কৈলে ভোগ।
ভ্রমরা মরমে যেন[১৫] জন্মিল বিয়োগ॥
তোহ্মার কারণে মুঞি[১৬] জীবন তাপিত।
যৌবন গোঞাও তুহ্মি আনের সহিত॥
বিরহ আনল মোর হৃদয় মাঝার।
আন জন সঙ্গে তুহ্মি ভুঞ্জহ শৃঙ্গার॥
রচিয়া কুসুম শয্যা সুবর্ণ পালঙ্কে।
সুখে নিদ্রা যাও তুহ্মি নিজ কান্ত[১৭] সঙ্গে॥
ধূলাএ ধুসর তনু হামো কর্মহীন।
অনুক্ষণ কান্দিয়া গোঞাই রাত্রদিন॥

---

৩. হরষিত-আ। ৪. মোকে কৈলা-আ। ৫. যদ্যপি-আ। ৬. আদর-আ। ৭. যদ্যপি-আ। ৮. তাহাতে কণ্টক তৃণ-আ। ৯. মোর-আ। ১০. ডুবি-আ। ১১. একস্থানে-ক, খ। ১২. জানি-আ। ১৩. কলিকা সমএ পুষ্প ভ্রমরা দুঃখিত-পুঃ পাঃ, ক, খ। ১৪. প্রতিনিত-পুঃ পা, ক, খ। ১৫. অতি-আ। ১৬. মোর-আ। ১৭. পতি-আ।

পুষ্পবনে কান্ত সনে করহ[18] বিহার।
একসর বঞ্চি আহ্মি গহন মাঝার॥[19]
আন সঙ্গে তোহ্মাকে দেখিয়া[20] একস্থান॥
কোন্ মতে ধরাইমু দারুণ পরাণ॥
এই মোর দুঃখ লাগে হৃদয় অন্তর।
আর যথ দুঃখ সব সুখ সমসর॥
ভাল মন্দ যেই কর্ম করএ প্রথম।
জানিও ভাবক মনে অধিক উত্তম॥
কিন্তু গৌরব না ছিল তৃণ হেন ভার।
তেকারণে নিবেদিলুঁ চরণে তোহ্মার॥
শরীর অন্তরে মোর তোহ্মার বেদনা।
যতনে রাখিছি যেন[21] জীবের জীবনা॥
মাতাপিতা ধনজন গেল সব সুখ।
প্রাণ গেলে তোহ্মা হন্তে না হৈব বিমুখ॥
এহিমতে প্রিয়া তরে মজনু বিরসে।[22]
রচন করিলা পত্র বচন সরসে॥[23]
লিখিয়া আপনা[24] দুঃখ যথ আদি অন্ত।
হৃদয় শোণিতে পত্র লিখিলা শ্রীমন্ত॥
বান্ধিয়া পক্ষীর পাখে লই পত্রবর।
মিনতি করএ অতি হইয়া কাতর॥
শুন পক্ষী গুণবন্ত মোর নিবেদন।
তোহ্মা হন্তে অধিক না দেখি বন্ধুজন॥
এক স্থানে তোহ্মা সনে আহ্মার বসতি।
অনুদিন আহ্মা প্রতি তোহ্মার পিরীতি॥[25]
পুনি আনি দিও মোরে এহার উত্তর॥
পত্র লৈয়া পক্ষীবর উড়িল তখন।
লায়লীর সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন॥

১৮ বায়ু সনে তোমার-অ।। ১৯. পশু সনে বসতি আমার-আ। ২০. তোমার বসতি-ব।
২১. আমি-আ। ২২. বহু ভাবি মজনু দুঃখিত-খ, আ। ২৩. পিরীত-ব, আ। ২৪. বিরহ-আ।
২৫. তুমি বিনে এথাতে বান্ধব নাহি আর-আ।

মনে দুঃখ ভাবি কন্যা বসিয়া আছএ।
পত্র আনি দিল পক্ষী তাহান আলএ॥
পাইয়া ঈশ্বর-পত্র লায়লী অস্থির।[২৬]
অনেক প্রণাম করি লইলেন্ত শির॥[২৭]
সমাচার যথ ইতি পড়িয়া আপনি।[২৮]
রোদন করএ ধনি[২৯] অতাপে তাপিনী॥
বিশেষ জন্মিল দুঃখ হৃদের অন্তর।
সত্বরে লেখএ তবে পত্রের উত্তর॥
আসাউদ্দিন শাহা জগতে বিদিত।
উজির দৌলতে কহে অমৃত সিঞ্চিত॥

২৬. কুমারী পাইল যদি পত্র অনুপাম-ম, আ। ২৭. চুম্বিয়া লৈল শিরে করিয়া প্রণাম-ম, আ। ২৮. শুনিয়া বিরহিণী-ম, আ। ২৯. সতত আকুল মতি-খ।

।। পত্রোত্তর ।।

। রাগ ঃ দেশকার।

প্রণামহোঁ নিরঞ্জন ত্রিভুবন সার।
গোপত বেকত সব বিদিত যাহার ।।
এতিন ভুবন মধ্যে যথ আদি অন্ত।[১]
ভূত ভবিষ্যৎ যথ জানহ বিত্তান্ত ।।[২]
সন্তান মরণ গতি জানহ[৩] নিশ্চিত।
এতিন ভুবনে নাহি তোহ্মা অবিদিত।।
সত্যপাল করতার অসত্য সংহার।
দোষী বা নির্দোষ যথ করহ বিচার ।।
শুন প্রভু শিরোমণি জীবের জীবন।
সহস্র প্রণাম করি তোহ্মার চরণ ।।
পত্রেত লিখিছ যথ বচন সংবাদ।
এক বাণী সত্য নহে সব পরিবাদ।।[৪]
যেই সত্য প্রথমে করিছি তোহ্মা সঙ্গ।
যাবত জীবন মুঞি না করিব ভঙ্গ ।।
বিষম[৫] পিরীতি ফাঁসে বান্ধিছ আহ্মাএ।
কবেহ ছুড়িতে নারি আপনা শ্রধাএ ।।
পরিবাদী হৈলুঁ মুঞি কর্মের লিখিত।
পরম সহায় দেব হৈল বিপরীত ।।[৬]
দুজনের মনোরথ না হৈল পূরণ।
মোর প্রতি প্রাণনাথ না হৈঅ বিমন ।।
কাম-ফান্দ জুড়িয়া করিল বহু সন্ধি।
সতীপণা-পক্ষী মোর করিবারে বন্দী ।।

১. ভালমন্দ যথ ইতি জগত ভিতর-আ। ২. গোপত নাহিক এক প্রভুর গোচর-আ; তাহান বিদিত-ব। ৩. সন্তাকার মনুরথ জানএ-অ।। ৪. সতত বিবাদ-পূঃ পাঃ, ক, খ। ৫. বিশেষ-ব, আ.। ৬. দোহ হৈলুন দুঃখিত-ক, খ; দেব করিল রক্ষণ-ব, আ।

বিহঙ্গমা বন্দী নহে মর্কটের জালে।
সিংহের আহার কভু না পাএ শৃগালে ॥
ভেদ নাহি হএ মোর মুকুতা সুন্দর।
মক্ষী নাহি পড়ে মোর মধুর উপর ॥
মোহর যৌবন ফল না হৈছে উচ্ছিষ্ট।
গোপত রতন 'পরে না পড়িছে দৃষ্ট ॥[৭]
জগত ভরিয়া যদি বহএ পবন।
না নিবে সত্যের দীপ জ্বলে অনুক্ষণ ॥
জনক জননী মোর আনল আকার।
ব্যাঘ্র সনে কুরঙ্গিনী কি করিতে পার ॥
পরের অধিনী মুঞি জান প্রভু রাএ।
এ কার্য না হৈছে পুনি আপনা শ্রধাএ ॥[৮]
যেই কর্ম আছিল মোহর হস্তগত।
না পূরিল তাহাতে দুর্জন মনোরথ ॥
যেই কর্ম আছিল মোর অদৃষ্ট-মাঝ।
দুষ্ট বৈরী সান্ধাইল[৯] হৈছে সেই কাজ ॥
শরীর দহিছে মোর তোহ্মার সন্তাপ।
অহনিশি নিদ্রাএ তোহ্মার নাম জাপ ॥
মিথ্যা পরিবাদে প্রভু না হৈঅ দারুণ।
অকারণে না বোল বচন নিকরুণ ॥
সহজে হানিলা মোরে প্রেমের কৃপাণ।
গঞ্জন-লবণ তাতে না সহে পরাণ ॥
তুহ্মি প্রাণনাথ বিনে নাহি মোর আন।
নয়ান-লোভনী মোর প্রাণের পরাণ ॥
কণ্টক ফুটিল যদি তোহ্মার চরণে।
শেল প্রবেশিল যেন মোহর জীবনে ॥[১০]
একবিন্দু ঘর্ম যদি তোহ্মার গলএ।
পরম শোণিত মোর নয়ানে বহএ ॥

৭. ভ্রষ্ট-পুঃ পাঃ। ৮. মোর মন শ্রধাএ না হৈছে একাজ-খ। ৯. সন্তোষে-ক, খ।
১০. মরমে-খ।

প্রাণনাথ তুহ্মি যদি ছাড়হ নিঃশ্বাস।
মোহর শরীরে যেন লাগএ হুতাশ॥
জগত দুর্লভ প্রভু কৃপার করুণ।
মোর কর্ম দোষে এথ হৈলা নিদারুণ॥
তোহ্মার বিরহে[11] মুঞি মরিমু নিশ্চএ।
মৃতের উপরে খড়গ উচিত না হএ॥
বিশেষ না বোল প্রভু বচন নিঠুর।
পুরান পিরীতিখানি না ভাসিও দূর॥
অমৃত বচন প্রভু জগত বিদিত।
নীরস বচন তোহ্মার শুনি বিপরীত॥
রঞ্জন সমএ সুখ মধু সমসর।
গঞ্জন সমএ দুখ ধরে খরতর॥
যদি বা দুঃখিত অতি তুহ্মি প্রাণনাথ।
অবশ্য কৌতুক কিছু আছএ তোহ্মাত॥[12]
সর্বদা মনেতে প্রভু না ভাবিও দুখ।
নিরন্তর ভাবি আহ্মি সমুখ বিমুখ॥
ঘরের বাহির যদি হও প্রাণপতি।
নিষেধ করিতে পারে কাহার শকতি॥
জনক জননী মোর বড়হি নিঠুর।
ঘর হন্তে বাহির হইতে নারি দূর॥
দ্বারে দণ্ডাইতে নারি জননী গঞ্জনে।
গবাক্ষে হেরিতে নারি জনক কারণে॥
সখীগণ নিয়োজিত চৌদিকে থাকএ।
কণ্টকের সঙ্গে যেন কুসুম বঞ্চএ॥
রিপুগণ উপহাসে মনে লাগে ভয়।
একতিলে শতবার মরণ নিশ্চয়॥
মরম কহিতে নাহি ব্যথিত বেদনী।
নিশ্বাস ধরিয়া মাত্র বঞ্চিএ রজনী॥

১১. কারণে-খ। ১২. তাহাত-ব।

কহিতে তোহ্মার সনে বচন সংবাদ।[১৩]
চারিদিকে নিরীক্ষিএ ভাবিয়া প্রমাদ॥
নিবেদি কহিয়া বাণী[১৪] পবন সহিত।
না জানি শব্দ কেহ শুনে[১৫] কদাচিত॥
যখনে নিঃশ্বাস ছাড়ি তোহ্মার কারণ।
পিতামহ মৃত্যু আহ্মি করিএ স্মরণ॥
যদি কেহ মৃত শোকে করএ রোদন।
তাহার নিকটে আহ্মি যাই তথক্ষণ॥
মৃতশোচি সহিতে তোহ্মার প্রেম-তাপে।
ছল করি কান্দি আহ্মি অনেক বিলাপে॥
এথ দুঃখ অভাগীর শরীর দহএ।
এথেকেহ প্রাণনাথ না হও সদএ॥
রক্ষক না[১৬] হও যদি প্রভু কদাচিত।
ভক্ষক হইতে পুনি না হএ উচিত॥
মোহর অদৃষ্ট অতি দুষ্ট খরতর।
প্রভু পদ হস্তে মোরে করিল অন্তর॥
নিবেদিলুঁ মরম বেদন আদিঅন্ত।
মনেত ভাবিয়া দেখ প্রভু গুণমন্ত॥
এহি মতে পত্রেত লিখিয়া যথ তাপ।
মরম রুধির দিয়া করিলেন্ত ছাপ॥
বান্ধিয়া পক্ষীর পাখে বিদায় করিলা।
মজনু সাক্ষাতে পুনি উড়িয়া আইলা॥
পাইয়া লায়লী পত্র মজনু দুঃখিত।
সমাচার যথ ইতি জানিলা নিশ্চিত॥[১৭]
হরিষ বদন অতি আনন্দ মঙ্গল।
জয় বলি মানিলেন্ত জীবন সফল॥
নয়ান অন্তরে পত্র রাখিতে ইচ্ছিলা।
জলে তিতিব ভএ তথা না রাখিলা॥

১৩. সম্বাদ মুই তোমার বিদিত-অা। ২৪. ধীরে ধীরে কহি কথা-অা। ১৫. কি জানি সংবাদ কেহ না শুনে-অা। ১৬. নিঠুর-অা। ১৭. বুঝিলা চরিত-ক, খ।

হৃদয় অন্তরে পত্র না রাখিলা পুনি।
কি জানি দহিব পত্র হৃদয় আগুনি॥
শিরেত তুলিয়া পত্র চুম্বিয়া অধরে।
যতনে রাখিলা পত্র প্রাণের উপরে॥
দুঃখভাব মনস্তাপ সকল হরিল।
কবজ করিয়া পত্র গলেত বান্ধিল॥
আসাউদ্দিন শাহা রসের সুধীর।
বচন রচন কহে দৌলত উজির॥

।। মজনু-সকাশে বন্ধুগণ ।।

। রাগঃ বসন্ত বাহার।

জগতে বিদিত[১] যদি হৈল ঋতুরাএ।
বিরহীক পিকগণে[২] পঞ্চম শুনাএ ।।
শারীশুক পক্ষীসব মদন উন্মাদ।
তরু হেন ডালেত বসিয়া করে নাদ।।
মলয়া সমীর ধীর বহএ সঘন।
হাস্যমুখ জাতী যুথী[৩] হরিষ অন্তর।[৪]
নবীন কলিকা দণ্ড দেখিতে সুন্দর ।।[৫]
পুষ্পদল মধ্যে ফল অধিক শোভক।
ডিম্ব হন্তে বিকশিল কীরের শাবক ।।
পত্রসব ঝাঁঝি হৈল কুসুম মৃদঙ্গ।
নাচএ নটক অলি দেখিতে সুরঙ্গ ।।
মজনুর মিত্র সব হৈল একত্তর।
যুকতি করএ সবে দুঃখিত অন্তর।।
এই যে মজনুবর পরম নৈরাশ।
একসর দুঃখমতি গহনে নিবাস ।।
শয়ন ভোজন তেজি তাপিত সঘন।
বিষম বিরহভাব হরিছে চেতন ।।[৬]
বসন্ত সময় এহি অতি আনন্দিত।
মজনুক আনিবারে যতন[৭] উচিত।।
এ বুলিয়া মিত্রগণ চলিলা সত্বর।
অবিলম্বে চলি গেলা মজনু-গোচর।।
এ দেখি মজনুবর আকুল হৃদএ।
একসর বন মধ্যে পড়িয়া আছএ ।।[৮]

১. জগত ভবিয়া-পুঃ পাঃ, ক, খ। ২. বন প্রিয়া সুললিত-ঘ, আ। ৩. গুনিসব-ক, খ।
৪. মঙ্গল-ঘ, আ। ৫. উজ্জ্বল-ঘ, আ। ৬. লায়লীর প্রেমভাবে হৈছে অচেতন-আ।
৭. মজনুর প্রতিকার করিতে-আ। ৮. অবিলম্বে চলি গেলা গহন অন্তর-আ।

বিনু ফাঁসে বন্দী[৯] হই পশু[১০] পক্ষীগণ।
চারিপাশে তাহান বঞ্চএ অনুক্ষণ॥
পুচ্ছ দিয়া ব্যাঘ্রসবে বিহারএ স্থল।
অহনিশি নিদ্রা যাএ তান পদতল॥
চারিপাশে কুণ্ডলী করিছে বিষধর।
ভুজঙ্গ বেষ্টিতত যেন দেবীর অন্তর॥
নিজশৃঙ্গে মৃগবর করিয়াছে ছায়া।
রৌদ্রেত তাপিত যেন নহে তান কায়া॥
হরিষ হইতে তান বিষাদ অন্তর।
কুরঙ্গ ইস্তক[১১] সবে নাচএ গোচর॥
এথেক কৌতুক সব দেখি মিত্রগণ।[১২]
সবিস্মিত হই সবে ভাবে মনে মন॥[১৩]
মিত্রগণে কুণ্ডলী করিলা চারিভিত।[১৪]
চান্দের চৌদিকে যেন নক্ষত্র বেষ্টিত॥[১৫]
করে ধরি মজনুক করএ মিনতি।[১৬]
কহন্ত করুণা ভাষে বচন পিরীতি॥[১৭]
কথেক সহিবা দুঃখ অরণ্য মাঝার।[১৭ক]
তোহ্মা দুঃখে আহ্মি সব হৃদয় বিদার॥[১৮]
লায়লী কারণে কেনে এথেক তাপিত।[১৯]
সব ধন্ধ পরিহর না হইও চিন্তিত॥[২০]
কথেক দহিবা তনু বিরহ অনলে।[২১]
দিন কথ বঞ্চ এবে মন কুতুহলে॥[২২]
বসন্ত সময় হৈল প্রচুর মঞ্জর।
সুরঙ্গ দুর্লভ দেশ দেখিতে সুন্দর॥

৯. বিনি পাশে বান্ধিয়া-আ। ১০. যথ-খ। ১১. অন্তক-ক, খ। ১২. মিত্রবর-ক, খ। ১৩. ভাবন্ত অন্তর-ক, খ; মিলিলা মজনু স্থানে হরষিত মন-আ। ১৪. উরে উরে আরোপিয়া গলে গলে মিলি-ম, আ। ১৫. চৌদিকে বসিলা সবে করিয়া কুণ্ডলী-ম, আ। ১৬. মজনুর গলে ধরি যথ মিত্রগণ-ম, আ। ১৭. বলএ মধুর ভাষে পিরীত বচন-ম, আ। ১৭ক. এ ঘোর কাননে-ম, আ। ১৮. কথেক দহিবা দেহ এ ঘোর কাননে-আ, ম। ১৯. দেখিতে তোমার দুঃখ আমি মিত্রগণ-ম, আ। ২০. হৃদয়ে জন্মিল দুঃখ না রহে জীবন-ম, আ। ২১. কতবড় লায়লীর পিরীতি দুর্লভ-ম, আ। ২২. তেজিলা তাহার লাগি সকল বল্লভ-ম, আ।

নিকুঞ্জ কুসুম সব অতি শোভা করে।[২৩]
জাতি-যুথী বিকশিত ভ্রমরা ঝঙ্করে॥[২৪]
মঞ্জরিল তরু সব তরল উত্তম।[২৫]
কোকিলে গাবএ সুখে সরস পঞ্চম॥
উদ্যানেত সরোবর সরস কমল।
পদ্মদল[২৬] বিকশিল অধিক উজ্জ্বল॥
হংসগণ জল মাঝে করএ বিহার।
বালক[২৭] মৃণাল সবে[২৮] করএ আহার॥
বহএ সুনীল নদী উদ্যান নিকট।
বিচিত্র সুন্দর টঙ্গী পয়োনিধি তট॥
দেশভরি দশদিশি কৌতুক সুসার।
যথ ইতি নরগণ হরিষ অপার॥[২৯]
চল মিত্র নিজ দেশে আনন্দিত মনে।
এথ দুঃখ বন মধ্যে কিসের কারণে॥
বিহার করিয়া যথ উদ্যান প্রবন্ধ।
বিস্মরিবা সব দুঃখ জন্মিবে আনন্দ॥
এ সব বান্ধব প্রতি না হৈঅ কঠিন।
হাস্যরঙ্গে একসঙ্গে বঞ্চ কথদিন॥
অসার সংসার মধ্যে জঞ্জাল বিশেষ।
চারিদিন জীবন মরণ অবশেষ॥
এই চারি দিবসে চিন্তাএ নাহি দাএ।[৩০]
যেনমতে সুখ মনে গোঞাইতে জুয়াএ॥[৩১]
এত শুনি মজনু হইয়া উত্তাপিত।
কহিল সভান আগে পরম বিস্মিত॥
বসন্ত সমএ মোর মনেত না ভাএ।
মৃত্যু ফলাএ মোর বসন্তের বাএ॥

২৩. নিকুঞ্জ কুসুম বনে ভ্রমর গুঞ্জর-ঘ, আ। ২৪. মালতী সব রঙ্গ-ঘ, আ। ২৫. দশদিশ কুসুমিত দেখিতে সুরঙ্গ-ঘ, আ। ২৬. শতদল-ঘ, আ। ২৭. বনজ-পূঃ পাঃ। ২৮. সুখে-ঘ, আ। ২৯. কণ্টক সুসার-ক,খ। ৩০. ফল-আ। ৩১. জনব গোঁয়াও সুখে না হইঅবিকল-আ।

যার মন বিরহ বিয়োগে উত্তাপিত।
পিকরবে হরিষ না হএ কদাচিত॥
বিরহ বিয়োগ যার হরিল চেতন।
ভ্রমর গুঞ্জরে তার না রহে জীবন॥[৩২]
পুষ্পধনু দগধএ যাহার শরীর।
পুষ্পের শরীরে তার প্রাণ নহে স্থির॥
মরম অন্তরে যার বিরহ বেদনা।
ধৈরজ না হএ তান না হরে রোদনা॥
ধনি বিনে ইন্দ্রাসন না শোভএ ভাল।
ধনি বিনে জীবন-যৌবনে কিবা ফল॥
উদ্যান স্থাপন বিনে জল নদীস্থান।
সৌরভ ঈশ্বরী বিনে গরল[৩৩] সমান॥
পুষ্পের[৩৪] কলিকা যেন মনসিজ শর।
নিদয়া হইয়া মোরে হানন্ত অন্তর॥
কেতকীর পুষ্প যেন করাত সমান।[৩৫]
বিদরএ হৃদএ নিরোধ নাহি মান॥
কমল নয়ান ধনি নাহি মোর সঙ্গ।[৩৬]
মোর মনে না ভাএ কমল মনোরঙ্গ॥[৩৭]
জলেত পড়িয়া হৈল সুখ পুষ্প মন্দ।[৩৮]
অমরার পুষ্প মো'ত লাগএ দুর্গন্ধ॥[৩৯]
প্রিয়াভাবে দিনে দিনে তনু হৈল ক্ষএ।
নিদয়া দারুণ ভাব অন্তর দহএ॥
দেশ হোন্তে অরণ্য সহস্র গুণে ভাল।
গৃহবাস সুখরঙ্গ সহজে জঞ্জাল॥[৪০]
কঠিন কপট মন মনুষ্য নিশ্চএ।
নিদয়া দারুণ মতি নিঠুর হৃদএ॥

৩২. বোলে তার বিদরে শ্রবণ-আ। ৩৩. বৈউব-পু: পা:। ৩৪. কুসুম-ম, আ।
৩৫. করেন্ত তুরমান-পু:; পা: ; করন্ত অমান-ক, খ। ৩৬. বিনে প্রাণি হৈল ক্ষএ-ম, আ।
৩৭. বনরঙ্গ-ক; দেখিতে কমল দেহ দহে মোর দেহ-ম, আ। ৩৮. জল পরীক্ষিয়া-পু: পা:, জল পরীক্ষিয়া হৈল শুকনা পুষ্প বন্দ-ক, খ; আখি হৈল নিঝরিয়া শুখনা পুষ্পর-আ, ম।
৩৯. সরোবর কেলি পুনি লাগএ দুষ্কর-ম, আ। ৪০. সুখভোগ সহস্র জঞ্জাল-ম, আ।

ধর্ম্মনাশা অপকারী অসত্য বচন।
পরমন্দ চিন্তএ হরএ পরধন॥
মাতাপিতা গুরুজনে নাহিক ভকতি।
ভাইর সহিতে ভাইর নাহিক পিরীতি॥
বন্ধুর সহিতে বন্ধুর নাহিক আদর।
মুখেত মধুর বাণী কপট অন্তর॥
বিদ্যমানে ভাল কহে অবিদিতে মন্দ।[৪১]
ইণ্ট সনে পরিবাদ মিত্র সনে দ্বন্দ্ব॥
কার সঙ্গে কাহার নাহিক উপরোধ।
অন্যে অন্যে সন্তানের বিবাদ বিরোধ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার মএ।
সাফল্য জনম লভি বিফলে বঞ্চএ॥
তেকারণে তেজি মুঞি মানব সমাজ।
পশুপক্ষী সঙ্গতি রহিলুঁ বনমাজ॥
পিরীতি নাহিক মোর এসব সহিত।
পশুসনে অরণ্যে রহিছি হরষিত॥
কর্ম্মের লিখন মোর বিরহ উন্মাদ।
মোর লাগি মিত্র সব না হৈঅ বিষাদ॥
সকল বান্ধব মিলি ঘরে চলি যাও।
ঘরমুখি[৪২] যাইতে মোর না চলএ পাও॥
এথেক বুলিলা যদি মজনু উদাস।
যথেক বান্ধবগণ হইলা নৈরাশ॥[৪৩]
রোদন করিয়া তবে হইলা অস্থির।[৪৪]
পলটি আইলা সবে আপনা মন্দির॥
আসাউদ্দীন শাহা বিখ্যাত ভুবন।
উজির দৌলতে কহে সরস বচন॥

৪১. ভালরূপ অবিদিত মন্দ-পুঃ পাঃ; কহে অন্যভাবে-ব; অবিদ্যাতে মন্দ-আ।
৪২. দেশেত-ব, আ। ৪৩. মিত্রগণ হৈল অতি পরম নৈরাশ-ব, আ। ৪৪. সবে বিকল শরীর-ব, আ।

॥ মজনুর চন্দ্র-নিন্দা ॥

। রাগ : ভূপালী ।

কর্ণপিতা ডুবিলেক সমুদ্র আলএ।
আনন্দে উদয় ভেল সাগর-তনএ ॥
বালী-ধনি বিকশিল অনেক উজ্জ্বল।
আকাশ উপরে যেন প্রদীপ উঝল ॥
গগন উঝল অতি উঝল রজনী।
বিকশিত কুমুদিনী উঝল ধরণী ॥
শরদ পূর্ণিমা নিশি বিমল অম্বর।
ধরণী ধবল মাত্র দেখিতে সুন্দর ॥
বন মধ্যে মজনু দুঃখিত কলেবর।[১]
পরিহার শয়ন যামিনী উজাগর ॥[২]
প্রাণের ঈশ্বরী বিনে নাহি আন জাপ।
চন্দ্রের সহিতে কিন্তু করএ আলাপ ॥
নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র তুহ্মি অমিয় নিকর।
অমানিশি উদয় হৈল কিসের অন্তর ॥
জগতে বোলএ তুহ্মি সুধাকর নাম।
তোহ্মার শীতল গুণ অতি অনুপাম ॥
মোর প্রতি কেনে তুহ্মি গরল সমান।
আনল সদৃশ মোর দগধ পরাণ ॥
তোহ্মার সমান মোর ঈশ্বরী বদন।
তোহ্মারে দেখিতে শ্রধা এহার কারণ ॥[৩]
মোর প্রতি নাহি কিছু তোহ্মার পিরীত।[৪]
অমৃত গরল হৈল একি বিপরীত ॥[৫]

১. একসর বন মাজে মজনু দুঃখিত-পূঃ পাঃ। ২. অহনিশি কান্দএ বিরহ বিষাদিত-পূঃ পাঃ। ৩. দেখিয়া মোরে আনন্দিত মন-পূঃ পাঃ। ৪. গৌরব তোমার-পূঃ পাঃ। ৫. অহনিশি গরল বরিখ আনিবার-পূঃ পাঃ।

দুঃখিত জনেরে কৃপা নাহিক তোম্মার।
তেকারণে প্রতি মাসে মৃত্যু একবার॥
বিপদ সমএ বৈরী হএ বন্ধুগণ।
শুভদশা হৈলে হএ অমিল মিলন॥
বিরহী জনের প্রতি শশী দয়া হীন।
এই পাপে প্রতিমাসে এক পক্ষ ক্ষীণ॥
বিরহী জনের তনু দগধে কারণ।
প্রতিমাসে একবার বিধুর মরণ॥
বিরহী জনের মন হৃদয় নিঃসঙ্গ।[৬]
তেকারণে রহিলেক ইন্দ্রের কলঙ্ক॥
বালক সমএ সর্ব লোকের বিদিত।
অধিক বিশেষ বক্র চক্রের রচিত॥
যৌবনেত কলানিধি কুচক্র প্রকৃতি।
তেকারণে চণ্ডালে লাঘব করে অতি॥
দুঃখের বারতা জান রাহুর গ্রহণে।
দুঃখিত জনের প্রতি দয়া নাহি মনে॥
বিরহী জনের তনু দগধে স্বরূপ।
তেকারণে দুই পক্ষে ধর দুই রূপ॥
যদি মুঞি লম্ফ দিয়া চন্দ্র লাগ পাম।
নামাই গগন হোন্তে সাগরে ডুবাম॥[৭]
নিরঞ্জন আরাধিমু করি জোড় হস্ত।
অবিলম্বে এহি চন্দ্র যাওউক অস্ত॥
শশোধর হেরিতে[৮] বাড়এ মোর দুখ।
নক্ষত্র হেরিতে মোর বিদরএ বুক॥
গণিতে তারক[৯] মোর প্রাণি হৈল শেষ।
অবেহ দারুণ নিশি না হএ অবশেষ॥
বিষম দীঘল নিশি মোর প্রাণঘাত।
প্রলয় সমান কিবা হইব প্রভাত॥

---

৬. নিঃশঙ্ক-ম। ৭. কাটারে কাটিয়া তোরে জলেত ভাসাম-পূঃ পাঃ। ৮. চন্দ্রমুখ দেখিতে-পূঃ পাঃ। ৯. নক্ষত্র গণিতে-পূঃ পাঃ।

কি বুদ্ধি তরিমু দুঃখ না দেখি উপাএ।
দারুণ রজনী দুঃখ সহন না যাএ॥
আজুনিশি না শুনিলুঁ তাম্রচূড় নাদ।
একি বড় বিপরীত অধিক প্রমাদ॥
কামসুতা ধনির নাহিক আগমন।
তাম্রচূড় অচেতন করিছে শয়ন॥
যদি নাদ না করএ কুক্কুট দুর্বার।
চূড়ার করাতে শির করিমু বিদার॥
অই কালিনী নাগ দংশিল হৃদএ।
প্রিয়া ধন্বন্তরী বিনে গরল উগএ॥
কান্দিতে কান্দিতে অতি হইল বিকল॥
নয়নেত না রহিল সন্ধানের স্থল॥
এহিরূপে বিলাপ করিতে অতিশএ।
নয়ান হইল তান জলের আলএ॥
জল মধ্যে না রহিল সন্ধানের তল।
মৃতবৎ ধ্যান-জ্ঞান হারাইল সকল॥
অধিক চিন্তাএ যদি ঘূর্ণিত নয়ান।
দৈবের ঘটনে কিন্তু আইল শয়ান॥
মৃতের শরীরে কিবা প্রাণ সঞ্চারিল।
কুমারীক দুঃখমতি স্বপনে দেখিল॥

।। স্বপ্নে লায়লীর সঙ্গে মজনুর মিলন

কুমারীক স্বপ্নেত দেখিল দুঃখমতি।
হাস্য রঙ্গে এক সঙ্গে বসিল যুবতী ।।
অন্যে অন্যে দোহানের মিলন এক সঙ্গ।
প্রেমের সাগরে যেন উঠিল তরঙ্গ ।।
বসিলা লায়লী ধনি মজনুর পাশ।
নয়নে বহএ ধারা সঘন নিঃশ্বাস।।
অধিক ভকতি রূপে বিনতি বচনে।
নিবেদএ দুঃখবতী প্রভুর চরণে।।
নয়ান পুতুলি তুহ্মি প্রাণের পরাণ।
ত্রিভুবনে তুহ্মি বিনে নাহি মোর আন ।।
কুলশীল লাজমান মহত্ত তেজিলুঁ।
শয়ন ভোজন সুখ সকল বর্জিলুঁ ।।
তুহ্মি সে পরম মোর তুহ্মি সে সহাএ।
তোহ্মার চরণ বিনে নাহিক উপাএ।।
ইহলোকে পরলোকে তুহ্মি মাত্র গতি।
দাসীর গৌরব যে রাখিবা মোর প্রতি।।
এহি রূপে বিলাপ করিলা অনিবার।[১]
মজনুর গলে কন্যা দিলা পুষ্পহার।।
ভজিলা তাহান পদ বিনতি করিয়া।
এহিরূপে কথক্ষণ দোহান বঞ্চিয়া।।
চৈতন্য হইলা যদি মজনু সুজন।
নিজ গলে সেই হার দেখিলা তখন।।
একগুণ দুঃখ মাত্র হৈল দশগুণ।
শরীর অন্তরে তান প্রবেশিল ঘুণ ।।
দারুণ বিরহ দুঃখে কান্দিয়া বিশেষ।
দুঃখ নিশি বঞ্চিলা নয়ান অনিমেষ।।

১. প্রেমভাবে রূপবতী হরিষ অপার-পুঃ পাঃ।

॥ লায়লী-সকাশে মজনু ॥

হরধর যদি ঘরে করিলা প্রবেশ ।[১]
হরিহিত উদএ রজনী হৈল শেষ ॥[২]
মজনু দুঃখিতবর হৈলা সচেতন ।[৩]
নয়ানের জলে মুখ ধুইলা তখন ॥
বিরহ আনল তাপে শরীর দহিল ।
লায়লী দর্শন হেতু তখনে চলিল ॥
বন হোন্তে মজনুবর আপনা শ্রধাএ ।
লায়লীর উদ্দেশে আপনি চলি যাএ ॥
নগরেত প্রবেশিল দুঃখিত বিকল ।
সভানে দেখিয়া বোলে আইল পাগল ॥
বালক সকলে তানে দেখিয়া নগরে ।
বোলএ পাগল আইল দেশের অন্তরে ॥
মজনু দুঃখিত অতি[৪] আগে চলি যাএ ।
পাছে পাছে শিশুগণে থাপরি বাজাএ ॥
পাষাণ মারএ কেহ কেহ বোলে মন্দ ।
নিজ কর্ম সহিতে মজনু করে দ্বন্দ্ব ॥
এই মতে দুঃখমতি তাপিত হৃদএ ।
চলি গেলা কুমারীর পুরীর আলএ ॥[৫]
উচ্চস্বরে ডাক দিয়া মজনু সুজন ।
হাহা প্রাণধনি মোর জীবের জীবন ॥
সে ডাক শুনিয়া কন্যা গবাক্ষে হেরিলা ।
প্রাণের দুর্লভ পতি দেখিয়া চিনিলা ॥
গবাক্ষের পন্থ দিয়া দেখিলা কুমারী ।
কান্দএ মজনুবর আপনা পাসরি ॥

১. কামসুতা ধনি যদি বিদিত হইল-পুঃ পাঃ । ২. স্মরবর নিজ ঘরে প্রবেশ করিল—পুঃ পাঃ । ৩. মজনু দুঃখিত অতি তাপিত জীবন-পুঃ পাঃ । ৪. চঞ্চলমতি-আ । ৫. কান্দিতে কান্দিতে গেলা কন্যার আলএ-ম, আ ।

পরম ভাবিনীবর বিরহ-তাপিনী।
মজনুর দুঃখ দেখি হইলা দুঃখিনী॥
বোলাই আনিলা বালা আপনা নিকট।[৬]
দিলেক দর্শন দান না ভাবি সঙ্কট॥
চারি আঁখি একসম হইল যখন।[৭]
অন্যে অন্যে দুইজনে করিলা রোদন॥[৮]
গদ গদ কহে কথা যুবতী কামিনী।[৯]
শুন শুন প্রাণপতি দুঃখের কাহিনী॥
কোন রঙ্গ নাহি মোর উপায় বর্জিত।
তোহ্মার কারণে মুঞি হইছি লজ্জিত॥
ভোজন শয়ন আদি নাহি গৃহ মাঝ।[১০]
অভ্যাগত অগ্রেত সহজে পাই লাজ॥
মাতা পিতা মোর আছএ অধিকারী।
আপনা শ্রধাএ আহ্মি কি করিতে পারি॥
জনক জননী মোর যদি হএ বশ্য।
বিবাহ রচন কর্ম ঘটএ অবশ্য॥[১১]
উদ্যান রক্ষক সনে করিলে পিরীতি।
মাগিয়া লইতে পারে ভাল ফল অতি।[১২]
মোর প্রতি আন ভাব না ভাবিও মনে।[১৩]
জীবন জানিও[১৪] মোর তোহ্মার চরণে॥
এইরূপে রূপবতী[১৫] কহিতে বচন।
আচম্বিতে দেখিলেক দ্বারিক দুর্জন॥
মহাক্রোধবন্ত হৈয়া লইয়া[১৬] কৃপাণ।
মজনুক হানিতে হইল আগুয়ান॥

৬. ছল করি নিল ধরি দ্বারের নিকট-খ, আ। ৭. একসম-আ। ৮. পঞ্চ প্রাণি মধ্যে জন্মিল বিষম-আ। ৯. বিরহ দাহিনী-আ। ১০. নাহি নাহি গৃহবাস-আ। ১১. নির্বহ রচন কার্য ঘটে স্বরূপস-আ; উৎসব কর্ম ঘটাইতে শেষ-ক, খ। ১২. ফুল সুললিত-আ। ১৩. মনে না ভাবিও অন্যরূপ-আ। ১৪. যৌবন-ক, খ; কমল চরণে মোরে জানিও মধুপ-আ। ১৫. দুঃখবতী-আ। ১৬. হস্তে ধরিল—আ।

হস্ত উঠাইয়া[১৭] খর্গ হানিতে ইচ্ছিল।
নাড়িতে নারএ হস্ত অশক্ত হইল ॥
পুনি আর[১৮] করে খর্গ ধরিলেক রোষে।
সেই কর অশক্ত হইল কর্মদোষে॥
দুই কর নাড়িতে নারএ পাপমতি।
কাতর হইয়া তবে করএ মিনতি॥
ক্ষেম মোর অপরাধ মজনু সুজন।
গৌরব করিয়া মোর রাখহ জীবন॥
না জানিয়া পাপিষ্ঠে করিলুঁ এথ[১৯] পাপ।
না চিনিয়া তোহ্মাকে দিলাম সন্তাপ ॥
তুহ্মি ধর্ম কলেবর গুণের নিধান।
সদয় হইয়া মোরে কর পরিত্রাণ॥
মজনু দেখিয়া তার দুর্গতি অপার।
বদনে উদয় ভেল রোদনের ধার॥
প্রেমের উদাস তবে[২০] বোলএ মধুর।
আও ভাই শুন মোর বচন প্রচুর॥
না চিন্তিঅ পরমন্দ তুহ্মি কদাচিত।
তবে সে তোহ্মার মন্দ না হৈব নিশ্চিত॥
দুর্জনের নাহি ভাল জানিও নিশ্চয়।[২১]
সুজনের শুভ গতি সর্বত্রে বিজয় ॥[২২]
এইমতে প্রথমে কহিলা ধর্মনীতি।
অবশেষে করিলেন্ত তাহার মুকতি॥
কান্দিতে কান্দিতে ভাবে[২৩] মজনু দুঃখিত।
প্রাণের ঈশ্বরী হন্তে হইলা বঞ্চিত॥
একগুণ দুঃখ লই আসিয়া মিলিলা।
শতগুণ দুঃখ লই পলটি চলিলা॥

১৭. দক্ষিণ করেত—আ। ১৮. বাম-আ। ১৯. মহা-আ। ২০. সেই দুষ্টরূপ প্রতি-আ; সেই দুষ্ট নিশাপতি-পুঃ পাঃ। ২১. দুর্গতি লাগএ পরিণামে-আ। ২২. শুভগতি বিজয় সর্ব ঠামে-আ। ২৩. তবে-আ।

মরম অন্তরে অতি রহিল সন্তাপ।
পিরীতি বনিজে[২৪] মাগ্র মনোদুঃখ লাভ।।
বুদ্ধি শুদ্ধি হারাইয়া পরম নিরাশ।
নজদ গহনে গিয়া করিলা নিবাস।।
আসাউদ্দীন শাহা মহাধর্মশীল।
উজির দৌলতে রস-পুস্তক রচিল।।

২৪. করিতে-পুঃ পাঃ।

।। নয়ফলরাজের সৌজন্য ।।

। রাগ ঃ কর্ণাট ।

সরোবর অধিকারী নয়ফল নাম ।
মহাবলবন্ত নৃপ সর্বগুণ ধাম ।।
একদিন সৈন্য সঙ্গে কুতুহল মনে ।
মৃগয়া করিতে গেলা নজদ গহনে ।।
মজনু দুঃখিতবর[১] পরম নিরাশ ।
কান্দিয়া বিষাদ ভাবে[২] ছাড়এ নিঃশ্বাস ।।
দৈবের ঘটনে তাক দেখিয়া নৃপতি ।
জিজ্ঞাসা করএ তার অনুচর প্রতি ।।
এই নর অরণ্যে নিবাসে কোন্ জন ।[৩]
রোদন করএ পুনি কিসের কারণ ।।
অনুচরে যথ ইতি মজনু বিত্তান্ত ।
নৃপতিক গোচরিল সব আদি অন্ত ।।
এথ শুনি নরপতি পরম বিস্মিত ।[৪]
হৃদয় অন্তরে অতি জন্মিল পিরীত ।।
রথ তেজি নৃপবর সকরুণা মনে ।
মজনু নিকটে আসি বসিলা তখনে ।।
প্রেমভাষে প্রীতি রসে নৃপ নয়ফল ।
জিজ্ঞাসএ যথ ইতি বিত্তান্ত সকল ।।
জিজ্ঞাসিলা কি কারণে অরণ্যে বসতি ।
নয়নে গলএ ধারা বিষাদিত মতি ।।
কোথাত বসতি তোহ্মা[৫] কাহার নন্দন ।
এথেক দুঃখিত পুনি কিসের কারণ ।।
কহ মহাশয় নিজ[৬] মরম বেদনা ।
খণ্ডাই তোহ্মার দুঃখ পুরাইমু কামনা ।।

১. মজনুকে দেখি নৃপ-প্ : পাঃ, ক, খ । ২. রোদন করএ তথা-আ । ৩. কোন হেতু গহনে নিবসে এইজন-অ । ৪. আসিয়া বিদিত-প্ : পাঃ, ক, খ । ৫. কথার রসিক তুমি-ক, খ । ৬. প্রকাশ করিয়া কহ-আ ।

এথ শুনি মজনুএ[৭] বচন আশ্বাস।
আদি অন্ত নিজ দুঃখ করিলা প্রকাশ ॥
এথ শুনি নরপতি হইলা সদএ।
মজনুর প্রতি তবে আশ্বাসি বোলএ ॥
অস্থির না হৈঅ পুনি শান্ত কর মন।
অবশ্য লায়লী সনে হইব মিলন ॥
পিরীতি সন্ধানে নতু বিবাদ রচনে।
মিলাইমু তোহ্মাক লায়লী-প্রিয়া সনে॥
বহু ধন রত্ন দিয়া সাধিমু[৮] পিরীত।
সাধিমু তোহ্মার কার্য জানিও নিশ্চিত ॥
এসব সন্ধানে যদি না হএ সুসার।
নিশ্চয়ই মোহর করে উহার সংহার ॥
কিন্তু তুহ্মি ধৈরজ ধরহ নিজ চিত।
উতাপিত দুঃখিত না হৈঅ কদাচিত ॥
চলহ আহ্মার দেশে না ভাবিও ভিন।
মনোরঙ্গে একসঙ্গে বঞ্চি কথদিন ॥
নিকুঞ্জ কুসুম বন সুরঙ্গ সুসার।
মন হরষিতে দোঁহ করিমু বিহার ॥
বসিয়া উঞ্চল মঞ্চে পয়োনিধি তীরে।[৯]
কৌতুক করিমু দোঁহ বিরল শিবিরে॥[১০]
জঞ্জালের জ্বালা সংসার সাগরে।
বান্ধিছে মানবীমন কৃতান্ত বিঁধিবারে ॥
কঠিন জঞ্জাল জান খণ্ডএ আপদ।
কাল হোন্তে মুক্ত হৈলে পাএ মুক্তিপদ ॥
জীবন জলের বিম্ব জানিও নিশ্চিত।
অবশ্য সভান মৃত্যু হৈব পৃথিবীত ॥
চিন্তায় যৌবন শেষ বল বুদ্ধিহীন।
সংসারেত আনন্দে গোঞাও কথদিন ॥

৭. মজনু শুনিলা যদি-আ। ৮. করিমু-আ। ৯. কুলে-আ। ১০. বসিয়া থাকিব। তথা রসকুতুহলে-আ।

ভাগ্যেত আছএ যেই সেই হৈব ভোগ।
অকারণে মনস্তাপ বিরহ বিয়োগ ॥
মনে দুঃখ ভাবিলে নাহিক প্রয়োজন।
না ঘুচএ না বর্তিয়া কর্মের লিখন ॥
হাস্য রঙ্গে এক সঙ্গে গোঞাইমু কাল।
অকারণে মনে তুহ্মি না ভাব জঞ্জাল ॥
মজনু শুনিলা যদি এসব কাহিনী।
কহএ করুণা ভাষে প্রদুত্তর বাণী ॥
শুন নৃপ মহামতি[১১] মোর নিবেদন।
মনেত না ভাব দুঃখ মোহর কারণ ॥
না চিন্তিও মোর হিত না ভাব[১২] উপাএ।
কর্মের লিখন দুঃখ খণ্ডান না যাএ ॥
মাতা পিতা ইষ্টগণে অনেক চিন্তিল।
কোন মতে মোর দুঃখ খণ্ডাইতে নারিল ॥
ভাবি চাহ মানিক্য জলেত না প্রকাশে।
অকারণে জল তবে সিঞ্চিব হুতাশে ॥[১৩]
কর্মে যে ব্যাধি তা নহে ঔষধে দমন।
বিঘট কর্মের দোষ না যাএ খণ্ডন ॥
শুভ দশা দূরে গেলে বিধি হৈলে বাম।
উপায় রচিলে না পূরাএ মনস্কাম ॥
চিন্তা জাপ জপিতে আছিএ এথদিন।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ ॥
বৃথা নৃপ মোর লাগি না হৈঅ চিন্তিত।
জনম অবধি মোর জীবন দুঃখিত ॥
এথ শুনি নৃপমণি আশ্বাস বচনে।
মজনুক ঘরে নিয়া রাখিলা যতনে ॥
দিলেক উত্তম বসন উপভোগ।
মজনু কারণে দিলা সকল সংযোগ ॥

১১. নরপতি-আ। ১২. কর-আ। ১৩. না হৈঅ তরাসে-খ

।। নয়ফলের পত্র ।।

অবশেষে নরপতি প্রেম অনুরাগে।
যতনে লেখিল পত্র মালিকের আগে।।
লায়লী জনক তরে পিরীতি সন্ধানে।
যতনে লেখিলা পত্র অনেক বন্দনে।।
প্রথমে পিরীতি রসে পরম[১] আশ্বাস।
পশ্চাতে বিবাদ পুনি না পুরিলে আশ।।
এই মতে পত্র লেখি দূত নিয়োজিল।
যতন করিয়া তবে আদেশ করিল।।
এই পত্র দেও নিয়া সুমতি-গোচর।
পুনি আনি দেও মোরে এহার উত্তর।।
নৃপতি আদেশে দূত চলিলা তুরিত।
পত্র আনি দিল তবে সুমতি বিদিত।।

১. বচন-খ।

।। সুমতির উত্তর ।।

পত্রের বারতা যদি পাইলা সুমতি।
হৃদয়ে জন্মিল দুঃখ ক্রোধ হৈল অতি ।।
উত্তর লেখএ তার সুমতি তখন।
শুন নৃপ নয়ফল আহ্মার বচন ।।
রাজার সিরাজ[১] তুহ্মি আহ্মি ভাবি পুনি।
বুদ্ধির বাহিরে মাত্র প্রশংসা বিহীনি ।।[২]
যদ্যপি তোহ্মার সৈন্য আছএ বিশেষ।
রক্ষিত হইব মাত্র আপনার দেশ ।।
যে জন পণ্ডিত হএ জ্ঞানবন্ত ধীর।
রচন আকার দেএ বচন সুধীর ।।
মোক অনুরূপ বাণী করিতে উচিত।
না লও লায়লী নাম পুনি কদাচিত ।।
নির্বলী জানিয়া মোরে না কর অ-মান।[৩]
কাতর না হই আহ্মি তোহ্মা বিদ্যমান ।।
এইরূপে উত্তর লিখিলা পত্র মাঝ।
দূতে নিয়া দিল পত্র নৃপতি সমাজ ।।
এসব উত্তর যদি শুনিলা নৃপতি।
রণ হেতু সাজিলেক ক্রুদ্ধ হই অতি ।।
যুদ্ধের বারতা যদি সুমতি পাইলা।
সেই ক্ষণে সৈন্য সঙ্গে সাজিয়া আইলা ।।

১. রাজবংশীরাজা-ক, খ, আ। ২. সঙ্কর বাহিনী-ক, খ ; তাই এসব কাহিনী-আ।
৩. না করহ মনে-ক, খ।

।। সমর ।।

দুই সৈন্য উপস্থিত সমর ভুবন।
অন্যে অন্যে যুদ্ধ হৈল নহে নিবারণ ।।
অশ্ববার অনেক পদাতি বহুতর।
নানান কৌতুক রঙ্গ[১] দেখিতে সুন্দর।।
ধনুর্ধর রথী সব রথে আরোহণ।
খর্গ ধরে বীরগণ কবচ ভূষণ ।।
দুই সৈন্য মহাবলবন্ত যোদ্ধা অতি।
পদভরে কম্পিতে লাগিল বসুমতি।।
রণবাদ্য শুনিতে গগন হৈল কালা।
সমুদ্রে জন্মিল যেন তরঙ্গ বিশালা।।
রণস্থল দেখি সব দুঃখিত অন্তর।
দুই কর শিরেত হানএ নিরন্তর।।
রেণুময় মেদিনী গগন পরশিল।
ধরিয়া জলদ-রূপ বাণ বরষিল।।
অনিবার সংগ্রামে দুর্জয় দুই দল।
খর্গত লাগিয়া খর্গ জ্বলএ আনল।।
প্রলয় সময় যেন হইল গোচর।
বহু জীব হেরিতে শমন কাতর।।
রণস্থল রুধির কর্দম হৈল অতি।
কেহ কারে পরাজিতে নাহিক শকতি।।
রথী দেখি নয়ফল অধিক রুষিল।
অকাতরে খর্গ লই সমরে পশিল।।
নৃপতিক হেন মতে দেখি সৈন্যগণ।
সবে মিলি মহাকোপে প্রবেশিল রণ।।

১. সব-ক, খ।

সুমতির সৈন্য বহু হইল সংহার।
স্থির হৈতে না পারএ রণের মাঝার ॥
ভঙ্গ দিল যথেক সুমতি সৈন্যগণ।
জয় পাইল নয়ফল আনন্দিত মন ॥
লায়লী সুন্দরী-বর পড়িলেক বন্দ।
দেখহ প্রেমের রঙ্গ বিবাদ প্রবন্ধ ॥

নয়ফলের মতিভ্রম, ষড়যন্ত্র ও মৃত্যু

হস্তেত পড়িল যদি কুমারী রতন।
গৌরবে রাখিলা অতি করিয়া যতন।।
মজনু বিবাহ কর্ম যথ ইতি কাজ।
রচন করিলা তবে অনেক বিরাজ।।
বিধাতার নিবন্ধ যে বিঘটন কর্ম।
নয়ফল মনেত জন্মিল আন ধর্ম।।[১]
কেমত সুন্দরী কন্যা দেখিবারে সাধ।
যার লাগি মজনু এথেক উন্মাদ।।
এথ ভাবি কুমারীক আসিয়া দেখিলা।
মূৰ্ছিত হইয়া নৃপ ভূমিত পড়িলা।।
কথক্ষণে নৃপ যদি লভিল চেতন।
পরিণয় করিতে ভাবএ মনে মন।।
বুদ্ধি এক সৃজিলেক কপট হৃদএ।
মজনুর প্রতি তবে বিনয় বোলএ।।
মোহর পুরীতে আছে অনেক কামিনী।
বিদ্যাধরী সমরূপ ত্রিলোক মোহিনী।।
খঞ্জন গঞ্জন জিনি নয়ান ভঙ্গিমা।
অধর রঙ্গিমা অতি বদন চন্দ্রিমা।।
এসব সুন্দরী মধ্যে যাক মনে লএ।
হাসিয়া ইঙ্গিত কর[২] বুলিএ তোহ্মাএ।।
বিশেষ সুন্দরী নহে লায়লী নিশ্চিত।
তার লাগি এথ কেনে আকুল চরিত।।
এথেক শুনিলা যদি মজনু দুঃখিত।
পদুত্তর বলিলেক নৃপতি বিদিত।।

১. অধর্ম-ক ; বিধর্ম-খ। ২. কহ-পুঃ পাঃ।

প্রবেশ করিয়া মোর নয়ান অন্তর।
লায়লীক নিরক্ষিয়া দেখ নৃপবর॥
তবে সে দেখিবা তুহ্মি লায়লীর রূপ।
রূপে অবতারী হেন জানিবা স্বরূপ॥
ইন্দ্রাণী রোহিণী নহে লায়লী সমান।
নয়ন পুতলি মোর প্রাণের পরাণ॥
হুরপরী বিদ্যাধরী নাহি মোর দায়।
লায়লী সুন্দরী বিনে আন নাহি ভায়॥
মজনুর পদুত্তর শুনিয়া নৃপতি।
মনেত ভাবিল দুঃখ জন্মিল কুমতি॥
বলক্রমে লায়লীক যদি লই হরি।
অযশ ঘুষিবে যথ আরব নগরী॥
মজনুক বধিমু প্রকার অনুবন্ধে।
তবে সে লায়লী সনে বঞ্চিমু আনন্দে॥
এথেক কুবুদ্ধি যদি মনেত ভাবিল।
সেবকেরে তবে তার ইঙ্গিতে কহিল॥
মধুর কটোরা আন মোহর কারণ।
গরল কটোরা আন মজনুর কারণ॥
রাজ-আজ্ঞা অনুরূপ সেবক দুরাচার।
সেইক্ষণে আনে দুই কটোরা সুসার॥
হত বুদ্ধি হইয়া ভুলিল চারি দিশ।
মজনুক মধু দিল নৃপতিক বিষ॥
দুর্জনে সৃজিল কূপ আনের কারণ।
সেই কূপে পড়িয়া হারাইলা জীবন॥
মৃত্যু হৈল নয়ফলের অধর্ম সন্তাপ।
তরিল মজনুবর ধর্মের প্রতাপ॥
নয়ফল মৃত শুনি আইলা সুমতি।
দুহিতাক লই গেলা হরষিত মতি॥
মজনু দুঃখিত অতি পরম নিরাশ।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা কানন নিবাস॥

অপরূপ কৌতুক বিধাতা নিয়োজন।
ভাব সিদ্ধি মনোরথ[৩] না হৈল মিলন॥
ফুল বিনে বৃক্ষ যেন ফল না ধরএ।
কর্ম বিনে চেষ্টাএ মানস না পূরএ॥
দৌলত উজিরে কহে অতুল বন্ধন।
কর্ম যে জানিঅ সার চেষ্টা অকারণ॥

৩. মজনুর-ক, খ।

।। লায়লীর যৌবনোদ্বেগ ।।

। রাগঃ খর্ব ছন্দ ।

ঋতুরাজ উপনীত[১] কুসুম সমএ।
দশদিশ কুসুমিত সুরঙ্গ শোভএ ।।
পিকগণে পঞ্চম গাবএ মনোসাধ।[২]
বিরহিণী শ্রবণে শুনিতে পরমাদ ।।[৩]
তরু হৈল তরুণ নিকুঞ্জ নিধুবন।
মলয়া সমীর ধীর বহএ সঘন।।
জাতী যুথী মালতী লবঙ্গ বিকশিত।
পরিমল মনোহর অতি আমোদিত ।।
ভোমরা ভোমরী জোড়ে মধু করে পান।
তা দেখিয়া বিরহীর না রএ পরাণ ।।
মুঞ্জরিল ভুবন-মোহন তরুগণ।
শারীশুক পক্ষীসব উল্লসিত মন ।।[৪]
কুসুমের রেণুতে ভ্রমর গুঞ্জরিয়া।
পবনের রথে রতিপতি আরোহিয়া ।।
লায়লীর যৌবন-রাজ্যেত প্রবেশিলা।
হানিয়া ফুলের শর বিজয় করিলা ।।
অলি পিকে কুসুম্বিত হইল শৃঙ্গার।
তা দেখিয়া বিরহীর মর্ম বিদার ।।
বোলে-রূপে বনরম্য প্রবেশ করিলা।
নিমেষেকে পরাজিয়া জীবন হরিলা ।।
প্রথমে মারুত অঙ্গ করিল তাপিত।
দ্বিতীএ কোকিল-রবে মন বিষাদিত।।

১. আইল পঞ্চমী মাঘ-আ। ২. পিককুল হরষিত বোলএ পঞ্চম-আ। ৩. বিকশিত পলাশ কাঞ্চন মনোরম-আ। ৪. শরীরের সুখ সব হৈল অকারণ-পুঃ পাঃ।

তৃতীএ ভ্রমরা-বোলে হরিল চেতন।
চতুর্থে কুসুমাসার বধিল জীবন॥
জনম তাপিনী ধনি বিরহ দাহিনী।
বিলাপ করএ নিজ দুঃখের কাহিনী॥
প্রাণের দোসর পতি গেল দিগন্তর।
আহ্মার প্রাণের অরি হৈল পঞ্চশর॥
হীনবল ক্ষীণতনু আহ্মি দুঃখবতী।
দেবেরে সহিতে কিবা আহ্মার শকতি॥
তুহ্মি দেব মন্মথ নিদয়া দারুণ।
বিনি দোষে স্ত্রীবধ করিলে কি গুণ॥
সপতির নিকটে না পার যাইবার।
বিরহিণীর পাশে কেমন দুরাচার॥
বিরহিণী বধ বিনে নাহি আন কাম।
এহি সে কারণে বাণ হৈল তোর নাম॥
ভস্ম কৈল হরের নয়ান তীর্থ[৫] আগি।
পুনি জন্ম লভিলা মোহর বধ লাগি॥
কি করিত বালেমু থাকিত যদি ঘরে।
অলি পিক সুধাকর পবন ফুলশরে।।*

---

৫. তীক্ষ্ণ-আ।

* প্রাণের দোসর ... ফুলশরে অবধি বাবো চরণের পূর্বে ধৃত পাঠ।
আহ্মাক তেজিয়া প্রভু দূর দেশে গেল।
পঞ্চবাণ দেব সনে বৈরীভাব ভেল॥
বলহীন তনুক্ষীণ মুঞি দুঃখবতী।
দেবের সহিতে মোর নাহিক শকতি॥
তুমি দেব মন্মথ অতি অকরুণ।
বিনি দোষে স্ত্রীবধ হই নিদারুণ॥
শুন প্রভু নিশ্চএ তোর নাহিক সাহসে।
কুপুরুষ কর্ম তোমার বিরহিণীর বশে॥
ভস্ম হৈলে হরের নয়ান তীর্থ আগি।
পুনি জন্ম হইল মোহোর বধ লাগি॥
মোর প্রাণপতি যদি থাকিত মন্দিরে।
কি করিত অলি পিক কুসুম সমীরে॥-পুঃ পাঃ।

প্রভু বিনে আহ্মার যৌবন হৈল বৈরী।
রতিপতি দগধে সহিতে না পারি॥
কি জানি কেমত্ত দোষে বিধি হৈল বাম।
অধম তাপিনী মোর না পূরিল কাম॥
বিরহিণী উতাপিনী কিছু নাহি জানি।
হিয়ার অন্তরে মোর কে দিল আগুনি॥
দারুণ মদন বাণে আনল সমান।
তন মন দহিল্ল দহিল মোর প্রাণ॥
দিবস না হএ শেষ নিশি না পোহাএ।
মনের আনল মোর নয়ানে না ভাএ॥
বিরহ সাগর মধ্যে তরঙ্গ অপার।
ডুবিল জীবন-নৌকা না দেখি নিস্তার॥
বিষম আপদ কালে বিপদ সমএ।
পার কর দীননাথ করুণা হৃদএ॥
দংশিল কালিনী নাগে মরম অন্তর।
গরলে জরিল তনু হইল জর্জর॥
ঔষধে না করে তার মন্ত্র না মানএ।
প্রভু দরশন বিনে সারন না হএ॥
অর্ধেক আসিয়া প্রাণ রহিল আহ্মার।
যাইব কি রহিব প্রভুর আজ্ঞা আর॥
প্রাণনাথ বিনে মোর ত্রিভুবন শূন।
বিষম বিয়োগ রোগ হইল প্রবীন॥
নয়ান মলিন হৈল তনু হৈল ক্ষীণ।
তুহ্মি প্রভু বিনে মুঞি না দেখিএ ভিন॥
যুবক যুবতী সনে আনন্দে গোঞাএ।
স্বামী সুখ রসরঙ্গে বঞ্চএ সদাএ॥
মুঞি পাপী জনম লভিল মহাপাপ।
জীবন হৈল শেষ বিরহ সন্তাপ॥
জনম জনম পাপে ভুঞ্জিতে কারণ।
বিরহিণী নারী মোর হইল সৃজন॥

কোন বিধি সৃজিল বালেমু পরদেশ।
জীবন রুদিতে মোর তনু হৈল শেষ॥
কোন রাহু আছাদিল ও চান্দ নির্মল।
নয়ান থাকিতে মুঞি হইলুঁ আন্ধল॥
শিরের মুকুট মোর কে করিল দূর।
কোনে মুছিলেক মোর শিরের সিন্দূর॥
বরিষার ছত্র মোর কোনে নিল হরি।
শীতের উড়ন মোর নিল কোন্ বৈরী॥
নিদাঘ কালের মোর গায়ের চন্দন।
কোন্ দুষ্টে হরিল কঠিন তার মন॥
কল্পতরু ছায়া চাহিলুম দুঃখবতী।
সেই ছায়া হরি নিল কোন্ দুষ্টমতি॥
পাইলুঁ চিন্তামণি অনেক করিয়া।
কেমন দারুণ চোরে লই গেল হরিয়া॥
জীবের জীবন মোর শারিয়া দুরন্ত।
কোন নিধি হেন নিধি করিলেক অন্ত॥
রূপে গুণে হীন আহ্মি নারী অভাগিনী।
সব দোষ জানিয়া ইচ্ছিল শিরোমণি॥
তবে কেনে ভিন্ন ভাব ছাড়িল আহ্মারে।
চিন্তা দিয়া প্রাণনাথ করিলা গমন।
চিন্তা বিনে সঙ্গে মোর নাহি কোনজন॥
চিন্তাতাপে জ্বলিয়া গোঞাই কথদিন।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর তনু হৈল ক্ষীণ॥
চিন্তাসম তাপ নাহি এ মহীতলে।
চিতার অধিক দাহ চিন্তার আনলে॥
নিতি প্রতি মরম দগধে পঞ্চশরে।
কহিতে মনের ব্যথা মরম বিদরে॥
রূপরঙ্গ দূরে গেল বদন মলিন।
খণ্ডিল নয়ান জুতি তনু হৈল ক্ষীণ॥

দারুণ বিরহ দুঃখ নাহি অন্ত ওর।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী কঙ্কন হইল মোর॥
নিশিদিশি দহে প্রাণ নিদারুণ রোগ।
কঙ্কণ হইল তার বিষম বিউগ॥
দুই তার বাহুর গলের হইল হার।
কঠিন হইল তনু পয়োধর ভার॥
হাস লাস লাবণ্য সকল অকারণ।
গরল সমান হৈল গাত্রের আভরণ।
আজু হোন্তে না শোভএ কবরী[৬] মোহন।
শিষের সিন্দুর মোর না করে শোভন॥
আজু হোন্তে না শোভএ চিত্রিত বসন।
তেজিল অলঙ্কার সজ্জা[৭] আর সিংহাসন॥
আজু কেন পিক নাদে না রহে জীবন।
ভ্রমরার রোলে মোর নিরোধ শ্রবণ॥
আজু কেনে ক্ষুব্ধ রতিপতি মতি।
প্রাণনাথ বিনে মোর এথেক দুর্গতি॥
অবেহ না মিলিল প্রভুর দরশন।
আহ্মার দিবস যাম হৈল অকারণ॥
কিবা প্রভু আগে আইস আহ্মার মন্দিরে।
কিবা আহ্মি আগে যাই যমের নিয়ড়ে॥
শমন ভবন কিবা প্রভুর দরশন।
দুই মধ্যে এক হোন্তে দুঃখ বিমোচন॥
মরিমু নিশ্চয় মাত্র মনে এই দুঃখ।
মৃতকালে না দেখিলুঁ প্রভুর চান্দ মুখ॥
এই মতে দুঃখবতী করএ বিলাপ।
বিষম বিরহ দুঃখ নাহি আন তাপ॥
ভূমিতে লুটএ ধনি বিরহ বেদনী।
কনক প্রতিমা যেন লুটএ মেদনী॥

---

৬. নূপুর-আ.। ৭. শয্যা-আ।

।। লায়লীর স্বপ্ন ।।

মূর্ছিত হৈল ধনি নাহিক চেতন।
সেই অচৈতন্য মধ্যে দেখএ স্বপন।।
মজনু দুঃখিত বড় তাপিত অন্তর।
স্বপনে দর্শন দিল লায়লী গোচর।।
ভাবক ভাবিনী দোহাঁ বসিয়া বিরলে।
বিলাপ আলাপ করে মনের আনলে।।
রুদিত দুঃখিত অতি বিষাদিত[১] তনু।
কুমারীক নিবেদএ দারুণ মজনু।।
মোর লাগি তুহ্মি ধনি তেজিলা সকল।
মোর হেতু তুহ্মি প্রিয়া সদাএ বিকল।।[২]
চকোয়া চকিনী দুই হইছি বিছোড়।
কবে যেন বিরহ যামিনী হৈব ভোর।।
কবে জানি দেখা হৈব বেকত নয়ন।
মিলিব মানস মোর নয়ানে মিলন।।
তোহ্মার নিকটে আহ্মি আছি অণুক্ষণ।
একতিল তোহ্মাকে না করি বিস্মরণ।।
তনু যদি মিলিতে না পারে রাঙ্গা পাএ।
চরণ ভজিয়া মন রহিছে সদাএ।।
এই মত দুঃখমতি পরম নৈরাশ।
কন্যাপ্রতি বহু ভাতি করিল আশ্বাস।।
গাঁথিয়া প্রেমের ফুলে পিরীতির হার।
কন্যার গলাতে দিয়া মাগে পরিহার।।
মুহর্চ্ছিত প্রেমবতী দেখএ স্বপন।
মৃতবৎ কায়া যেন নাহিক চেতন।।

১. বিকলিত-আ। ২. আকুল-আ।

সখীগণ নীরক্ষিয়া কন্যার চরিত।
উপায় চিন্তএ সবে পরম চিন্তিত ॥
সজীবে আছএ কিবা নিজ মন বশ।
এক সখী তুলা দিয়া হেরএ নিঃশ্বাস ॥
কমলের দানা কেহ করএ লেপন।
বাউ[৩] তৈল শিরেত লাগাএ কোন জন ॥
সখীগণে উপদেশ অনেক চিন্তএ।
দারুণী দুঃখিনীবর চৈতন্য না পাএ ॥
সবে মিলি মনেত ভাবিলা অনুপাম।
চৈতন্য না পাএ বিনে মনোরম নাম ॥
এথ ভাবি লায়লীর শ্রবণে লাগিয়া।
মজনু আইলা হেন বোলএ ডাকিয়া ॥
মহা মন্ত্র জপে যেন গরল খণ্ডিল।
প্রভু নামে প্রেমবতী চৈতন্য লভিল ॥
সচকিত দুঃখবতী চোদিকে হেরএ।
কোথা মোর প্রাণপতি জিজ্ঞাসা করএ ॥
চৌদিকে চাহিয়া যদি না পাইল দর্শন।
মনোদুঃখে দুঃখবতী করএ রোদন ॥
নিশিদিশি হৃদএ তাপিত হতবুদ্ধি।
হারাইল জ্ঞান মান নাহি কিছু সুদ্ধি ॥
একতিলে শতবার হইল মরণ।
জনম হইল ব্যর্থ বিফল জীবন ॥
এইরূপে জনম গোঞাএ বিরহিণী।
কহিতে নাহিক অন্ত দুঃখের[৪] কাহিনী ॥
এথেক মনের দুঃখ না জানএ আনে।
যাহার মনের তাপ সেই ভাল জানে ॥
আসাউদ্দিন শাহা সর্বগুণ যুত।[৫]
উজির দৌলতে কহে বচন পিরীত ॥

৩. বিষ্ণু-আ। ৪. সে সব-পূঃ পাঃ।
৫. দৌলত উজিরে কহে নিজ অনুমানে
যাহার মরমে দুঃখ সেই ভাল জানে।

॥ লায়লী ও মজনুর আলাপ ॥

। রাগ সুহি : তুড়ি ।

নিজ পরিবার সঙ্গে সুমতি সুজন।
শাম দেশে চলি যাএ সকৌতুক মন॥
অপরূপ রথ সব কহন না যাএ।
নারীগণ আরোহণ হইলা তথাএ॥
উট পড়ে কনক চৌদোল সুরচিত।
আরোহণে লায়লী পরম বিষাদিত॥
রজনীতে চলি যাইতে পন্থের উপর।
ছুটিল লায়লীর উট অরণ্য ভিতর॥
কুমারী নিকটে কেহ মনুষ্য না ছিল।
গহন অন্তরে গিয়া উট প্রবেশিল॥
অন্ধকার রজনী না পাএ পন্থ সুদ্ধি।
একাকিনী অরণ্যে কান্দএ হতবুদ্ধি॥
যে বনে রহিছে মজনু মনোদুঃখী।
সে বনেত ভ্রমএ লায়লী শশিমুখী॥
নিশাপতি অস্ত গেল প্রভাত হইল।
দূরেত মনুষ্য এক নয়ানে দেখিল॥
মনুষ্য দেখিয়া বালা হরিষ হইলা।
পন্থ উদ্দেশিতে তবে নিকটে আইলা॥
দুর্বল কুবল অঙ্গ দেখিতে কুৎসিত।
মজনুক না চিনিলা লায়লী নিশ্চিত॥
জিজ্ঞাসএ কুমারী তোহ্মার কিবা নাম।
একসর কি শোকে রহিছ এহি ঠাম॥
জীবের জীবন ধনি নয়ান বিদিত।
চিনিবারে না পারএ মজনু দুঃখিত॥
মনুষ্য-বচন কিন্তু শুনিয়া শ্রবণে।
উত্তর দিলেক তার কাতর বচনে॥

কএস মোহর নাম দুঃখিত জীবন।
মজনু হইলুঁ মুঞি প্রেমের কারণ॥
এথ শুনি প্রেমবতী তাপিত অন্তর।
উট হন্তে পড়িলেক মেদিনী উপর॥
মুঞি দুষ্ট অভাগিনী লায়লী দুঃখিনী।
দিষ্টি করি দেখ মোরে প্রভু শিরোমণি॥
লায়লীর নাম যদি মজনু শুনিল।
মৃতবৎ কায়া যেন জীবন লভিল॥
প্রেমভাবে কান্দএ পরম বিষাদিত।
নিঃশ্বাস ছাড়এ অতি হৃদয় তাপিত॥
আজি মোর শুভ দিন বিধি পরসন।
জীবের জীবন সনে হৈল দরশন॥
দেখিলুঁ নয়ান ভরি প্রাণেশ্বরী মুখ।
হরিষ হইল মন খণ্ডিলেক দুঃখ॥
প্রত্যয় নাহিক পুনি অদৃষ্টে মোহর।
চৈতন্য হইল কিবা নিদ্রাএ বিভোর॥
আহা প্রভু এহি কি করিলা বিশেখ।
স্বপন দেখিতে আছি কিবা পরতেক॥
ক্ষণে মনে লএ পুনি ও চান্দ বদন।
না জানি কি গতি মোর না দেখি যখন॥
পন্থেত মিলিল মোর অমূল্য রতন।
যদি সে না হএ বাম প্রভু নিরঞ্জন॥
পাইলুঁ সম্পদ নিধি বিনি পরিশ্রম।
বিপদে না হরে যদি সহজে উত্তম॥
এথ শুনি লায়লী যুবতী বুদ্ধি নাশ।
নিবাএ[১] আশ্বাস-বাণী মজনু হুতাশ॥
মুছিল নয়ান জল বিশেষ যতনে।
কহএ মধুর বাণী অনেক রচনে॥

১. বিনএ-ক, খ।

আএ প্রভু অকারণে না ভাব সঙ্কট।
মিলিল দূরের নিধি আসিয়া নিকট ॥
মনোরথ পূরিল হরিল মনস্তাপ।
হৃদয়ে আনন্দ কর না ভাব সন্তাপ ॥
মনের পিয়াসা দূর না হৈব বিকল।
হস্তগত থাকিতে অমৃত কুম্ভ জল ॥
রক্ষক বর্জিত[২] ফল কেহ যদি পাএ।
ক্ষুধায় পীড়িত হৈলে ভক্ষিতে জুয়াএ ॥
নিষেধিতে পুনি তাক উচিত না হএ।
পরিণয় কর মোরে সদয় হৃদএ ॥
করিএ তোহ্মার সেবা এক মন কাএ।
আচ্ছাদন করিয়া রাখহ রাঙ্গা পাএ ॥
শুনিয়া লায়লী-বাণী মজনু দুঃখিত।
নয়ানে বহএ ধার বোলএ কিঞ্চিত ॥
গুপ্ত রূপে তোহ্মাকে করিলে পরিণএ।
আরব নগরে লোকে দুষিব নিশ্চএ ॥
বান্ধিতে ব্যূহের দ্বার আছএ উপাএ।
মনুষ্যের মুখ মাত্র বন্ধন না যাএ ॥
তোহ্মা সনে মোর প্রেম বেকত সংসারে।
এহেন গোপত কর্ম না হএ সুসারে ॥[৩]
স্থান ক্ষণ দোঁহে যদি পাইল বিরলে।
না করে অশক্য কর্ম ধার্মিক সকলে ॥
গুপ্ত রূপে আন দৃষ্টে ঈশ্বর সৃজন।
গোপতেত পরীক্ষএ সবাকার মন ॥
সহজে সেবক যদি সাধুজন হএ।
পর ধন জল কভু গ্রহণ না করএ ॥
করতার আজ্ঞা বিনে কর্ম যথ ইতি।
ঘটাইতে না পারএ মনুষ্য শকতি ॥

২. রক্ষিত বর্জিত-পুঃ পাঃ। ৩. আমার-ক।

না বোল এ বোল পুনি প্রাণের ঈশ্বরী।
প্রভু-আজ্ঞা বিনে কর্ম করিতে না পারি॥
তোহ্মার অঙ্গের ছোঁয়া মোহর হৃদএ।
ইন্দ্র-সুখ সমতুল জানিও নিশ্চএ॥
তবে সে ভাবক মুঞি সাধু সুচরিত।
তোহ্মাক মিলাই যদি সুমতি সহিত॥
এ বুলিয়া লায়লীক উটে চড়াইয়া।
চলিলা সুমতি তরে আপনা খাইয়া॥
গুপ্তরূপে কুমারীক স্থানে আনি দিলা।
পুনরূপি দুঃখমতি অরণ্যে চলিলা॥
কান্দিতে কান্দিতে যাএ বিষাদিত মন।
দারুণ বিরহ বাণ নাহিক চেতন॥
নিশ্বাস ছাড়এ ঘন ভাবিয়া সন্তাপ।[৪]
বলবুদ্ধি হারাইয়া করন্ত বিলাপ॥
হাহা প্রভু নিদারুণ কি তোহ্মা বেভার।
হস্তে মোর রত্ন দিয়া নিলা পুনর্বার॥
মনোরথ-পক্ষী মোর হইছিল বন্দী।
না জানিলুঁ উড়িল পাইয়া কোন্ সন্ধি॥
ধন্বন্তরী আছিলেক মোহর সম্পাশ।
প্রেমের ঔষধ ছিল করিতে প্রকাশ॥
কণ্ঠ শুকাইল মোর পয়োনিধি কূলে।
পলটী আইলুঁ মুঞি নয়ানের জলে॥
এইমতে একসর পরম নিরাশ।
পশু পক্ষীগণ সঙ্গে অরণ্যে নিবাস॥
নিশিদিশি রোদন করএ অনিবার।
দশদিশ নয়নে লাগএ শূন্যকার॥
যৌবন হৈল বৃথা জীবন আপদ।
শমন সমান হৈল এ সুখ সম্পদ॥
মনস্কাম না পুরিল বিরহ দুঃখিত।
বারমাস বিলাপএ চৌতিশা সহিত॥

৪. মনস্তাপ-ক, খ।

॥ মজনুর মদন-জ্বালা ॥

[বারমাসি ঃ চৌতিশা]

। রাগ ঃ বসন্ত ।

কুসুম সময়েত অমৃত পরবেশ ।
কুসুমিত বৃন্দাবনে সুরঙ্গ বিশেষ ॥
ক্ষেণেক বিচ্ছেদ নাহি রসিক সকলে ।
খেলএ বসন্ত ক্রীড়া যুবতী মণ্ডলে ॥
গুণরত্ন লায়লী রহিল দূরান্তর ।
গোঞাই মজনু আক্ষি অরণ্য ভিতর ॥
কান্দএ মজনু দুঃখে গিয়া বন মাঝ ।
কামিনী লায়লী বিনে প্রাণে কিবা কাজ ॥
ঘন ঘন বৈশাখে শুনিয়া পিক নাদ ।
ঘোর হৈল নয়ান জীবনে নাহি সাধ ॥
উপবন পুষ্পিত মারুত বহে মন্দ ।
উড়ে পড়ে অলি সব পিয়ে মকরন্দ ॥
চন্দ্রমুখী লায়লীর না পাই দরশন ।
চিন্তিত মজনু আক্ষি দুঃখিত জীবন ॥
স্রোত বহে নয়ানে দেখিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস ।
ছটফট করে চিত্ত পরম নিরাশ ॥
জগতেত জনম হইল মোর কাল ।
জীবন যৌবন মোর হইল জঞ্জাল ॥
ঝঙ্কারএ মদনে লায়লী অদর্শনে ।
ঝুঁকি ঝুঁকি মজনু গোঞাই রাত্রদিনে ॥
নিকটে সুন্দরী নাহি আষাঢ় প্রবেশ ।
নিয়মে নাহিক চিত্ত দগধে বিশেষ ॥
টলমল হৈল দেহ গগন গর্জনে ।
টুক টুক হৈল বুক দামিনী দামনে ॥
ঠাহিতে তুলনা নাহি হৈলুঁ অন্ধকার ।
ঠেকিলুঁ মজনু আক্ষি আপদ মাঝার ॥

ডুবিলুঁ শ্রাবণ মাসে বিরহ সাগরে।
ডাকএ চাতক পক্ষী বরিখ নির্ভরে॥
ঢুঁড়িলুঁ অনেক মুঞি না পাইলুঁ দর্শন॥
ঢোল রঙ্গ যথ ইতি রৈল অকারণ॥
আন না লএ মনে লায়লী ধনি বিনে।
আনলে মজনু তনু দহএ সঘনে॥
তামসী রজনী ভাদ্র অতি ভয়ঙ্কর।
তনুক্ষীণ মজনু বঞ্চএ একসর॥
স্থল যথ নয়ানে দেখিয়া জলমএ।
থরকএ মন মোর মদনে দহএ॥
দর্শন না হৈল পুনি লায়লী সহিত।
দারুণ মজনু প্রাণ দহে প্রতিনিত॥
ধরণী ধবল ভেল আশ্বিন রজনী।
ধরাইতে নারি চিত্ত দগধে পরাণি॥
না লইমু তোর নাম একমন কাএ।
না পূরিল মনস্কাম না দেখি উপাএ॥
পুনরপি লায়লীর না পাইলুঁ দর্শন।
পৃথিবীত মজনুর নিষ্ফল জীবন॥
ফাফর হৈল মন কার্তিক নিশ্চএ।
ফাটএ জীবন মোর ধৈরজ না হএ॥
বিধু যেন গগনেত গরল উগএ।
বিষম বিরহ দুঃখ সহন না যাএ॥
ভাবিতে ভাবিতে অতি লায়লীর নেহা।
ভাগ্যহীন মজনুর স্থির নহে দেহা॥
মিলিল অগ্রাণ মাস ক্ষেতি অতিশএ।
মনোরঙ্গে নবভোগ অধিক শোভএ॥
লম্বিত রজনী পৌষ দিবা ভেল ক্ষীণ।
লাগএ শরীরে অতি অহিম প্রহিন॥[১]

১. অহিম প্রবীণ-ক, খ।

বরিখএ তুষার চৌদিকে অন্ধকার।
বিরহ আনল মোর শান্ত নহে আর॥
শ্রীমতি লায়লী সনে না হইল মেলা।
সুদ্ধি বুদ্ধি মজনুর সব দূরে গেলা॥
সহজে তুষার অতি বাঘ হন্তে মাঘ।
সতত দারুণ শীত খরতর নাগ॥
সীমন্তিনী লায়লী রহিল দূর দেশ।
শির পদ মজনুর দহএ বিশেষ॥
হেরিতে ফাগুণ মাস হইলুঁ নিরাশ।
হলাহল ভক্ষিয়া করিমু আত্মনাশ॥
ক্ষুদ্র বুদ্ধি বহরম ভাবের পিয়াসা।
ক্ষিতি মধ্যে বারমাস রচিল চৌতিশা॥

।। লায়লীর বিলাপ ।।

। রাগঃ যমক ছন্দ ।

এবে কহি শুন সবে কর অবধান।
লায়লী বিলাপ যথ মজনু কারণ ।।
কামের বিরহ তাপে আকুল হৃদএ ।
শয়ন ভোজন তেজি সতত রোদএ ।।
সতত চিন্তিত বালা বলবুদ্ধি হীন।
রূপরঙ্গ সব গেল নয়ান মলিন ।।[1]
বিরহ আনলে নিতি[2] দহএ শরীর।
কলেবর চঞ্চল ভেল মন[3] নহে স্থির ।।
হাস-লাস তেজিল জন্মিল মহারোগ।
একতিল শান্ত নহে মনের বিয়োগ ।।
সশোকিত শশধর সন্তাপে সে[4] ভেল ।
ঘনরাত্র তাম্রচূড় শ্রুতি বহি গেল ।।
বন প্রিয়া নাদ করে বনেত বসিয়া।
চলিলা বনিতা সব বনপত্র নিয়া।।
বনপাশে উদ ভেল বন শশাঙ্কর।
মজিল রজনী ঘোর বিলম্ব না কর ।।
পতিব্রতাবতী ধনি উকিবে হে নাদ।
গুরুজনে শুনিলে ঠেকিব পরমাদ ।।
জীবনের শ্রধা নাহি জীবনে যাইমু।
জীবনে প্রবেশ করি জীবন তেজিমু ।।
যার সঙ্গে সঙ্গী হৈয়া না রহে জীবন।
তার সঙ্গে সঙ্গী হৈয়া তেজিমু জীবন ।।

১. নির্বলেতক্ষীণ-ক, খ। ২. চিত্ত-ক, খ। ৩. মনরঙ্গ খিন ভেল প্রাণি নহে স্থির-ক, খ।
৪. সসোজিত সসোধর সন্তাপাস। ভেল-ক, খ।

শুন প্রভু শিরোমণি অবলার বাণী।
মদনে মোহিত তনু সহিতে না জানি॥
কান্ত দিগন্তরে গেল মোর কর্ম দোষে।
কোথাত পাইমু মুঞি তাহান উদ্দেশে॥
কর্মহীন নারী মুঞি অভাগ্য শরীর।
করুণা ছাড়িয়া নাথ বৈদেশে রহিল।
জীবন যৌবন প্রভু বিষাদিত সাল।
আদি অন্তে প্রভু মোর অব্যর্থ বিশাল॥
জীবন যৌবন হন্তে হইল জঞ্জাল।
জীবন যৌবন প্রভু নাহি মোর ভাল॥
জীবন হইল মোর আপদ লক্ষণ।
কোথাএ যাইমু কোথা পাইমু দর্শন॥
কেমতে জীবন মোর হইব নিস্তার।
কমল মুখের বাণী না শুনিলুঁ আর॥
কমল নয়ান মোর কোথা গেল ছাড়ি।
কামভাবে তনু ক্ষীণ সহিতে না পারি॥
এথা ওথা দুই কুলে না পাইলুঁ ঠাঁই।
তোহ্মাকে ভাবিয়া মুঞি শর্বরী গোঞাই॥
অস্থির কামিনী বন্ধ না পুরিল আশা।
একে একে বিলাপএ বিরহে চৌতিশা॥

।। বিলাপ : চৌতিশা ।।

। দীর্ঘছন্দ—রাগ : পঞ্চম।

বিরহ দুঃখে কান্দএ লায়লী উতাপিনী। ধুয়া।

কমল নয়ান পিয় কঠিন তোহ্মার হিয়
করুণা ছাড়িয়া দূরে গেলা।
কর্মহীন অভাগিনী কামবাণে তনু ক্ষীণি
কান্দিতে নয়ান ঘোর ভেলা ।।
কোথা যাইমু উদ্দেশিমু কার ঠাঁই জিজ্ঞাসিমু
কেবা মোর করিব উপাএ।
কান্ত বিনে অভাগিনী কুপিট ভক্ষিমু পুনি
কাম দুঃখ সহ না যাএ ।।
খেদ পরে খেদ অতি খীণ বালা দুঃখমতী
খসাইলুঁ যথ আভরণ।
খরতর কামশরে খণ্ড খণ্ড কৈল মোরে
খেলারঙ্গ বিষাদএ মন ।।
খণ্ড খণ্ড ভেল অঙ্গ খণ্ডিল সকল রঙ্গ
খেলা এক[১] শান্ত নহে চিত।
খণে উঠি খণে বসি খণে খণে নিঃশ্বাসী
খাই বিষ মরিমু নিশ্চিত ।।
গগন গর্জনতর গহন রজনী বড়
গিরি 'পরে নাদএ ময়ূর।
গৃহশূন্য হতভাগী গোঞাই রজনী জাগি
গুপ্তনিধি চলি গেল দূর ।।
গুনিতে দারুণ নেহা গলিত হইল দেহা
গণিতে দিবস ভেল ক্ষয়।
গুরুতর দুঃখভার গলএ নয়ান ধার
গুনি গুনি জীবন সংশয় ।।

১. খেলাএ বে-ক, খ।

ঘটেত অমূল্য ধন ঘটাইয়া নিরঞ্জন
ঘটপুরী করিলেক শূন।
ঘন ঘন পঞ্চবাণ ঘালএ মোহর প্রাণ
ঘোরতর দুঃখ দুইগুণ ॥
ঘূর্ণিত হইল মতি ঘরেত নাহিক পতি
ঘৃণাএ রহিল দূরদেশ।
ঘূর্ণি এক শান্ত নহে ঘুষির আনলে দহে
ঘুষিতে হইল তনু শেষ ॥
উঠিতে বসিতে নিত উফর ফাফর চিত
উষাপতি-পিতা বৈরী হৈল।
উপায় না দেখি মনে উদ্ধার করি্ব কোনে
উল হতে পদ্ম দূরে গেল ॥
উগ্রমন সেবা কৈলুঁ উচিত প্রসাদ পাইলুঁ
উথলএ বিরহ হিল্লোল।
উন্মত্ত বিকল হৈলুঁ উপদেশ হারাইলুঁ
উদ্দেশিয়া হইলুঁ আকুল ॥
চাতকের রব শুনি চকিত বিরহী প্রাণি,
চৌদিকে হেরিএ নিজ পতি।
চিন্তাএ বিদরে বুক চিত্তেত জন্মিল দুখ
চৈতন্য হারাইলুঁ দুঃখমতি ॥
চন্দ্রের মহিমাহীন চকোর সহজে ক্ষীণ
চঞ্চল বিকল বিরহিণী।
চন্দনে শরীর দহে চামরে শীতল নহে
চিন্তিত দুঃখিত অভাগিনী ॥
ছলিয়া মধুর ভাষে ছাঁদিয়া[২] বিষম পাশে
ছাড়ি গেল প্রাণের ঈশ্বর।
স্নেহহীন পঞ্চবাণ ছেদিল মোহর প্রাণ
স্রোতে আঁখি বহে নিরন্তর ॥

২. চড়িয়া-ক, খ।

ছাড়িয়া গেলেক্ প্রিয় ছটফট করে হিয়
শ্রধা নাই এ রূপ-যৌবন।
ছিড়িলুঁ কণ্ঠের হার ছাড়িলুম অলঙ্কার
শূন্য হৈল প্রভুর বিহীন॥
জগত হইল ঘোর যথ বুদ্ধি হৈল ভোর
জনম হইল বিষময়।
জন্মিল বিরহ-দুখ জীবনে নাহিক সুখ
জলে পশি মরিমু নিশ্চয়॥
জাগিয়া গহন রাতি জঞ্জাল ভাবিয়া অতি
জপিতে আছিএ এক জাপ।
যদি সে° গেলেক নাথ যাইমু উহার সাথ
জুড়াইতে মনের সন্তাপ॥
ঝলম বিচিত্র সাজ ঝলমলিএ বিরাজ
ঝরিলেক পতি অভিমানে।
ঝরএ নয়ন ধার ঝরক অনিবার
ঝঙ্করে সদাই পঞ্চবাণে॥
ঝামর বয়ান রাই ঝলমল জ্যোতি নাই
ঝুরিতে ঝুরিতে দিন যাএ।
ঝগড়াএ নাই কাজ ঝম্প দিমু জল মাঝ
ঝঙ্কারএ মদনে সদাএ॥
নিয়ড়ে বালেমু নাই নির্লক্ষ্য দুখিনী রাই
নিরবধি দগধে মদনে।
নিদাঘ বিপদ ভার নিরঞ্জন বিনে আর
নিস্তার করিব কোন জনে॥
নির্ঘাত বিরহ শরে নিচেতন কৈল মোরে
নিঃশ্বাসেক রহিছে পরাণ।
নিশ্চয় অবহুঁ যদি নিকটে মিলিল নিধি
নিমেখ দর্শনে পরিত্রাণ॥

৩. জেদেশে-ক, খ।

টুটিল অশক্য সুখ টুক টুক হৈল বুক
টঙ্গি উচ্চ করিলু নির্মিত।[৪]
টিকেত না'হিক স্থান টলিল স্থিরতা জ্ঞান
টলমলে শান্ত হেন চিত্ত॥[৫]
টঙ্ক অতি খরতর টান দিয়া পঞ্চশর
টঙ্কারে হরএ প্রাণ মোর।
টলি গেল স্বামী মোর টাঙ্গিএ বিরহ ডোর
টুকেক দায় নাহিক ভোর॥
ঠাকুর সুন্দর রাএ ঠেলিয়া কমল পাএ
ঠুনি করে গেলা পরবাস।
ঠেকিল আপদ অতি ঠাঁইত নাহিক পতি
ঠুনুকাএ হইলু বিনাশ॥
ঠাঁইতে না দেখি পিয় ঠায়র না হএ হিয়
ঠেকাইতে না পারি কান্দন।
ঠেঠাএ গোঞাইলু কাল ঠাণ্ডা গৃহে দুঃখজাল
ঠাকুরের না পাইলু দর্শন॥
ডুবিলুঁ বিরহ-সিন্ধু ডাক দেও প্রাণ বন্ধু
ডুবিতেছি করহ উদ্ধার।
ডানে বামে নাহি পিউ ডরাএ অধিক জিউ
ডিক ভরি না দেখিলু আর॥
ডাকাইত রতিপতি ডাটনা করিয়া অতি
ডাক দিয়া হরিল জীবন।
ডালে মুলে বৃক্ষ ভাঙ্গি ডুবাইলা কিসের লাগি
ডগমগ স্থির নহে[৬] মন॥
ঢাবস হইল দুর ঢোল রঙ্গ হৈল চুর
ঢুঁরিয়া না পাইলু দরশন।
ঢিট আঁখি দুঃখবতী ঢাকিলু নয়ান জ্যোতি
ঢলিলেক ও রূপ-যৌবন॥

৪. রচিত-ক, খ। ৫. জ্ঞান-পুঃ পাঃ। ৬. কর-ক, খ।

চুলনি আকৃতি পুনি চুলিতেছি একাকিনী
ঢেউ উথলিয়া মনোভঙ্গে।
ঢেকা মারি পঞ্চশরে ঢলকি ফেলিল মোরে
ঢালিলেক তপ্ত নীর অঙ্গে॥

আগমন হৈল পুনি আশ্বাসি মধুর বাণী
আহ্মাক ছাড়িয়া গেলা সাঁই।
আঁখি মোর পন্থ হেরি আনলে তাপিত নারী
আজু আজু করিয়া গোঞাই॥

আসিতে গুণের নিধি আরাধন করি বিধি
আনিয়া মিলাও দয়াময়।
আহ্মার জীবন-ধন আন সনে আন মন
আত্মবধী হইমু নিশ্চয়॥

তীক্ষ্ণবাণ রতিপতি তুরিত সন্ধান অতি
তরিবারে না দেখি উপাএ।
তনুক্ষীণী বিরহিণী তাপিত বিকল পুনি
তিল এক সহন না যাএ॥

তুহ্মি দয়াশীল মণি তনু ভাবে অবোধিনী
তোহ্মাপদ মুঞি না সেবিলুঁ।
তে কারণে প্রভু মোরে তেজিয়া গেলেক দূরে
তান ফল বিচ্ছেদে পাইলুঁ॥

স্থির বুদ্ধি দূরে গেল থুল যথ শূন্য ভেল
থকিত হইল মোর জ্ঞান।
স্থানেত না দেখি পতি থরক হইল মতি
থাল হাতে মাগোঁ প্রভু দান॥

থাকিত বালেমু ঘরে থাপনা করিত মোরে
স্থানের না পাইলুঁ মুঞি স্থিত।
স্থাব্যধন নিল হরি স্থলঘট শূন্য করি
থোড়া এক না কৈল পিরীত॥

দারুণ বিরহীচিত দহ এ কন্দর্প নিত
দীননাথ হইলেক বাম।
দিবারাত্রি একসরী দীঘল নিঃশ্বাস ছাড়ি
দুঃখিনীর না পুরিল কাম॥

দক্ষিণে পবন বড় দুসঃহ মদন শর
দ্বিজরাজ আনল সমান।
দহে তনু বিরহিণী দর্শন না পাইলুঁ পুনি
দড়াইলুঁ তেজিতে পরাণ॥

ধৈরজ না হএ মন ধর্বাণিত আলিঙ্গন
ধিক্ মোর এ দুষ্ট জীবন।
ধন্ধকার সব দেখি ধারা বহে দুই আঁখি
ধরিবাম কাহার শরণ॥

ধবল বসন ছিল ধূলিতে মলিন ভেল
ধ্যান জ্ঞান হারাইলুঁ সকল।
ধন-রত্ন-রূপ-আশ ধীরে ধীরে হৈল নাশ
ধর্মহীন হইলুঁ বিকল॥

নবীন বয়স মোর না সেবিলুঁ পদ তোর
না চিনিলুঁ পর কি আপনা।
না জানিলুঁ তোহ্মা নাম না গণিলুঁ পরিণাম
না পুরিল মনের কামনা॥

নয়ান মলিন ধনি না লক্ষ্যএ দিনমণি
না মিলিল প্রভু গুণরাজ।
নষ্ট হৈল হতবুদ্ধি না পাইলুঁ হেতু সুদ্ধি
নাই মোর জীবনে পুনি কাজ॥

পুরান পিরীতি-ভাব পশ্চাতে বিরহ-তাপ
পরিহাসে পরাণ হারাইলুঁ।
পুণ্যহীনী পাপ মতি প্রমাদে ঠেকিলুঁ অতি
পরলোকে নিরাশ হইলুঁ॥

পরম ঈশ্বর বিধি পতিত-পাবন নিধি
প্রণতি করহুঁ অতিশএ।
পার কর ভবসিন্ধু পলটি মিলাও বন্ধু
পুষ্পধনু জীবন হরএ॥

ফুল ভারে বৃক্ষ দোলে ফোটে ফুল ধনু ভোলে
ফাগু মাথে লয় সর্বজন।
ফুটিল বিরহ শাল ফেলিনু গলার মাল
ফাফর হৈল মোর মন॥
ফরিয়া না পাইলুঁ পিউ ফাটএ মোহর জিউ
ফুলের বর্ণতে[৭] তনু দহে।
ফলিত না হৈল আশ ফুকারিমু কার পাশ
ফুলশরে জীবন না রহে॥
বুলিতে মরম ব্যথা ব্যথিত পাইমু কোথা
বিস্মরিলা বালেমু আল্লাএ।
বিধাতা বিমুখ যার বিপদ বিগতি সার
বিরহ বিলাপে দিন যাএ॥
বিনোদ ঠাকুর মোর বিদেশে রহিল ভোর
বারেক[৮] না কৈলা আগমন।
বুদ্ধি মোর নহে স্থির বরিখে নয়ান নীর
বৃথা হৈল এ রূপ-যৌবন॥

ভরমে গোঞাইলুঁ দিন ভিন্ন ভাবে হইলুঁ ভিন
ভজে না করিলুঁ পরিচয়।
ভ্রমিতে নাহিক ওর ভাবিতে হইলুঁ ভোর
ভূষণ লাগএ শূন্যময়॥
ভাবের সাগরে ডুবি ভয়ে ভীত মনে ভাবি
ভাসিতে ভাসিতে নাহি তীর।
ভাবিয়া করিলুঁ সার ভরসা নাহিক আর
ভাগ্যহীনী তেজিমু শরীর॥

৭. কনীর বান্ধব-ক, খ। ৮. রসিক-ক, খ।

মন্মথ বিষধরে মরমে ডংশিল মোরে
মন্ত্রে বিষ না হএ খণ্ডন।
মুহুশ্চিত্ত হৈলু রাই মরণে ঔষধ নাই
মাত্র ওহি পিয়ের দর্শন ॥
মনের মানস নিধি মলিন না কৈল বিধি
মনোরথ[৯] না পুরিল আর।
মন মোর নহে স্থির মলিন চিকুর চীর
মন্দির লাগএ শূন্যকার ॥
যুবকী বিহনে নারী যুবাজন রঙ্গ হেরি
যুগল নয়ানে বহে নীর।
যৌবন হইল বৈরী[১০] যমদম সহ রাতি[১১]
যুবতীর দগধে শরীর ॥
রাত্রদিন অনুক্ষণ রমণী দুঃখিত মন
রাখিবারে না পারি জীবন।
রতিরস হৈল ভঙ্গ রতি পতি দহে অঙ্গ
রহিবাম কাহার শরণ ॥
রাজী-বন-স্নেহ পিয়া রহিলা বিদেশে গিয়া
রাপিয়া[১২] আলাপ না করিল।
রামরিপু-চিতা যেন রমণীর হিয়া তেন
রাত্রি এক শান্ত না হইল ॥
লক্ষ্য নাহি নিলক্ষিনী লক্ষিতে নারিলুঁ পুনি
লুক দিল প্রভু শিরোমণি।
লক্ষিতে নিঃশ্বাস ছাড়ি লোচন সজল নারী
লক্ষ্যধন হারাইলুঁ পাপিনী ॥
লুবধ অবোধ মতি লাঘব পাইলুঁ অতি
লভিলুঁ জনম অকারণ।
লোকেত রহিল হাস লাজ মান হৈল নাশ
ললাটেত এ দুঃখ লিখন ॥

৯. মদোবাঞ্ছা-ক, খ। ১০. বন্দী-ক, খ। ১১. অমসমগর নাদি-ক, খ। ১২. রূপিজান-ক, খ।

বিরহে বিদরে বুক বিষাদ সকল সুখ
বিষম বিচ্ছেদ অতিশয়।
বিদেশে রহিল পতি বিলম্ব হৈল অতি
বিষ খাই মরিমু নিশ্চয়॥

বলবুদ্ধি হারাইলুঁ বিকল চঞ্চল হৈলুঁ
বৈরী হৈল হরির নন্দন।
বিফল যে রঙ্গ-লাস বঞ্চিত সকল আশ
বিশেষ তাপিত মোর মন॥

শত্রুভাবে মোর প্রতি শমন সমান অতি
স্মরদেবে দহএ সঘন।
শরীরে দারুণ নেহা শান্ত নহে মোর দেহা
শ্বাস মাত্র রহিছে জীবন॥

শয়নেত বিরহিণী স্বপন দেখিলুঁ পুনি
স্বামী সঙ্গে রঙ্গ অতিশয়।
স্বপ্ন ভঙ্গ দুঃখমতি সমুখে না দেখি পতি
শয়ন লাগএ শূন্যময়॥

সুভাগিনী মনোরঙ্গে সুচরিত পতি সঙ্গে
সুখ বিলাসএ নিরন্তর।
শূন্য ভেল গৃহ মোর শুদ্ধিবুদ্ধি হৈল ভোর
সুন্দর নাগর দূরান্তর॥

সুললিত পিকনাদ শুনি লাগে পরমাদ
সুধাকর বরিখে আগুনি।
শুভদশা দূরে গেল সুবেশ মলিন ভেল
সুখ-মুখ না দেখিলুঁ পুনি॥

সপূর্ণা যৌবন রাই সমর্পিলা কার ঠাঁই
সহজে বালেমু নিকরুণ।
সতত বিরহ-বাণ সন্ধানে বিদরে প্রাণ
রতিপতি বড় নিদারুণ॥

সন্তাপিত কর্মহীনী সহায় নাহিক পুনি
সম্পদ-জীবনে নাহি আশ।
শান্ত নহে মন মোর সজল নয়ান ঘোর
সর্বক্ষণ ছাড়এ নিঃশ্বাস ॥

হিত বিড়ম্বিল বিধি হাতের রতন নিধি
হাসিতে হারাইলুঁ অভাগিনী।
হীনবল ক্ষীণ তনু হিয়া দহে পুষ্পধনু
হতবুদ্ধি হৈলুঁ পাপিনী ॥

হরদেব ভয় কৈলুঁ হরিকুলে জনমিলুঁ
হতভাগী বিধির কারণ।
হেরিতে না পাইলুঁ পতি হায় নারী দুঃখবতী
হলাহল করিমু ভক্ষণ ॥

ক্ষেপ করে হরবৈরী ক্ষমা দেও পরিহরি
ক্ষেপএ দুঃসহ[১৩] শরঘাত।
ক্ষয় হৈল[১৪] বিরহিণী ক্ষমিতে না পাই পুনি
ক্ষিতি মধ্যে রাখিলুঁ খ্যাত ॥

খ্যাত বিখ্যাত অতি ক্ষমাকর মুখ-জ্যোতি
ক্ষিতিত নেজাম[১৫] শাহা বীর।
ক্ষেমিতে মনের মান ক্ষিতিত চৌতিশা ভাণ
ক্ষুদ্রবুদ্ধি দৌলত উজির ॥

১৩. বে দুঃখ-ক, খ। ১৪. ক্ষেলএ খে-ক, খ। ১৫. বিজএ-ক, খ।

।। লায়লীর দেহত্যাগ ।।

। রাগ ঃ বিষাদ।

দারুণ হেমন্ত ঋতু অধিক কুৎসিত।
শমন সমান পুনি হৈল বিদিত ।।
জরিল উদ্যান অঙ্গ তাপিত যৌবনে।[১]
হিম অপ উপজিত[২] কুসুম নয়ানে ।।
পত্র সব ঝরিয়া পড়িল একে এক।
উদ্যান মেদিনী যথ হইল আদেখ ।।
ডাল সব পত্র বিনু হৈল লণ্ডমএ।
মৃগের দ্বাদশ শৃঙ্গ যেহেন শোভএ ।।
পুষ্প সব চলি গেল পবন সহিত।
শূন্যময় নিধুবন দেখিতে কুৎসিত ।।
চিন্তিত কোকিল সব পরম বিষাদ।
ত্রস্ত হই রহিলেক না করএ নাদ ।।
পুষ্প বিনু অলি সব তাপিত হৃদএ।
ভস্ম লাগাইয়া অঙ্গে ভূমিত লুটএ ।।
কার্তিক-বাহনগণে না ধরে পেখম।
যথ ইতি রঙ্গ নব হৈল খণ্ডন ।।
ভরিল সঞ্চর কাক উদ্যান মণ্ডল।
অন্যে অন্যে জন্মিল কলহ কোলাহল।।[৩]
এহেন সময় যদি হইল বিদিত।
লায়লীক সঙ্কট জন্মিল আচম্বিত।।
একনিশি শশিমুখী তাপিত জীবন।
মনেত ভাবিয়া দুঃখ করিলা শয়ন ।।
নিদ্রাএ আছিল ধনি জরিল শরীর।
আচম্বিত অকস্মাৎ জন্মিলেক পীড় ।।

১. তপন-ক, খ। ২. পবন হানি উপজে-ক, খ। ৩. জন্মিলেক কলহে কলেলে-ক, খ।

অঙ্গেত লাগিল তান যেন হুতাশন।
ফাফর হইয়া ধনি লভিল চেতন॥
বিশেষ তাপিত তনু উপজিল ঘর্ম।
প্রবিষ্ট হইল পীড় জরিলেক মর্ম॥
রূপ-রঙ্গ দূরে গেল তনু হৈল ক্ষীণ।
মলিন চিকুর চীর বল বুদ্ধি হীন॥
ছটফট করে চিত্ত পুনি নহে স্থির।
উঠ-বস করে নিত্য বিকল শরীর॥
দিনে দিনে ব্যাধি অতি বাড়িতে লাগিল।
নিদ্রাসুখ উপভোগ সকল তেজিল॥
অনেক দিবস ধরি অসুস্থ অঙ্গণা।
ক্ষেণেক না হএ শান্ত অঙ্গের বেদনা॥
এসব দেখিলা যদি দারুণ জননী।
হৃদয় দহিল তার দুঃখের কাহিনী॥
ঔষধ করএ মাতা অনেক প্রকার।
কোন মতে লায়লীক নাহি প্রতিকার॥
সহজে প্রেমের পীড় তাপিত সদাএ।
পিউ ধন্বন্তরী বিনে নাহিক উপাএ॥
কহিতে লাগিলা তবে লায়লী সুন্দরী।
শুন মাতা প্রেমবতী গুণের ঈশ্বরী॥
নিবন্ধ পূরিল মোর মরিতে সময়।
অবিনাশ পুরে আক্ষি যাইমু নিশ্চয়॥
এই অবশেষ মাত্র দুইর দর্শন।
আক্ষার সহিত পুনি নাহিক[৪] মিলন॥
নিকটে ঘনাই বৈস শুন মোর মাঞি।
দুইচারি কথা কহি বসি এক ঠাঞি॥
দশমাস উদরে লইছ মোর ভার।
প্রেমের বেদনা পুনি সহিছ অপার॥[৫]

৪. নাহিব-ক, খ। ৫. আমার-ক, খ।

শিশুকালে বহুযত্নে করিছ পালন।
ভালমন্দ শিখাইছ করিয়া যতন॥
সুজনের প্রেমে যদি হইলুঁ আকুল।
মোহর কারণে দুঃখ পাইছ বহুল॥
লক্ষ অব্দ যদ্যপি তোহ্মার সেবা করি।
তোহ্মা গুণ পরিশোধ করিতে না পারি॥
গুণের ঈশ্বরী তুহ্মি জননী বেদনী।
তুহ্মি বিনি নাহি মোর দুঃখের দুঃখিনী॥
এক্কে একে আদি অন্ত মোহর প্রকৃতি।
তোহ্মা তরে গোপত নাহিক যথ ইতি॥
বচন৬ এক নিবেদিএ চরণে তোহ্মার।
যদি কৃপা কর মাতা হইমু নিস্তার॥
ঐ যে মজনুবর পরম দুঃখিত।
মোহর পিরীতি ভাবে হইছে তাপিত॥
যে ক্ষণে শরীর তেজি আহ্মি চলি যাই।
বার্তা জানাইবা মোর মজনুর ঠাঁই॥
কহিবা তোহ্মার ভাবে লায়লী দুঃখিনী।
জন্মিল পিরীতি-পীড়া হারাইল প্রাণি॥
শুদ্ধরূপে আছিলেক গেল শুদ্ধ মতে।
শুদ্ধভাবে দিন কথ বঞ্চিল জগতে॥
এইরূপে রূপবতী জননীর ঠাঁই।
যথেক সংবাদ কথা কহিল বুঝাই॥
নিধন সময় যদি হইল নিকট।
বিলাপ করএ ধনি ভাবিয়া সঙ্কট॥
মরিমু নিশ্চয় প্রভু তোহ্মার কারণ।
মরণে সে মনস্কাম হইব পূরণ॥
ধনজন ছিল মোর জীবনের কাল।
তেজিতে না দিল মোরে জগত জঞ্জাল॥

---

৬. বাক্য-ক, খ।

ইষ্টগণ ছিল[৭] মোর রিপুর সমান।
পূরাইতে না দিল মনের অভিমান ॥
জীবন অবধি দুঃখ না হৈল নিবার।
মরণে সে দুঃখ হন্তে হইমু নিস্তার ॥
আনন্দে মিলিমু এবে নিজ কান্ত সনে।
কৌতুক[৮] ভুঞ্জিমু এবে হরষিত মনে ॥[৯]
রিপুগণ পরিবাদ বিবাদ ছোড়াই।
নিশ্চিন্তে রহিমু এবে গোর মধ্যে যাই ॥
কান্ত-মুখ নিষেধ নাহিক যেই ঠাম।
বঞ্চিমু আনন্দরূপে পূরাইমু কাম ॥
যাবত প্রণয় হৈব বিধাতা নিবন্ধে।
ভুমি-শয্যা পরে নিদ্রা যাইমু আনন্দে ॥
আহ্মি তোহ্মা তুহ্মি আহ্মা শুন প্রাণেশ্বর।
তুহ্মি আহ্মি এক প্রাণ এক কলেবর ॥
এ বুলিয়া রূপবতী তেজিলা শরীর।
দেহ তেজি প্রাণ খানি হইল বাহির ॥
এথ দেখি সভানে রোদএ উচ্চস্বর।
প্রলয় সময়[১০] যেন হইল গোচর ॥
দারুণ দুঃখিনী বড় জননী বেদনী।
রোদন করএ অতি অতাপে তাপিনী ॥
শ্রাবণের ধারা জিনি বহএ নয়ন।
শ্রবণে না শুনে পুনি রোদন বচন ॥[১১]
শিরেত ঘাতএ পুনি বুকেত হানএ।
আকুলি হইয়া মাতা ভুমিতে পড়এ ॥
হাহা মোর প্রাণের নন্দিনী সুলক্ষণী।
কুরঙ্গ নয়ানী সুতা সুরঙ্গ বয়ানী ॥
ধর্ম আরাধিয়া পেলু তুহ্মি রত্ন সার।
দশমাস উদরে হৈছি তোহ্মার ভার ॥

৭. ইষ্টমিত্রগণ-ক, খ। ৮. কতুকে-ক, খ। ৯. হরিষ বদনে-ক, খ। ১০. সমান-ক, খ।
১১. নিরোধ বচন-পুঃ পাঃ।

প্রাণের অধিক মুঞি করিলুঁ পালন।
অধিক পাইলুঁ দুঃখ তোহ্মার কারণ ॥
বৃদ্ধকালে মোহরে পালিবা হেন আশ।
মুঞি বড় অভাগিনী হইলুঁ নৈরাশ ॥
এই মতে বিলাপএ জননী দুঃখিনী।
জোড় হারাইয়া যেন আকুল হরিণী ॥
অবশেষে মাতাবর গোলাবের জলে।
কন্যাক গোসল দিল বিরল সুস্থলে ॥
নির্মল অম্বর দিয়া করিলা কাফন।
চর্চিত করিলা অঙ্গ কুঙ্কুম চন্দন ॥
বিবাহ কুমারী যেন সাজন সুবেশ।
বিষের আনন্দে হৈল নিদ্রার আবেশ ॥[১২]
কাষ্ঠের তাবুত মাঝে রাখিয়া লায়লী।
ঘর হন্তে গোরেত লৈ গেলা[১৩] সবে মিলি ॥
আগে পাছে মিত্রগণ রুদিত নয়ান।
ডানে বামে ইষ্টসব দুঃখিত বয়ান ॥
হাহাকার শব্দ অতি ভরিল ভুবন।
অচৈতন্য মাতাবর না চিনে আপন ॥
তবে পুনি ঘর হন্তে লায়লী নিকালি।
গোরস্তানে লই গেলা পুরি করি খালি ॥
শাস্ত্রের বিধান মতে দাফন করিয়া।
পলটি আইলা সব শোকাকুলি হৈয়া ॥
বুক ফাড়ি দুইখান হইল কবর।
বসিবারে স্থান দিল বুকের অন্তর ॥[১৪]
আকাশের চন্দ্র যেন পশিল মেদিনী।
গোরের অন্তর হৈল লায়লী কামিনী ॥
খাটপাঠ পুষ্পশয্যা তেজিয়া সকল।
ভূমিত শয়ন কৈলা শরীর নির্মল ॥[১৫]

১২. বেসর আনন্দ কৈলা নিদ্রা অবশেষ-ক, খ। ১৩. নিকালে-ক, খ। ১৪. হৈল বুকের উপর-ক, খ। ১৫. কমল-ক।

ভূমিত মাণিক্য যেন ঢাকিয়া রাখএ।
সেইমত কুমারীক রাখিলা নিশ্চএ॥
পাষাণে বান্ধিয়া গোর[১৬] করিলা নির্মাণ।
চৌদিকে শোভিত ভেল পুষ্পের উদ্যান॥

১৬. পাট-ক।

॥ শ্মশান বৈরাগ্য ॥

এই মতে সংসার মধ্যে কেহ নহে সার।
মনেত ভাবিয়া দেখ সব ধন্ধকার॥
সিদ্ধা আদি তাপস গুণীন জ্ঞানবন্ত।
অধিকারী ছত্রধারী অনন্ত মোহন্ত॥
অনেক সাধকগণ রূপে অবতার।
কাহাক নহিল সার সংসার অসার॥
পৃথিবীত পন্থিক তুলন[১] নরগণ।
রাত্রিতে বসতি পুনি দিবসে গমন॥
হাট বসাইতে যেন আসিছে নগরে।
অবশেষে গমন করিব নিজ ঘরে॥
উৎপন্ন বিলয় দুই প্রভুর নির্মাণ।[২]
কেহ আগে কেহ পাছে নাহিক এড়ান॥
কেহ আসে কেহ যাত্র তার নাহি অন্ত।
এক পন্থ ছাড়িয়া নাহিক দুই[৩] পন্থ॥
বিদেশে আসিয়া মুক্রি হৈছোঁ বিভোর।
নিজ প্রিয়া আম্মার আছএ অই পুর॥
নিজ দেশে গমন করিমু অবশেষ।
বণিজ কারণে যেন আসিছি বিদেশ॥
ধনী হোন্তে ধন লই বণিজ করিলুঁ।
থাউক লাভের ধন মূলে হারাইলুঁ॥
ধনীর বিদিত গিয়া কি দিমু প্রবোধ।
লুবধ মুগধ মুক্রি বিশেষ অবোধ॥
নদী নৌকা সঞোগে খেওয়ার নাই লেখা।
পার হৈলে কার সনে কার নাই দেখা॥
নর দেব পশুপক্ষী এতিন ভুবন।
এক প্রভু বিনে মাত্র সকল মরণ॥

১. ভুল না-পুঃ পাঃ। মরণ জীবন দোহ প্রভুর নির্মাণ-খ। ৩. দোসরা নাই-খ।

জীবন স্বপন তুল মরণ নিশ্চএ।
সংসার আপনা হেন নাহিক প্রত্যএ ॥
এ ঘোর[৪] বসতি সুখসম্পদ বিরাজ।
স্ত্রী-পুত্র ধনজন নাই কোন কাজ ॥
ইষ্টমিত্র আছএ পন্থের পরিচএ।
কেহ কার সঙ্গী নহে মরণ সমএ ॥
একসর আসিয়াছি যাইমু একসর।
পাপপুণ্য বিনে সঙ্গে না যাইব দোসর ॥
বিষম যে মায়া-মোহে হরিল চেতন।
আল্লার মধুর নাম না কৈলুঁ স্মরণ ॥[৫]
শিশুকালে জ্ঞানহীন না আছিল বুদ্ধি।
না জানিলুঁ হিতাহিত না জানিলুঁ সুদ্ধি ॥
যৌবন কালেত মন মাতঙ্গ গমন।
জ্ঞানের অঙ্কুশে মন না হৈল স্থাপন ॥
এবে মোর বৃদ্ধকাল হৈল উপস্থিত।
বুদ্ধি সুদ্ধি পরাক্রম সকল খণ্ডিত ॥
অবেহ শমন-ধর্ম এক না করিলুঁ।
দুইকূল হারাইয়া আকুল হইলুঁ ॥
ঘটেত আছিল মোর স্বামী প্রাণধন।
না চিনিলুঁ মুঞি পাপী অন্ধল লোচন ॥
না সেবিলুঁ গুরুর চরণ অনুপাম।
না গুনিলুঁ পরিণাম না পূরিল কাম ॥
কায়া মনে না সেবিলু চরণ কমল।
নরকের তাপে তনু[৬] হইব বিকল ॥
অকারণে নিষ্ফলে গোঞাইলুঁ তিনকাল।[৭]
পরিণামে পরলোকে পাইমু জঞ্জাল ॥

৪. ভোর-খ। ৫. পরম ঈশ্বরভাব নাহিক যতন-পুঃ পাঃ। ৬. প্রাণ-খ।
৭. হাস্যরঙ্গে অকারণে গোঞাইলুঁ কাল।
পড়িলে অপরলোকে সহজে জঞ্জাল-পুঃ পাঃ।

আল্লার রসূলবর ত্রিভুবন সার।
তাহান কলিমা বিনে নাহিক নিস্তার॥
শুনিয়াছি তত্ত্ব মুখে জীবন অবধি।
একবার তাহান কলিমা পড়ে যদি॥
মহামন্ত্র কলিমার প্রতাপ কারণ।
উম্মতের পাপ-তাপ হইব মোচন॥
দ্বীনের নৌকাতে নবী উন্মত ভরিবা।
কলিমা কাণ্ডারী হই ভরা তরাইবা॥
আসাউদ্দীন শাহা ধার্মিক সুজন।[৮]
উজির দৌলতে কহে উত্তম বচন॥

৮. দৌলত উজির কহে করিয়া মিনতি।
মোহাম্মদ পদ বিনে আন নাহি গতি॥-পূঃ পাঃ

।। লায়লীর মৃত্যু সংবাদে মজনু ।।

। যমক ছন্দ। রাগঃ করুণ ভাটিয়াল।

লায়লী সুন্দরী[১] যদি তেজিলা শরীর।
দারুণ জননী অতি হইলা অস্থির।।
বিকলিত তনু মাতা[২] থকলিত কেশ।
পরিধান পীতাম্বর যোগিনীর বেশ।।
লায়লী নিধন পুনি জানাইতে কারণ।
মজনু নিকটে গেলা নজদ গহন।।
মজনু দেখিলা যদি লায়লী জননী।
পিরীতি আনলে তার দহিল পরাণি।।
আগুবাড়ি আসিয়া করিলা পরণাম।
ভক্তিভাবে পুছিতে লাগিলা মনস্কাম।।
কহ মাতা লায়লী কুশল আনন্দিত।
আহ্মা প্রতি প্রাণ ধনি কেমন পিরীত।।
এথ শুনি জননী কান্দএ উচ্চস্বর।
লায়লী বারতা মোরে জিজ্ঞাসা না কর।।
কহিতে না আসে মুখে বিদরে হৃদয়।
মোর সম অভাগিনী নাহিক নিশ্চয়।।
শিরে মোর পড়িলেক বজ্র আচম্বিত।
বিধাতা কঠিন মোরে অতি বিড়ম্বিত।।
লায়লী কামিনী মোর অমূল্য রতন।
নিদয়া শমনে তাক করিল দমন।।
জগত মোহিনীবর তেজিল জীবন।
জগতের সুখ সব হইল খণ্ডন।।
প্রাণের দোসরী সুতা বিধি নিল হরি।
অভাগিনী জননী হইলুঁ একসরী।।

---

১. দুঃখিত-ক, খ। ২. মাতাবর-ক, খ।

তোর প্রেমে রূপবতীর জন্মিলেক পীড়।
তোর প্রেমে চন্দ্রমুখী তেজিল শরীর॥
তোর ভাবে জগতে বঞ্চিল কথদিন।
তোর ভাবে গোঞাইল বলবুদ্ধি হীন॥
তোর লাগি জন্মিছিল জগত মাঝার।
তোর লাগি নিধন হৈল পুনর্বার॥
এথেক শুনিল যদি মজনু অনাথ।
আচম্বিত শির মধ্যে পৈল বজ্রাঘাত॥
কি কহিলি কি কহিলি নিদয়া জননী।
কি শুনিলুঁ শ্রবণে এহেন দুষ্ট বাণী॥
মরমে লাগিল মোর অতি বড় ব্যথা।
তোহ্মা মুখে কেমতে আইল এই কথা॥
কুশল বুলিতে মাতা চিন্তিলুঁ হিত।
কঠিন হৃদয় তোহ্মা জানিলুঁ নিশ্চিত॥
এ বুলিয়া মজনু হইল অচেতন।
আত্মজ্ঞান তেজিল না চিনে পরাপন॥
দৈবের ঘটনে যদি চৈতন্য লভিল।
উচ্চস্বরে দুঃখমতি কান্দিতে লাগিল॥
হাহা কন্যা প্রেমবতী ত্রিলোক সুন্দরী।
প্রাণের পরাণি মোর রঙ্গের দোসরী॥
সুখের সুখিনী মোর দুঃখের দুঃখিনী।
ত্রিভুবনে তোহ্মা সম না পাইমু পুনি॥
পাইয়া পরশমণি হেলাএ হারাইলুঁ।
আপনা করম দোষে আপনা খাইলুঁ॥
আহ্মাকে তেজিয়া ধনি করিলা গমন।
কোথা গেলে তোহ্মা সনে হৈব দরশন॥
সুরঙ্গ পালঙ্ক তেজি সন্তাপিত মন।
কোনমতে মেদিনীতে করিলা শয়ন॥
হাহা কন্যা প্রেমবতী কমল বদনী।
কেমতে তোহ্মার দুঃখে রাখিমু পরাণি॥

এ-চাঁদ বদন তোহ্মা পুনি না দেখিলুঁ।
অমৃত বচন তোহ্মা পুনি না শুনিলুঁ॥
তুহ্মি হেন প্রাণধনে হইলুঁ বঞ্চিত।
তোহ্মার বিরহে মুঞি মরিমু নিশ্চিত॥
এ বুলিয়া মজনু সতত দুঃখ ভার।
চলি ভেলা লায়লীর গোর দেখিবার॥
আরব দেশেত আসি করিল প্রবেশ।
নয়ান সজল অতি শরীর কুবেশ॥
একস্থানে শিশুগণে বসিয়া খেলএ।
মজনু সেসব ঠাঁই জিজ্ঞাসা করএ॥
লায়লীর গোর কোথা দেঅ দেখাইয়া।
প্রদক্ষিণ করি আহ্মি তথাত যাইয়া॥
শিশুগণে জিজ্ঞাসিল কি নাম তোহর।[৩]
কি লাগি জিজ্ঞাসা কর লায়লীর গোর॥
বুলিলা মোহর নাম মজনু দুঃখিত।
লায়লী ঈশ্বরী মোর জগত বিদিত॥
এথ শুনি হাসিলেন্ত যত শিশুগণ।
মজনুর তরে তবে[৪] বুলিলা বচন॥
সত্য যদি লায়লীর ভাবক হইতা।
ভাবিনীর গোর তুহ্মি আপনে চিনিতা॥[৫]
তোর ভাব যদি সিদ্ধি হইত নিশ্চিত।[৬]
না করিতা আনেত জিজ্ঞাসা কদাচিত॥[৭]
ভাবক ভাবিনী মর্ম গোপতে প্রচার।
চিত্রগুপ্তে[৮] না জানএ তার সমাচার॥
প্রেমরূপ আলাপ অপূর্ব অতিশএ।
এই আঁখি যোগ্য নহে দেখিতে নিশ্চএ॥

৩. তোমার ক, খ। ৪. প্রতিভাবে-পুঃ পাঃ। ৫. চিনিয়া লইতা-পুঃ পাঃ। ৬. তোর ভাবে সে যদি হইত অনুপাম-ক, খ। ৭. আন স্থানে না পুছিতা ভাবিনীর ঠাম-ক, খ। ৮. চিত্তগতি-ক, খ।

প্রেম বাণী অকথ্য কথন সুললিত।
এই কর্ণ যোগ্য নহে শুনিতে উচিত॥
প্রেম পন্থ অগম নির্গম অন্ধকার।
এই পন্থ সকলে না পারে চিনিবার॥
কেমত ভাবক তুহ্মি পরহ সছিদ্দ।
ভোরমতি ঘোর আঁখি না হৈছে প্রসিদ্ধ॥
শিশু সকলের হেন শুনিয়া উত্তর।
দুঃখের উপরে দুঃখ বাড়িল[৯] বিস্তর॥
মনেত জানিয়া সত্য এসব বচন।
লজ্জিত হইয়া অতি করিলা গমন॥[১০]
চারিদিকে গোর যথ নয়ানে দেখিলা।
একে একে ঘ্রাণিতে ঘ্রাণিতে চলি গেলা॥
কোন গোরে না পাইলা লায়লীর গন্ধ।
বুকে হানে শিরে মারে মনে ভাবে ধন্ধ॥
অবশেষে এক গোর মিলিল সাক্ষাত।
ঘ্রাণিতে লায়লী গন্ধ পাইলা তথাত॥[১১]
পাইয়া[১২] ঈশ্বরী গন্ধ অতি[১৩] আমোদিত।
ভাবের সাগরে ডুবি হইলা মোহিত॥
দণ্ডবত হইলেক করিয়া[১৪] ভকতি।
সপ্তবার প্রদক্ষিণ হৈয়া দুঃখমতি॥
দুই ভুজ প্রসারিয়া রুদিত নয়ন।
গোরের উপরে তবে রাখিয়া বদন॥
ললাট ভরিয়া দিয়া কবরের রেণু।
মন দুঃখে বিলাপএ দারুণ মজনু॥
আসাউদ্দীন শাহা পুরাএ মানস।
উজির দৌলতে কহে বচন সরস॥

৯. মজনু হইল অতি দুঃখিত-ক, খ। ১০. রুদিত নয়ান-ক, খ। ১১. আসিয়া নাসাত-ক, খ। ১২. প্রাণের-ক, খ। ১৩. পাই-ক, খ। ১৪. হইলা তবে নিয়ম-ক, খ। ১৫. দৌলত উজির কহে শুন মহামতি।
না ভাবিও দুঃখ দোঁহ থাকিয়া সঙ্গতি॥ পুঃ পাঃ।

।। মজনুর শোক ।।

। দীর্ঘছন্দ।

কান্দএ মজনুবর না চিনি আপনাপর
ঘন জিনি নয়ানে বহএ।
হাহা মোর প্রাণবতী ত্রিলোক মোহন সতী
তুহ্মি বিনে জীবন না রহএ ।।
না দেখিয়া প্রাণ ধনি ডংশিল বিরহ-ফণী
গরলে দহএ তনু নিত।
কি হৈব উপাএ মোর না মানে ধরণী ডোর
না করে ওষুধে কোন হিত।।
সদাএ আকুল চিত চিন্তিত তাপিত নিত
জন্মিলেক ।বিষম সন্তাপ।
নিঃশ্বাস ছাড়এ ঘন পরম দুঃখিত মন
দুঃখভাবে করএ বিলাপ।।
কি করিমু যাইমু কথা মরমে জন্মিল ব্যথা
কোনে মোরে করিব উপাএ।
ছাড়িয়া দারুণ নেহা বিরহে দগধে দেহা
পুনি দুঃখ সহন না যাএ ।।
না দেখিলুঁ সুখভোগ দুঃখের উপরে দুখ
চৌদিক বেঢ়িল দুঃখ জালে।
ঘোর হৈল দশদিশ মরিমু খাইয়া বিষ
নতু কিবা পশিমু পাতালে।।
জন্ম জন্ম পুণ্য ফলে ধর্ম আরাধন বলে
পাইলুঁ লায়লী প্রাণ ধন।
শিশুকালে এক সঙ্গে আনন্দ কৌতুক রঙ্গে
বিশেষ পিরীতি দুইজন ।।[১]

---

১. প্রওজন-ক, খ।

অনেক আদর নেহা এক প্রাণ এক দেহা
দোঁহ দোঁহা প্রেমরস জাপে।
যৌবন সমএ দুই বিরহ বিচ্ছেদ হই
দোহান জনম গেল তাপে॥

মোর লাগি প্রাণবতী আপদ পাইলা অতি
না পাইলা সংসারের সুখ।
না করিলা সত্য ভঙ্গ বিরহে দহিলা অঙ্গ
জনম অবধি পাইলা দুখ॥

হাস্য রস করি হীন প্রেমতাপে অনুদিন
গোঞাইলা জনম দুখিনী।
তেজিলুঁ জীবন আশ বনেত করিলুঁ বাস
উত্তাপিত দিবস রজনী॥

তেজিলুঁ সংসার সুখ পাইলুঁ বিশেষ দুখ
অন্নজল তেজিলুঁ সকল।
পশু পক্ষীগণ সনে জনম গোঞাইলুঁ বনে
প্রেমভাবে হৈলুঁ বিকল॥

বিধি মোরে হৈল বাম না পূরিল মনস্কাম
দেহ তেজি প্রাণ দূরে গেল।
মোর শিরে অকস্মাৎ পড়িলেক বজ্র ঘাত
হৃদএ পশিল দুঃখ শেল॥

মুঞি বড় দুষ্টমতি দু:খিত তাপিত অতি
বিষ হৈল জনম জীবন।
তুহ্মি হেন নিধিয়ার বিচ্ছেদ হইল যার
তাহার জীবন অকারণ॥

প্রাণ-ধনি দূরে গেল আশা না পূরণ ভেল
জীবন লাগএ মোর লাজ।
আএ প্রাণ ছাড় দেহ আর কি তোহ্মার নেহ
ধনি বিনে প্রাণে কিবা কাজ॥

কোমল শরীর ধনি শিরীষ কুসুম জিনি
নিদারুণ ধরণী চাপিল।
রঙ্গ রূপ হৈল দূর অস্থিচর্ম হৈল চূর
রক্ত মাংস মাটিতে স্থাপিল॥

দশন সুন্দরী শশী রহিলা মেদনী পশি
খসিল নয়ান সুললিত।
খাট পাট পুষ্প শয্যা সখীগণ পরিচর্যা
কথা গেল ঐ সুখ বিরাজ।
ইষ্ট মিত্র পরিহরি প্রাণ-ধনি একসরী
কিরূপে রহিলা গোর মাঝ॥

তেজিয়া সংসার নেহা অখনে ছাড়িমু দেহা
ধনি সনে মিলিমু বিরলে।
না জানিব অন্যজনে না দেখিব রিপুগণে
বঞ্চিমু আনন্দ কুতূহলে॥
জগত জঞ্জাল তেজি ধনি প্রতি চিত্ত মজি
ধরণী মন্দিরে প্রবেশিমু॥

দুই ভুজ প্রসারিয়া কবর কোলেত লৈয়া
প্রেমভাবে মজনু সুজন।
লায়লীর নাম ধরি হাহাকার শব্দ করি
ততক্ষণে তেজিলা জীবন॥

ভাবিয়া লায়লী নেহা মজনু তেজিল দেহা
উঝল হইল সেই ঠাম।
দেখিয়া আহার ভোগ পাইয়া সংসার যোগ
উড়িল বহরী অনুপাম॥
পুষ্পের স্বরূপ বাসে অলি অতি হাবিলাষে
ভ্রমিয়া রহিল মকরন্দে।
প্রেমের আহার দেখি উড়িল জীবন পাখী
বান্ধিয়া রহিল প্রেম ফান্দে॥

কবরেত দুইজন বক্ষে বক্ষ
মজিয়া রহিব মন সুখে।
দুনিয়াতে পাইল দুখ কবরেত হৈব সুখ
নিজ প্রিয় লইবেন বুকে ॥[১]
আসাউদ্দিন নাম রূপে গুণে অনুপাম
সেই পদে শির করি স্থির।
লায়লী মজনু পোথা সমাপ্ত গ্রথন কথা
রচিলেন্ত দৌলত উজির ॥

সমাপ্ত

১. দেখিতে রসুল মুখ খণ্ডাইবা নর দুখ
মনস্কাম করিবা পূরন
—পুঃ পাঃ।

পরিশিষ্ট

॥ ক ॥

। পাদটীকার সংকেত-কুঞ্জী ।

পূঃ পাঃ---লায়লী-মজনু কাব্যের প্রথম সংস্করণের পাঠ।

ক---বাঙলা একাডেমীর ৪৮ সংখ্যক পুথি। ভূমিকায় 'ঘ' চিহ্নিত। লিপিকারিণী—রহিমুন নিসা।

খ---বাঙলা একাডেমীর ৪৯ সংখ্যক পুথি। ভূমিকায় 'ঙ' চিহ্নিত। লিপিকর---জিন্নত আলি।

গ---বাঙলা একাডেমীর ৫০ সংখ্যক পুথি। ভূমিকায় 'জ' চিহ্নিত।

ঘ---বাঙলা একাডেমীর ৫১ সংখ্যক পুথি। ভূমিকায় 'খ' চিহ্নিত। লিপিকর---কালিদাস নন্দী।

আ---আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-বিধৃত পাঠ। ভূমিকায় 'ঝ' চিহ্নিত।

॥ খ ॥

। না'ত-অংশের অতিরিক্ত পাঠ ।

[৪৬৩ সংখ্যক পুথি। ভূমিকায় 'ঘ' চিহ্নিত]

[না'ত-এর মূল বক্তব্যের সঙ্গে এ অংশের সঙ্গতি নেই। তাই এটি প্রক্ষিপ্ত রচনা বলেই আমাদের বিশ্বাস।]

পয়গাম্বর একলক্ষ চব্বিশ হাজার।
সুলেমান মোহাজন[১] হইছে যাহার॥
আদেশিলা দীনবন্ধু ত্রিভুবন পতি।
জিব্রাইল আদি জথ ফিরিস্তা প্রভৃতি।[২]
এ সপ্ত গগন কর মহাজুতির্ময়এ।
রছুলক আন গিয়া যে আল্লার আলএ॥
আজ্ঞা পাইয়া জথেক ফিরিস্তা হরষিত।
রছুলক আনিবারে চলিলা তুরিত॥
মনিষ্যের মুখ প্রায় ফিরিস্তার মতি।
আনিলা বোরাগ এক বিজুলির গতি॥
রজ্জব চাঁদের ছিল সাতাইশ রজনী।
আরোহণ বোরাগ রছুল শিরোমণি॥
ঘন হোন্তে[৩] সিঘ্রগতি তুরঙ্গ গমন।
গগনে উঠিল গিয়া অতি বিলক্ষণ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আছিল জথেক।
নবগ্রহ প্রতি সব দিল একে এক॥
ভূমি[৪] প্রতি দিলা মোহা শয়ন সমভোগ।
লোভ দিল বুধেতে লেখিতে ভক্ত জোগ॥

১. পানজান মহারাজ-ঘ। ২. ফিরিস্তার পতি-পুঃ পাঃ। ৩. মহাবলবন্ত-পুঃ পাঃ।
৪. প্রেম-ঘ।

নৃত্য গীত কাম ভাব শুক্রেত জিনিলা।
রবি প্রতি উদরের রাক্ষসী সৃজিলা॥
ক্রোধ জথ দিলা মঙ্গলের প্রতি।
নিজ গর্ব দিয়া রাজা হইল বৃহস্পতি॥
শনি প্রতি দিলা জথ মনের বিকার॥
নির্মল উজ্জ্বল সিন্ধু খিজিরের বর।
একে একে আরোহিলা আকাশ উপর॥
জথ পয়গাম্বর সঙ্গে ফিরিস্তা সমাজ।
দরশন করি সুখে করিলা নামাজ॥
আগে পিছে ফিরিস্তাএ ধরিল জোগান।
সপ্ত স্বর্গে বিহার করিলা অনুমান॥
পরম সুন্দরী ভিহিস্তের হুরগণ।
অষ্ট অঙ্গ বিরাজিত রত্তন আভরণ॥
ভিহিস্তের টঙ্গী কণক নির্মাণ।
জড়িত মুকুতা মণি বিবিধ বি ান॥
ভিহিস্তের উদ্যান অধিক সুললিত।
সুগন্ধি সমীর ধীর বহে আমোদিত॥
ভিহিস্তের চারি নদী একত্রে বহএ।
চারি ধার ভিন্নাবহ জথেক মিশএ॥
সপ্তম ভিহিস্তের যদি কৌতুক দেখিলা।
সত্তর হাজার টাটি যদি চলি গেলা॥[৫]
চিত্রা নাম স্থলে গিয়া হইল উপস্থিত।
সেই স্থানে জিব্রাইল হইল স্তকিত॥
রছুলে কহিল তবে জিব্রাইল তরে।
এহেন সঙ্কট পথে এড়িলা আমারে॥
পুর্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষিণ।
সমুখে বিমুখে কিছু নাহি পরিচিন॥
হেন অলঙ্ঘনী পথে কিরূপে চলিমু।
পথের উদ্দেশ পুনি কেমতে পাইমু॥

৫. সত্বরে জানিলা-পুঃ পাঃ।

জিব্রাইল কহিলেন্ত রছুল অগ্রেতে।
এহার অধিক আমি না পারি যাইতে॥
একসর যাও তুমি সুখে আপনার।
সঙ্কট সুসমে আছে এক করতার॥
এইরূপে জিব্রাইল যদি সে কহিলা।
পয়গাম্বর করতারে ভাবিয়া রহিলা॥
হেনকালে নিরঞ্জন করুণা সাগর।
আইস আইস মোহাম্মদ বলিলা সত্বর॥
আইস আইস মোহাম্মদ আমার আলএ।
আসিতে আমার আগে না বাসিও ভএ॥
এথ শুনি পয়গাম্বর হইলা আনন্দিত।
আর্শের নিকটে গিয়া রহিলা ত্বরিত॥
মহা জ্যোতির্ময় আর্শ মহিমা অপার।
দেখিলা গগন হন্তে অধিক বিস্তার॥
আদেশিলা মর্ত্ত্য জনে পাতাল ঈশ্বর।
আর্শের উপর উঠিবারে পয়গাম্বর॥
তবে নবী প্রণামিলা করিয়া বিনএ।
আর্শেত উঠিতে মোর উচিত না হএ॥
মুছা পয়গাম্বর কুহু গিরির উপর।
পৃথিম্বিত স্তম্ভ করিলা উঠিবার॥
এই সপ্ত আকাশেতে আর্শ জ্যুতির্ময়।
কোন্ মতে উঠিবাম দেখি লাগে ভয়॥
আদেশিলা নিরঞ্জন রছুলের প্রতি।
আমার পরম সখা তুমি মহামতি॥
কিবা মুছা কিবা ইছা জথ পয়গাম্বর।
তোমার সমান নহে নাহিক দোসর॥
আকাশ পাতাল মর্ত্ত্য এতিন ভুবন।
করিছি তোমার জোতে সকল সৃজন॥
তোমার পিরীতি ভাবে সৃজিছি সংসার।
কিবা আর্শ কিবা কোর্স সকল তোমার॥

তুমি আমি আদি অন্ত একরূপ রঙ্গ।
তুমি আমি এক জান সাগর তরঙ্গ॥
আমি মূল তুমি তরু আর জথ শাখা।
পত্র আদি ফল ফুল তার কিবা লেখা॥
তুমি আহামদ আমি আহাদ অভিন।[৫]
তুমি আমি লোকের মধ্যে এক অক্ষর ভিন॥
আর্শর উপরে আস না ভাবিঅ ভীত।
এক সঙ্গে আনন্দে বসিমু দুই মিত॥
এথ আদেশিলা যদি কৃপার সাগর।
প্রণামি উঠিলা নবি আর্শের উপর॥
লোমপ্রতি রছুলের লজ্জা উপজিল।
জোত নিরীক্ষিত মাত্র মুদিত হইল॥
জোতে জোতে মিলিয়া রহিল বদ্ধকায়া।
দর্পণেত মিলিলেক দর্পণের ছায়া॥
এক কুণ্ডলিত দুই রজ্জর গুণ।[৬]
আপেত মিশিয়া আপে রহিল নিপুণ॥
সাগরেত ঢেউ পুন[৭] মিশিল সাগর।
মিশিল জলের বিন্দু[৮] জলের উপর॥
আহামদ আহাদে পুন হইল আপন।[৯]
অমিল মিলন হৈল অকথ্য কথন॥
মিলিল ভাবকবর ভাবিনী সহিত।
নিরাকার সনে জেন আকার মিশ্রিত॥
মুর্সিদে জানএ মাত্র সেই মত সার।
এহারে বুঝিতে কিবা শকতি আমার॥
আদেশ করিলা তবে প্রভু নিরঞ্জন।
পৃথিম্বিত রছুল করিলা আগমন॥
স্মরণ করিলা নবি উম্মতের প্রতি।
কোন সন্দেশ লাগিলা তান প্রতি॥[১০]

৫ প্রবীন-ঘ। ৬. ধনু একগুণ-ঘ। ৭. যেন-ঘ. ৮. বিন্দু-ঘ। ৯. আজ্ঞা দেখা দেখন হইল আপন-ঘ। ১০. লোকের মধ্যে সার-পূ: পাঃ।

রতি ভুক্তি একবার করিতে গোছল।
লোমে লোমে জথ অঙ্গ ধুইব সকল॥
নিশি দিশি নামাজ পড়িতে পঞ্চবার।
বৎসরেত এক চান্দে রোজা রাখিবার॥
সাহাদৎ কলিমা পড়িবা দিলে মন।
নিজ ধন থাকিলে হজ্ঞ যাইতে কারণ॥
জথ ধন থাকে তার দিবেক জাকাত।
এই পঞ্চ প্রসাদ দিলা ত্রিভুবন নাথ॥
এ পঞ্চ আদেশ জান যে জনে পালন।
নিশ্চয় তাহার হইব ভিহিস্তে গমন॥
এ নয়[১১] হাজার কথা গোপত বেকত।
কহিলা শুনিলা নবি প্রভুর অগ্রেত॥
উম্মতের কারণে নবি পাইয়া সন্দেশ।
অস্তুত করিলা নবি হরিষ বিশেষ॥
প্রণমিয়া সেই ক্ষণে শয়নেত গুপ্ত।
ফিরিলেন্ত নবিবর মে'রাজ সমাপ্ত॥
প্রভাতে বসিয়া নবি লোকের সমাজ।
বকুল উজ্জ্বল যেন পূর্ণ শশী রাজ॥
রজনীতে মেহেরাজ হইল যেরূপ।
যথাযুত সভা মধ্যে করিলা স্বরূপ॥
এথ শুনি সভানে হইলা সানন্দিত।
নবির দরুদ সার কহিলা নিশ্চিত॥
এ পঞ্চ সন্দেশ পাই সাফল্য মানিলা।
প্রভুর সেবার তত্ত্ব আমূল জানিলা॥
যে জন মোহর বাক্য না করে প্রত্যয়।
তাহার গমন হৈব নরকে নিশ্চয়॥

১১. এমস্ত-পুঃ পাঃ।

॥ গ ॥

॥ মজনুর শোক ॥

। দীর্ঘছন্দ ।

। প্রথম সংস্করণের পাঠ ।

[এই সর্গের পাঠে পার্থক্য খুব বেশী, পাঠান্তর হিসেবে তাই প্রথম সংস্করণের পাঠ এখানে মুদ্রিত হল ।]

কান্দএ মজনুবর না চিনি আপনা পর
নয়ানে বহএ স্রোত ধার ।
সতত আকুল মতি বিরহে বিষাদ অতি
জগত লাগএ শূন্যকার ॥
শিরেত হানএ কর লোটএ মেদিনী পর
কাল নাগে ডংশিল হৃদয় ।
ঔষধ নাহিক তার নিশ্চয় মরণ সার
জীবনের নাহিক প্রত্যয় ॥
বুদ্ধি সুদ্ধি দূরে গেল বিকল চঞ্চল ভেল
জন্মিলেক বিষম প্রলাপ ।
নিঃশ্বাস ছাড়এ ঘন প্রণয় দুঃখিত মন
দুঃখ ভাবে করএ বিলাপ ॥
স্মরিলা যথেক কথা মরমে জন্মিল ব্যথা
তুমি মোক করিবা উপাএ ।
আর না দেখিমু ধনি নিশ্চয় তেজিমু প্রাণি
পুনি দুঃখ সহন না যাএ ॥
দুঃখ সনে হৈল দেখা বিপদের নাহি লেখা
মিলিলেক বিশেষ জঞ্জাল ।
যাইতে না পাই দিশ নিশ্চয় ভক্ষিমু বিষ
নতু কিবা পশিমু মুক্তি শাল ॥

জন্মে জন্মে পুণ্য ফলে ধর্ম আরাধন বলে
পাইলুম নয়ন-রঞ্জন।
শিশুকালে এক সঙ্গে অনেক কৌতুক রঙ্গে
বিশেষ পিরীতি দুইজন॥

অনেক আদর নেহা এক প্রাণ এক দেহা
প্রেমরস বিশেষ বিধান।
জপিলা মোহর জাপ সহিলা মোহর তাপ
ক্ষণেক না ছিল আন মন॥

মোহর কারণে সতী আপদ আইলা অতি
না জানিলা সংসারের সুখ।
না করিলা সত্য ভঙ্গ বিরহে দহিলা অঙ্গ
জনম অবধি পাইলা দুখ॥

মুঞি দুষ্ট কর্মহীন তোর প্রেমে তনু ক্ষীণ
তেজিলুঁ জনক জননী।
তেজিলুঁ বসতিবাস শরীর করিলুঁ নাশ
আবাল্য রহিছি একাকিনী॥

তেজিলুঁ আপনা সুখ পাইলুঁ বিষম দুখ
অন্নজল তেজিলুঁ সকল।
ভোজন শয়ন তেজি তোর ভাবে চিত্ত মজি
নিশিদিশি রহিলুঁ বিকল॥

বিধি হৈল মোর বাম না পুরিল মনস্কাম
পুনি প্রিয়া দর্শন না ভেল।
আমাক নৈরাশ করি প্রাণেশ্বরী নিল হরি
হৃদয়ে জন্মিল দুঃখ শেল॥

আমি নর দুষ্টমতি দুঃখিত তাপিত অতি
জনম জীবন অকারণ।
তুমি হেন নিধিয়ার বিচ্ছেদ হইল যার
বৃথা তার জনম যৌবন॥

শুভদশা দূরে গেল তোহ্মার নিধন ভেল
জীবনে জন্মএ আর লাজ।
আএ প্রাণ ছোড় দেহ এবে কি তোহ্মার নেহ
প্রিয়া বিনু প্রাণে কিবা কাজ ॥
আহা প্রিয়া সুবদনি.... ....
প্রাণেশ্বরী একসরী
কেমতে রহিলা গোর মাঝ।
নিশ্চয় জানিছি আমি আমার জীবন তুমি
তুমি বিনু আমার বিনাশ।
যথ হৈল পরমাদ জীবনে নাহিক সাধ
অন্তরে মিলিব তোমা পাশ ॥
কহিতে এ সব দুখ গোরেতে রাখিয়া মুখ
প্রেমময় মজনু সুজন।
হাহাকার শব্দ করি লায়লীর নাম ধরি
ততক্ষণে তেজিলা জীবন ॥
ভাবিয়া লায়লী নেহা মজনু তেজিল দেহা
পড়িয়া রহিলা গোর ঠাঁই।
...... মায়া মোর অন্ধকার।
না ভাবিল পরম ঈশ্বর ॥
দেখিতে রছুল মুখ খণ্ডাইবা নর দুখ
মনস্কাম করিবা পূরণ।
আসাউদ্দিন নাম রূপে গুণে অনুপাম
সেইপদে শির করি স্থির।
লায়লী মজনু পোথা সমাপ্ত গ্রথনগতা
রচিলেন্ত দৌলত উজির ॥

॥ ঘ ॥

[মহিলা-কবি রহিমুন নিসা বাঙলা একাডেমীর ৪৮ সংখ্যাক পুথির লিপিকারিণী। কবিতা রচনায় তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। আলাউলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের লিপিকালেও তিনি তাঁর আত্মকথা কবিতায় প্রকাশ করেছেন, বাঙলা একাডেমী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৯৬৩ সন) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক-লিখিত মহিলা কবি 'রহিম্ উন্‌নিসা' নামের প্রবন্ধ স্মর্তব্য। আলোচ্য ৪৮ সংখ্যাক পাণ্ডুলিপিতেও রহিমুন নিসা 'আত্মপরিচয়' দিয়েছেন। সে অংশটুকু এখানে বিধৃত হল।]

॥ রহিমুননিসার আত্মপরিচয় ॥

সুন এবে নিবেদন করি অনুপাম
হেরিআ লেখিলুম পোস্তক মনুরম।
যদি সে য়ক্ষর ভুল হৈলে কদাচন
তাকে সুদর্জ্জিতে মুই করি নিবেদন।
গুনিনের চরণেতে করি পরিহার
অপবাদ ক্ষেমিবারে আরতি আমার।
মুই অতি খিনমতি দুক্ষিত তাপিত
বংস গ্রাম কহি কিছু সুনহ নিশ্চিত।
ছিরিমতি খুদ্রঅতি রহিম নিচা নাম
সুলুক বহর নামে গ্রাম অনুপাম।
পীতা য়তি সুদ্ধমতি আবদুল কাদের
ছুপিখানদানে তাঁই আছিল সুধির।
অচঞ্চলা খিরস্থির তাহার চরিত
গ্যান অতি সুদ্ধমতি তপে আতুলিত।
পির হৈআ সির্ষসব করিল বহুল
কত কত সির্ষ হৈল পীর সমতুল।

কত লোক সির্ষ আনি খেলাপত দিআ
আপনাকে আপন জে দিল চিনাইআ।
তত্বকথা পাই সির্ষ সুধির হইয়া
সে সকলে গ্রামে ২ সির্ষ করে গিআ।
তান পিতা গুনযুতা বুদ্ধি আতুলিত
জংলি সাহা করি নাম প্রভু ভাবে চিত।
চারি খান্দানের মাজে খলিফা হইআ
পীর হই রহে চট্টগ্রামেতে আসিআ।
সেক কোরসের বংসে জনম হইআ
বহু সির্ষ করিলেক এথাতে রহিআ।
তাহান মুরশিবগণ দুক্ষিত হইআ
মক্কাদেশ হন্তে এথা রহিল আসিআ।
সুকে জদি কথদিন কাটিলেক কাল
দান ধর্ম পুণ্য কর্ম্ম করিল বিসাল।
জম হন্তে বলবন্ত কারে না দেখিআ
স্বোর্গ পুরে জাই দেহ রহিলেক গিআ।
মুই হতঅভাগিনি দেখ বোদ লোক
বুদ্ধিস্থিত না হইতে পিতা পরলোক।
আবোদ কালেতে মোর পীতা সর্গগতি
পীতাসোক ভাবিতে চিন্তিতে তনু ক্ষাতি।
তেকারণে সাস্ত্রপাট সিখিতে নারিলুম
হেলে খেলে অভাগিনি কাল গোআইলুম।
মোর তিন ভ্রাতা আর মাত্রি গুণবতি
জতকিঞ্চিত সাস্ত্রপাট সিখাইল নিতি।
মোর জেষ্ট ভ্রাতা দুই নাম সুন তার
আবদুল জব্বার আর আবদুল হত্তার।
মোহর কনিষ্ট ভ্রাতা এই নাম তান
আবদুল গফার করি অবোদ অজ্ঞান।
কুট বুদ্ধি হিন্য তিনির মাতার নাম
আলিমন্নিছা করি গুণে অনুপাম।

তাহান স্নোহাএ অধিনি অয়বলাএ
সাস্ত্রপাট সিখিলু ইশ্বর কৃপাএ।
কিন্তু মনান্তরে মোর এই সে সোচন
অবোদ কালেতে মোর পীতার নিধন।
অনুদিন হৃদান্তরে এই সে ভাবন
কদাচিত না সেবিলুম পীতার চরণ।
গুরুর চরণ স্বরি বিরচিলুম পদ
আসির্বাদ কর গুণি তরিতে আপদ।
হিনখিন অল্পগান মুই কলঙ্কিনি
স্তিত্ব থাকিতে আসির্ব্বাদ কর গুনি।
সোভান চরণে হিনি মাগি পরিহার
অশুদ্ধ হইলে পদ সুদিঅ য়ামার।
স্ত্রিরি জাতি হিনমতি নাই সুবেবার
নবির চরণ বিনে নাহিক নিস্তার।

[স্পষ্টত এটি 'পদ্মাবতী' কাব্যের আগে লিপিকৃত। কারণ এখানে রহিমুন নিসার ভাই বোন জীবিত। পদ্মাবতীর পাণ্ডুলিপিতে মৃত ভাইয়ের জন্য বিলাপ আছে।]

॥ ৬ ॥

। শব্দার্থ, টীকা ও টিপ্পনী ।

[বর্ণানুক্রমিক]

সংকেত ঃ

সং = সংস্কৃত
তুলঃ = তুলনীয়
কবি প্রঃ = কবি প্রসিদ্ধি, কবি প্রযুক্ত
প্রাঃ = প্রাকৃত
ফাঃ = ফারসী
শ্রীঃ কৃঃ = শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
প্রাঃ বাং = প্রাচীন বাঙলা
ব্রজঃ = ব্রজবুলি
হিঃ = হিন্দি
আঃ = আরবী

অকুমারী—কুমারী বা বিবাহযোগ্য কন্যা অর্থে। আদ্যে 'অ' স্বরের আগম। তুলঃ অঝর বা অঝোর, অঝর নয়নে কান্না।

অজপা —নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কালে সহজে ও স্বাভাবিকভাবে যে মন্ত্র (হং-সঃ) উচ্চারিত হয়, তার নাম 'অজপা'। ইহা যোগ শাস্ত্রের একটি সাধন প্রক্রিয়া বিশেষ। যোগশাস্ত্রে যেমন 'অজপা' ও 'জপ' এই দুই প্রকারের মন্ত্র আছে, সুফীদের জিক্‌রের মধ্যেও তেমনই দুই প্রকারের জিক্‌র আছে। এর একটির নাম জিক্‌র-ই জলী (বা প্রকাশ্য জিক্‌র বা জপ)। অপরটির নাম জিক্‌র-ই খফী (গুপ্ত জিক্‌র বা গুপ্ত জপ)। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণ এই জিক্‌র-ই খফীকেই বাঙলায় 'অজপা' নামে অভিহিত করেন। অন্য অর্থে, যিনি কারও নাম জপ করেন না—আল্লাহ্‌।

অতাপে—অতিশয় সন্তাপে। 'অ', আগম। অনুপ<অনুপম। পদান্তিক

মিলের খাতিরে 'ম'-এর লোপ লক্ষণীয়। —উপমারহিত, অতুলনীয়।

অন্যে অন্যে—পরস্পরে। মধ্যযুগীয় বাঙলায় পরস্পর শব্দের ব্যবহার নিতান্ত দুর্লভ।

অপসর<অপ্সর,—অপ্সরা।

অবশেখ—অবশেষ।

অবহুঁ—অবেহ, এখনও। [+হিঃ বের<সং বেলা] শ্রী কৃঃ অবেহ, আবেহ। (তুলঃ হিঃ আব্‌ভি—একখুনি)।

অবেভার—অ-বেভার<অব্যবহার; অ (নয়, নাই অর্থে বাং উপসর্গ)। ব্যবহার (সঃ)>বেভার। অশোভন বা অনুচিত ব্যবহার।

অবেহ—হিঃ য়হিবের, সংক্ষেপে অবহি> অবৈ>অবে, এবে।

অভব—(ন+ভব) যিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই—আল্লাহ্ অর্থে। তুলঃ আঃ "লম্ য়ুলদ্"।

অ-মান—অ (নয়, নাই অর্থে বাং উপসর্গ) উপেক্ষা, অমর্যাদা, অমান্য।

অশক্য (সং) -অসাধ্য, অবর্ণনীয়, অনুচিত, অশিষ্ট।

অস্তুত—স্তুতি অর্থে ব্যবহৃত। 'অ' স্বরাগম এবং 'অ' আগম হওয়ায় অন্ত্য 'ই' কার লোপ পেয়েছে। আদ্যে যুক্তাক্ষর থাকলে উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য স্বরাগম হয়। যথা, স্পর্ধা—আস্পর্ধা, স্কুল—ইস্কুল।

অহিম-প্রহিন—(অহিম প্রহীন) 'গা মোড়া দেওয়া'? অর্থে ব্যবহৃত।

'আ'

আইল—আসিল।

আউল—আঃ আউলিয়া>আউল। অথবা আকুল>আউল—অস্থির, বাতুল, উন্মাদ। তুল: বাতুল বা ব্যাকুল> বাউল।

আওত—আসিয়াছে।

আগল—অগ্র+ল>অগগ+ল>আগ+ল=আগল—অগ্রগণ্য বা প্রধান।

আগুবাড়ি—<আগবাড়ি<অগগবড্ডি < অগগবুড্ঢি<অগ্রবৃদ্ধি—প্রত্যুৎ-গমনে অভ্যর্থনা।

আছ—<আছ্<অচ্ছি<অস্তি। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে পালি অচ্ছতি (অস্+ছ+তি)>প্রাকৃত অচ্ছই>প্রাঃ বাং আছে। [বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১৬৭]

আছাদন—আচ্ছাদন (আ-ছাদি+অনট্) এখানে আচ্ছন্ন অর্থে ব্যবহৃত। 'মনকে যদি করুণার দ্বারা আচ্ছাদন কর অর্থাৎ মন যদি করুণাচ্ছন্ন হয়।'

আজিম—আঃ 'আযীম' = মহান।

আদেখ—আ (নয়, নাই) +দেখা। অদেখা, অদৃষ্ট, অদৃশ্য।

আন—<আন<অণ্ণ<অন্য।

আন আন—<অণ্ণ অণ্ণ<অন্য অন্য—পরস্পর।

আন চান—<আন ছাঁদ<অন্য ছন্দ। অস্থির, চঞ্চল, যন্ত্রণাগ্রস্ত।

আঁধল—অন্ধ+ল> আঁধ + ল = আঁধল = অন্ধ। ব্রজবুলির অনুকরণে ব্যবহৃত।

আমোদ—<আমোদিত।

আরস—(আঃ) আল্লাহ্ নিরাকার হলেও তাঁর মহিমান্বিত আসন কল্পিত হয়, আরস (আরশ) সিংহাসন বা আসন-ভিত্তি (Dias)। কুর্সী—আসন।

আসক—(আঃ ইশ্‌ক) প্রেম, আসক্তি।

'ই'

ইস্তক—পর্যন্ত, 'অবধি,' সমস্ত (তুলঃ হিঃ ইস্+তক্)।

'উ'

উকিবে—উকি দিবে; ধ্বনি করিবে।

উগএ—(প্রাঃ) উদগার> উগগার > উগার + এ >উগারএ—উগরে > উগএ—'উদিত হয়' অর্থে।

উগিত—(প্রাঃ) উদ্‌গিরিত>উগ্গিইত>উগিত।

উচ্ছব—<উৎসব।

উজার—সং উৎ+জাগর>উজার। মূল অর্থ বিনিদ্র রজনী যাপন, জেগে রাত্রি শেষ করা, প্রচলিত অর্থে শেষ, ধ্বংস, নির্মূল। অথবা উৎ+জড় (মূল, শিকড়) < উজার।

উজিয়াল—সং উজ্জ্বল>হিঃ উজিয়ার >বাং উজিয়াল। পদ্যরূপ।

উঝল—(প্রাঃ) উজ্জ্বল>উঝল>উজল। দীপ্তিমান।

উতাপিত—(উৎ+তাপিত) সন্তপ্ত, মনোকষ্ট, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

উতপন—(উৎ+পদ্‌+ত)—সং উৎপন্ন>উৎপন, (উৎ+পদ+তি) =উৎপত্তি>উৎপতি।

উঞ্চল—(প্রাঃ) উঞ্চল>উঁচা।

উদ—উদয়। ছন্দের খাতিরে 'য়' লোপ।

উষ্ণাএ—উষ্ণবায়ু—গরম বাতাস; লু।

উপজএ—উপ—জন (জন্মান) বা উৎপদ্যতে > উপজ্জএ >উপজ্জএ, উপস্থিত করে, জন্মায়।

উপাম—সং উপম, উপমা। পদ্যরূপ অথবা স্বরের স্থিতি বিপর্যয়জাত। —তুল্য, সদৃশ, কল্প, সমান। তুলঃ নয়ান, আনল।

উপাধিক—[উপ+অধিক] তুলনায় শ্রেষ্ঠ অর্থে।

উপাহার—(উপ+আহার)—প্রধান খাদ্যবস্তু ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য; যথা—ফল, পিঠা ইত্যাদি। পাঠান্তর, উপভোগ—উপভোগ্য বা উপভোজ্য (বস্তু)।

উফর ফাফর—উফর<উষর। ফাঁফর (প্রাঃ) শুষ্ক অনুর্বর। তুলঃ ফাঁফা; এখানে 'আকুল ব্যাকুল' অর্থে ব্যবহৃত। 'বিরহ তাপে উষ্ণ ও তৃষিত হৃদয়' অর্থে। হতভম্ব, বিমূঢ় অর্থে সিলেট জেলায় ব্যবহৃত হয়।

উম্মত—(আঃ) শিষ্য, অনুসরণকারী।

উস্বর—(পাঠান্তর)>উচ্ছর>উচ্চ+স্বর, সং উচ্চস্বর। তুলঃ উচ্ছব, মোচ্ছব।

'উ'

উলুপ—চন্দ্র।

উষা-পতি-পিতা—উষাপতি—পুরুরবা, উষাপতি-পিতা—মদন।

'এ'

এথ—এথেক সং এতৎ √এথ> এথ>এত। এথ—এই, এথেক—এই পর্যন্ত।

এথেকেহ—ইহাতেও।

এহার—[সং ইদস্>ইয়অ>ইহ>এহ+র (তুঃ হিঃ এহর) এহার—ইহার

এহি—এই।

'ও'

ওর—(প্রাঃ; পালি)—সীমা, পরিমাণ, কুল, কিনারা।

'ক'

কথ, কথেক—সং কিয়ৎ>প্রাঃ কেত্তিঅ>কথ>কত। প্রাঃ কেত্তক> কথেক<কতেক।

কবেহ—সং কদাপি হিঃ কবহুঁ; ওড়িয়া কবেহেঁ; বাং ও ব্রজঃ কবেহ।

করতা—সং কর্তা।

করতার—সং কর্তারঃ। গৌরবে বহু বচন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'রব' অর্থে বাঙলায় করতার শব্দ ব্যবহৃত হত।

কর্ম—অদৃষ্ট, তকদীর, পূর্ব জন্মের কর্মের ফল অর্থে।

কলরবত—< কলরব করে।

কররুহ—অঙ্গুলি; আদি অর্থ নখ।

কল্পতরু—হিন্দুমতে স্বর্গের ইচ্ছা-পূরক বৃক্ষ। মুসলিম পৌরাণিক

উপাখ্যানেও বেহেস্তে অনুরূপ বৃক্ষের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। ইহার নাম 'তুবা'।

কাপাস—কার্পাস>কাপাস।

কামসুত—পুরুরবা। কামসুত-ধনি (সুন্দরী, প্রিয়া)—উষা।

কামান—(ফা) ধনু।

কার্তিক বাহন—ময়ূর। হিন্দু পুরাণ অনুসারে ময়ূর কার্তিকের বাহন।

কিলাল, কীলাল—অশ্রু। চোখের পানি।

কীর—শুক পক্ষী।

কুবচন—কুকথা। এখানে কলঙ্ক কথা অর্থে ব্যবহৃত। দুহিতা সম্বন্ধীয় কুকথা।

কৃপিট—হলাহল, বিষ।

কো—<কেহ।

কোন—সং কিম্, হিঃ কৌণ; ব্রজঃ কওন [প্রাঃ বাং কোহ্নে] বাং কোন্+এ=কোনে—কে।

'খ'

খগী—পক্ষিনী, বাং স্ত্রীলিঙ্গ।

খসম—স্বামী।

খেউর—সং ক্ষৌরি>ক্ষেউর> খেউর।

'গ'

গঞ্জিল—গঞ্জিলেন্ত, গোঞ্জাইল, গোঞ্জাই—>গম+ইল্ল>গমিল্ল>গঞ্জিল। প্রাঃ বাং ও ব্রজ: গমাওল, <গোঞ্জাইল, গোঞ্জাই ইত্যাদি।

গাইল—সং গৈঃ হি: গাবৈ; বাং গায়+ইল্ল=গাইল্ল>গাইল।

গাবএ—সং গৈ; হি: গাবৈ; ব্রজ: ও প্রা: বাং গাবএ >গায়।

গাহন— <গাহ <গান অর্থে।

গেয়ান—<জ্ঞান।

গোচন—<গোমূত্র।

গোরস—গোরোচনা। মূত্রাশয় লব্ধ উজ্জ্বল পীতবর্ণ দ্রব্য বিশেষ। ইহা কস্তুরী সদৃশ মূল্যবান পদার্থ; অথবা গোমূত্র বা চনা। গোরস—দুগ্ধ।

গোহারী— (দেশজ হিঃ)—আবেদন, অভিযোগ, প্রতিকার প্রার্থনা।

গৌরব—স্নেহ। মধ্যযুগের বাঙলায় স্নেহ অর্থে গৌরব: অভিলাষ বা বাসনা অর্থে শ্রধা এবং লাঞ্ছনা অর্থে লাঘব শব্দ ব্যবহৃত হত। 'লাঘব' আজও হালকা, লঘুতা, হ্রস্বতা, উপশম অর্থে ব্যবহৃত হয়। লাঞ্ছিত ব্যক্তি মর্যাদায় হালকা বা খাট হয়,—এই অর্থেই 'লাঘব করা'—অপদস্থ বা লাঞ্ছিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইচ্ছা, আসক্তি বা অনুরাগ অর্থে 'শ্রধা' এখনও অপ্রচলিত নয়।

'ঘ'

ঘটপুরী—রূপকার্থে অন্তকরণ।

ঘরমু—(প্রাকৃত ও বাংলা) ঘরমুখ—ঘরের দিকে। মুখ ঘরের দিকে ফিরান অর্থাৎ ঘরের দিকে গমন বা যাত্রা, গৃহমুখীন।

ঘাতকরে—আঘাত হানে। কর্ম ও ভাব বাচ্যে।

'চ'

চউপর—চারি প্রহর।

চকিনী—চক্রবাকী, চখিনী।

চতুরঙ্গদল—চতুরঙ্গদল, পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথী সমন্বিত সৈন্য-বাহিনী।

চকোয়া—চক্রবাক, চখা, চক্রবাক > চক্কবাঅ > চাকবাঅ < চকোয়া> চখা > চকা। কবি-প্রসিদ্ধি এই যে, সূর্য অস্ত গমনের সঙ্গে সঙ্গেই চক্রবাক ও চক্রবাকীর বিরহ দশা ঘটে। আবার সূর্যোদয়ে উভয়ের মিলন হয়। এইজন্য সূর্যকে চক্রবন্ধু বলা হয়।

চাতর—সং-চাচর > চাতর। তুল: তাত>চাচা; তণ্ডুল > চাউল।

চাহা—সং > চা = অভিলাষ।—চাওয়া। হি: চাহ্ (স্পৃহা, অভাব, প্রয়োজন); চাহ্না।

চেতাওসি—উত্তেজিত কর।

চৌআড়ি—সং চতুষ্পাঠী > চৌয়াড়ি, চৌআড়ি। তুল: হি: চৌআড়ী (ওয়ার-ড়-আচ্ছাদন যুক্ত) চৌআড়ি, চারি চালা যুক্ত ঘর, চৌচালী, চৌচালা। বিদ্যালয়।

'ছ'

ছদপ—(ফা:) শামুক, ঝিনুক।

ছাও, ছাওয়াল—সং শাবক > ছাওঅ > ছাও। ছাও + আল = ছাওয়াল, ছাবাল। [ছাআল > < ছাইলা > < ছেলে।]

ছাঞি—< সাঞি < স্বামী—পতি, প্রভু, মালিক।

ছামিউ—(আঃ) শ্রবণকারী, শ্রোতা।

ছার—সং ক্ষার > ছার, ছাই তুচ্ছ বস্তু অর্থে। প্রাকৃতে 'ক্ষ' 'ছ' এ পরিবর্তিত হয়। যথা ক্ষত্রিয়>ছত্রী, ক্ষরিকা > ছাইঅ> ছাই।

ছিরি < শ্রী, সুন্দর।

ছোবাই—প্রাকৃত < ছাপাই < চোপাই (খনার বচনে ব্যবহৃত) কটুকথা। অথবা সং < চপ হি: ছিপানা, ছুপানা > < ছাবাই—গোপন করা।

'জ'

জথ, জথেক—সং যত, যতেক > প্রাঃ জেত্তিঅ > জথেক।

জথইতি—(প্রা:) যতসব।

জাতিএ—জাতিতে। অধিকরণে 'এ' বিভক্তি।

জানহ—(< সং, জ্ঞা) পালি মধ্যম পুরুষ জানথ > জানহ > প্রাঃ জান > জান—জানে, জান, জানিও।

জিয়াএ—(প্রাঃ) জীবিত করে।

জীউত, জীউন > জীবন, জীবৎ।
জোতে—(প্রাঃ) জোতিঃ দ্বারা।

'ঝ'

ঝামর > মলিন, ম্লান।
ঝাঁঝ—সং ঝঞ্ঝ-কাঁসর, কাঁসরের বাদ্য। এখানে অস্ফুট মর্মর ধ্বনি।

'ট'

টুকেক—(টুকরা+এক) লেশমাত্র, কণামাত্র।

'ঠ'

ঠানে—< থানে < স্থানে।
ঠামে = < স্থানে। অন্য অর্থ ভঙ্গি, মনোহর, সুদৃশ্য। 'স্থান' শব্দজ।
'ন' স্থানে অবহট্‌ঠে 'ম'। তুল: ব্রজবুলি।
ঠায়র—ঠাহর—লক্ষ্য করা, চিহ্নিত করা, দৃষ্টিগোচর হওয়া।
ঠেঁঠাএ—নীরসভাবে, শুষ্কভাবে, বৃথায়।

'ড'

ডাটনা—(হিঃ) তিরস্কার করা।
ডালিম—< দাড়িম্ব ফল বিশেষ।

'ঢ'

ঢাবস—(হিঃ) ঢাব্বুস > ঢাবস > ঢাউস—বড় ঘুড়ি।
ঢুঁরিয়া—প্রা: ঢুণ্টন—ঢোঁড়ন, অন্বেষণ, খোঁজা, প্রবেশ।
ঢেকা মারি—> ঠেলা দিয়া।

'ত'

তছু—> তোমার।
তন—তনু দেহ, সুকোমল দেহ।

তাতল—সং তপ্ত + ল > তত্তল = তপ্ত, তাপযুক্ত। ব্রজবুলি। [হিঃ বাল (যুক্তার্থে) > আল > ল।]

তান—তাণং > তান, রূপান্তরে > তাঁর, তাহার, তাঁহার, তাহান ইত্যাদি।

তাবুত—(ফাঃ) কফিন, বাক্স।

তাম্রচূড়—মোরগ। তাম্রবর্ণ শিখাযুক্ত বলে মোরগকে তাম্রচূড় বলা হয়।

তিতল—ভিজাইল, জলে নির্বাপিত করিল।

তিতিল—(কবি প্রঃ) ভিজিল, সিক্ত হইল।

তীর্থ—ঘাট; কটাক্ষ অর্থে প্রযুক্ত।

তুরমান—[ত্বরা] দ্রুতগতি, শীঘ্র।

তুহার—তুষার।

তেহেন—সং তেন > প্রাঃ ও প্রাঃ বাং তেহেন > তেহ্ন [তুলঃ যেন] যেহেন > যেহ্ন—সেইরূপ, সেইভাবে।

তোকাই—(হিঃ ঠোনা) তোক + আ (ক্রিয়াবাচক) সং স্তবক < থোক <তোক—খুঁজিয়া সংগ্রহ করা, একত্র করা।

'থ'

থকলিত—< স্খলিত। চ্যুত, স্থান ভ্রষ্ট, এলায়িত, এলো।

থকিত—< সং স্থকিত। স্থগিত, বন্ধ, সাময়িক বিরতি বা নিবৃত্তি; নিশ্চল।

থাপরি—সং স্থাপ (করতল) হিঃ থাপ (করতলের চাপ) হিঃ থাপড় > থাপ্পর > থাপড়ি, থাপরি-হাততালি অর্থে। তুলঃ থাবড়ান, থাপড়ান।

থু—থেকে।

'দ'

দড়াইলুম—(সং দৃঢ়) দৃঢ় করিয়া বলিলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম।

দবকিয়া—লুকাইয়া, এখানে 'আড়ি পাতিয়া' অর্থে। সং দমন > হিঃ দবনা < দবকানা, বিশেষ্য দবকন।

দহল—সং√দহ+ল = দহল, ব্রজবুলি ও বাংলা। দগ্ধ করিল, পোড়াইল।
দিকভরি—'কোন দিকেও' অর্থে।
দিন—দিবস ও আরবী 'দ্বীন' দ্ব্যর্থবোধক—দিবস ও ধর্ম অর্থে।
দ্বিপীন—হস্তী বা ব্যাঘ্র জাতীয় পশু।
দুইগণ—দুই পক্ষ, গণ—জ্ঞাতি, আপনজন, গোষ্ঠী।
দোলরি—<দোলহরী<দ্বিলহরী।—দুই তরঙ্গ, পংক্তি বা সারিযুক্ত হার।
দোষণা—দোষ দেওয়া, দোষের ভাব। 'ণা' ঘোষণার 'ণা'-এর সাদৃশ্যে প্রযুক্ত। তুলঃ রোষণা।
দোসর—হিঃ দুসরা। দোসর<সং দ্বিসর। সঙ্গী, সহচর, সমান, সমকক্ষ।
দোঁহ, দোঁহে, দোহে দোহান—সং দ্বি, দ্বৌ (ব্রজবুলি) দুহুঁ>দোঁহা> দোঁহান—দুই, উভয়।

'ধ'

ধনি—সুন্দরী, প্রিয়া।
ধাত্রি—সং ধাত্রী>ধায়ী। নাসিক্যভবন ঃ ধাত্রি—শিশু লালনকারিণী।
ধামাল—কামরসাশ্রিত-ক্রীড়া।
ধেয়ান—ধ্যান। পদ্যরূপ।

'ন'

নওবত—নহবত।
নটক—সং নট+ক = নটক-নর্তক, অভিনেতা।
নিকরুণ—নিষ্করুণ—করুণা-বিহীন।
নাদন্ত—নাদ করিতেছে, রব করিতেছে।
নিগম—(নিঃ+গম = নির্গম) পদ্যরূপ। গমন করা যায়না যাতে; অগম্য। তুলঃ দুর্গম।
নিধনী—(নিঃ+ধন = নির্ধন) কথ্য বিকৃতি। ধনহীন, দরিদ্র।
নির্বন্ধিত—কপালে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই, নিয়তি।
নিবেদন—(পদ্যরূপ) নিবেদন।
নিমিখ—(মৈথিল) নিমেষ।

নিয়ড়ে—<নিকটে। প্রা: বাং। নিকট>নিঅড়> নিয়ড়।

নিরঞ্জন—নিঃ (নাই) অঞ্জন (কালিমা, কলঙ্ক) যার। বৌদ্ধদের 'ধর্ম' নিরঞ্জন রূপে কল্পিত। ব্যঞ্জনা সাদৃশ্য আছে বলেই পাক-ভারত-বাংলাদেশে মুসলমানেরা আল্লাহর প্রতিশব্দ হিসাবে 'নিরঞ্জন' ও 'করতার' এমনকি 'ধর্ম'ও ব্যবহার করতেন। লায়লী-মজনু ছাড়াও শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যে পাই ঃ

ধর্মপদে ইসুফে মাগন্ত যেইবর
তত্ক্ষণে সেইবর পাইলা সত্বর।

[পৃঃ ৪৯খ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমিক ১২ সংখ্যক পুথি] আরবের 'আল্লাহ' ইরানে 'খোদা' এবং এই দেশে 'নিরঞ্জন' ও 'করতার' রূপেও অভিহিত হয়েছেন। ইসলামের মৌল কথাগুলি 'আল্লাহ-সালাৎ-সিয়াম যথাক্রমে ইরানে খোদা, নামাজ ও রোজা হয়েছে। আমাদের দেশেও তা-ই হয়েছে। এতে ইসলামি 'আল্লাহর' ধারণা আরবেতর মুসলমানের মনে স্পষ্টতর হয়েছে।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকও বলেন—'মধ্যযুগের এই শব্দটি [নিরঞ্জন] 'আল্লার' প্রতিশব্দরূপে মুসলমানেরা প্রায় সর্বত্র ব্যবহার করিয়াছেন। এই সূত্রে 'নিরঞ্জনের রুম্মা', 'অলক নিরঞ্জন' প্রভৃতির কথা স্মরণীয়। 'নিরঞ্জন' কিন্তু 'বৌদ্ধদেবতা'। মুসলমানেরা বৌদ্ধ দেবতা অর্থে যে শব্দটির ব্যবহার করেন নাই, এই কথা সুস্পষ্ট। শব্দটির মৌলিক অর্থ নিঃ (নাই) অঞ্জন যাহার, সে-ই 'নিরঞ্জন'। আল্লা এক, পাক ও বে-আয়েব (নিষ্কলঙ্ক), ইসলামের এই গুণান্বিত আল্লার একমাত্র প্রতিশব্দ 'নিরঞ্জন' ছাড়া অন্য কোন বাঙলা শব্দ নাই বলিলেও চলে। এই কারণেই মুসলমানেরা সাহিত্যে 'আল্লার' প্রতিশব্দরূপে শব্দটিকে মধ্যযুগে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। মুসলিম সাহিত্যে ইহার ব্যবহার দেখিয়া মুসলমানদের উপর বৌদ্ধ প্রভাবের কল্পনা অলীক, কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যমূলক"। [বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম সংখ্যা; পৌষ, ১৩৬৩ সন]

নীলের ছাপ—স্তনের বোঁটার নীলবর্ণ।
নেহ, নেহা—<স্নেহ, প্রেম।

'প'

পয়দল—(কবি প্র.)। পদাতিক সৈন্য।
পজারও—<প্রজ্বাল ও <প্রজ্জ্বলিত কর।
পরতে—সং পত্র>পত্তর>পতর>হিঃ পরত (বর্ণবিপর্যয়)।
পরত+এ=পরতে—ভাঁজে, স্তরে।
পরত্যেক—পরতেক> প্রত্যক্ষ=চাক্ষুষ।
পরশব—স্পর্শ করিবে।
পরসন—প্রসন্ন=তুষ্ট। (স্বরভক্তি)
পহুঁ—প্রভু।
পাখাল—<পকখালঅ> প্রক্ষালন=ধৌত করা।
পাছার—সং পশ্চাৎ+পার>পচ্ছার> পাছার;
পাছার—আছাড়, পদস্খলনজাত ভূপতন।
পাঁজর—সং পঞ্জর—অস্থি পঞ্জর, হাড়-পাঁজড়া, বুকের পার্শ্বস্থ অস্থি।
'পিঞ্জর=খাঁচা' অর্থে ব্যবহৃত।
পাষণ্ড—দুষ্কর অর্থে।
পাসরি—সং প্রস্মর>পাসর—বিস্মৃতি।
পুরুখ—পুরুষ।
পীড়—পীড়া। পদান্ত মিলের খাতিরে 'আ'কার লোপ।
প্রণামহুঁ, প্রণামহোঁ—প্রাচীনরূপ; উত্তমপুরুষে বর্তমান কাল।
প্রভুরাএ—<প্রভুরাজ=প্রভুশ্রেষ্ঠ।

'ব'

বঞ্চিত, বঞ্চল—অতীতকাল, ১ম পুরুষ। যাপন করিল, অতিবাহিত করিল।
বঞ্চএ—বর্তমানকাল, ১ম পুরুষ। যাপন করে।
বদর আলম—পীর বদর। ইনি সর্বপ্রথম জঙ্গলাকীর্ণ চট্টগ্রামকে

জীনপরীর অধিকার হতে মুক্ত করেন বলে কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে, চাটি (প্রদীপ) হাতে তিনি চট্টগ্রাম দখল করেন বলে এ অঞ্চলের নাম চাটিগাঁ—চাটিগ্রাম ও তজ্জাত আধুনিক চট্টগ্রাম হয়েছে। পীর বদরের পূর্ণ নাম—বদর উদ্দীন আলম বা আল্লমাহ। ইনি সোনার গাঁয়ের অধিপতি ফখর উদ্দীন মোবারক শাহর আমলে (১৩৩৯-৫২ খ্রী) ইসলাম প্রচারার্থ চট্টগ্রামে আগমন করেন। পীর বদর হাজী খলিল নামক এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে জন্মভূমি আরব দেশ হতে এদেশে এসেছিলেন। [পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম—ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক] চট্টগ্রাম শহরে পীর বদরের 'পাতি' বা দরগাহ আছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল চট্টগ্রামবাসী আজও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

বরিখে—(মৈথিল) বরিষে—বর্ষণ করে।

বরিখত—বর্ষণ করে।

বহরী—(হি:)-পক্ষী।

বাউ—(প্রাঃ)-বায়ু, বায়ুরোগ। উন্মাদ রোগ।

বাউল-চরিত—বাউলদের মত উদাসীন। উলঝুল। সংসারে অনাসক্তি উস্কু খুস্কু চুল-দাড়ি ও পোষাক-পরিচ্ছদের প্রতি ঔদাসীন্যই বাউলের বাহ্য লক্ষণ। বাউল<বাতুল, ব্যাকুল।

বাঝিলেন্ত (বন্ধ>বাঝ)আবদ্ধ হলেন।

বাদক—যে একের কথা অপরকে বলে দেয়। চুগলখোর; যে কান-কথা বলে।

বালি (বালী)—বালিকা। বাঙলা ও অবহট্‌ঠ।

বালি-ধনি—তারা, নক্ষত্র।

বালেমু—(বল্লভ > বল্লঅ > বাল+(ম)-অপভ্রংশ) বাঙলা বালেমু। হি: বালম।

বিউর—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। [ভেরী>ভেউর>বেউর>বিউর]

বিকুল—সং ব্যাকুল।

বিগঠ—বিশেষভাবে গঠিত।
বিগুল—(ফাঃ) তূরী, রণশিঙ্গা।
বিভোল—<বিহ্বল>বিহ্‌বল।—অভিভূত, মুগ্ধ।
বিমন—আনমনা।
বিমরিস—বিমর্ষ।
বিমসিয়া<বিমৃষ্য—বিবেচনা করা, ভাবিয়া স্থির করা।
বিয়োগ—(বি+যুজ+ঘঞ্) বিচ্ছেদ, বিরহ, অভাব।
এখানে, বিরহ-বেদনা।
বিলাসএ—বিলাস শব্দজ ক্রিয়া। বিলাসএ=বিলাস করে।
বিশেখ—(মৈথিল) বিশেষ।
বৃক-সিদ্ধ—নেকড়ে বাঘের স্বভাব-পুষ্ট।
বেকত—<ব্যক্ত=প্রকাশ, অভিব্যক্তি।
বেদনী—(ফাঃ বেদনা+ঈ) ব্যথিতা, বেদনাতুরা। স্ত্রী লিঙ্গ।
বৈউব—<বৈভব, ঐশ্বর্য, সম্পদ।
ভঙ্গবর—ঢেউ, তরঙ্গ, ঊর্মি।
ভাএ, ভাহে—সং ভাতি>ভাএ। গাহে, চাহে প্রভৃতির সাদৃশ্যে 'হ' আগম।
—প্রতিভাত হয়, দীপ্তি পায়, দেখা যায়, ভাল লাগে।
ভাব—প্রেম।
ভাবক-ভাবনী—প্রেমিক-প্রেমাস্পদা।
ভোমর—<ভ্রমর। কাঠাদিতে ছিদ্র করার যন্ত্র বিশেষ।

'ম'

মঝু—আমার।
মক্ষী—<মক্ষিকা=মৌমাছি।
মত বোল—বলো না।
মনোভব—মদন, এখানে মনোহর অর্থে।
মন্দ—মৃদু।
মন্দির—গৃহ, অট্টালিকা।

মহন্ত—মহৎ। "অন্যরূপ মহান্ত, অর্থ মঠাধ্যক্ষ। কিন্তু এখানে শব্দটি মঠাধ্যক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। শব্দটি পরে মুসলমানদের (ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের মতে) বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, ইহা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে ইহা হিন্দু "মোহন্ত" নহে। এইখানেও শব্দটি বিশেষণ। সুতরাং ইহার অর্থ কিছুতেই মঠাধ্যক্ষ হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে শব্দটির গঠন এইরূপ—মহা+মন্ত = মহামন্ত>মহান্ত, মোহন্ত, মহন্ত (তুল বুদ্ধিমন্ত, সত্যবন্ত, জ্ঞানবন্ত) অর্থ—মহাজন বা খ্যাতনামা ব্যক্তি, অনেক বড়।" [ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ, ১৩৬৩ সন] অথবা মহান শব্দজ। বাং কবি প্রঃ—মহন্ত।

মাতল—[মদ + ত = মত্ত] ব্রজ মত্ত + অল>মত্তল>মাতাল।

মিনতি—<বিনতি, বিনয়ভাবে, বিনীত বা ব্যাকুল আবেদন।

মুঞি—'আমি'র একবচনে মুই, মুঞি।

মোহিত—মুগ্ধ, অভিভূত, আকৃষ্ট।

মুচ্ছিত—মূৰ্ছিত—সংজ্ঞাহীন, চেতনা-লুপ্ত অবস্থা।

মৃতশোচি—মৃতের জন্য শোকগ্রস্ত।

মেলানি—(প্রাঃ বাং) বিদায়। প্রাদেশিক, 'মেলা করা'—যাত্রা করা। তুলঃ মেলিয়া দেওয়া—বিস্তার বা প্রসারিত করা। দূরে চলিয়া যাওয়ার ভাব।

মেহেন্দি—বৈদ্যক শাস্ত্রে (সং) মেন্ধি>মেহেদি; তুলঃ মেহদী।

মোও—<মউ<মধু।

মোক—আমাকে। মো + ক (কর্মে 'ক' বিভক্তি)।

'য'

যত্তন—যত্ন, যতন। উচ্চারণ বিকৃতিজাত।

যথেক—যতেক।

যথ—যত।

যুদ্ধায়—যোদ্ধা, যুদ্ধ-নিপুণ।

যেহেন—প্রা: যেন প্রা. বাং যেহেন> যেহ্ন।

‘র’

রজ: - ধূলিকণা।

রণি—রণ, যুদ্ধ।

রসালপত্র—আম পাতা।

রাজী-বন—পুষ্প-উদ্যান অর্থে। রাজী-মনোরম।

রুমী— রুম দেশীয়, তুরস্কদেশীয়।

রূপিয়া— রক্তমুখ বানর। এখানে গৌরবর্ণা সুন্দরী। রূপিয়া—অর্থাৎ রূপধারী প্রিয়জন। এখানে রূপ শব্দের সঙ্গে সম্ভবত আদরে ‘ইয়া’ যুক্ত হয়েছে। তুল—ছাঁইয়া, রাতিয়া, ছাতিয়া।

রোই—রোদন করিয়া।

রোষণা—রোষ। ‘না’ ঘোষণার ‘ণা’ এর সাদৃশ্যজাত।

‘ল’

লড়—নড়<রড়—গতি, দৌড়, ছুট, স্থানচ্যুতি, এখানে লম্ফ।

লণ্ডময়—সংলগ্ন = উৎক্ষেপণ, এখানে পর্যুদস্ত, বিপর্যস্ত, তুল-লণ্ডভণ্ড।

লাগ—সংলগ্<লগ্ন হি: লগনা-স্পর্শকরা, যুক্ত হওয়া, সাক্ষাৎ পাওয়া অর্থে। এদেশে বহু।

লাঘব—লাঞ্ছনা। দ্রষ্টব্য ‘গৌরব’।

লুকাইতে—‘অপসরণ’ অর্থে। লুক—লোপ।

লুলিত— [লুল + ত] অবলুণ্ঠিত, লুটিয়ে পড়া।

‘শ’

শমনদমন—শিব, মৃত্যুঞ্জয়।

শরীর—‘র’ বাঙলা দেশের নানা অঞ্চলে ক্ষেত্রবিশেষে ‘ল’ উচ্চারিত

হয়। মাগধী প্রাকৃতেও এর বহু ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শরীর-এর সঙ্গে এখানে রহিল-এর মিল হয়েছে। পাঠ : পৃ: ২৪৮ দ্রঃ।

শান্ত দান্ত—কবি প্রঃ। শান্ত ও সংযত। দান্ত (দম্ + ক্ত)-জিতেন্দ্রিয়।

শাল—<শল্য = শেল।

শূন—<শূন্য।

শাণিত-লুলিত—রক্তাক্ত।

শোহে, শোহত>শোভে, শোভা পায়।

'স'

সপ্তদ্বীপ—সাতটি দ্বীপ—জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। অবশ্য এ বিষয়ে সকল পুরাণ এক মত নহে, বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকমের নাম পাওয়া যায়। এই নামগুলি বায়ু ও মার্কেণ্ডেয় পুরাণানুসারে দেয়া হল।

সপ্তসরি—সাতছড়া বিশিষ্ট (হার)।

সভান—সর্ব্ব > সব্ব > সভ> সব। সভ + আন = সভান, তাহান শব্দের সাদৃশ্যে 'র' স্থানে 'ন' হয়েছে। —সকলে, সকলের। পালি—ষষ্ঠীর 'নং' বিভক্তি 'ন' হয়েছে।

সয়াল— < সআল > সঅল > সকল।

সরোরুহ—পদ্ম।

সাঞি—স্বামী।

সার্থে—সার্থক।

সামিউ– শ্রবণকারী।

সামাল—(ফা.) রোধ করা, রক্ষা, বজায়।

সাল—শল্য বা শলাকা।

সিক—(ফা.) পরগণা, জায়গীর। তুল. সিকদার।—টুকরা, খণ্ড।

সিরাজ—(আ.) আলো, প্রদীপ।

সুগঠ—সুগঠিত।

সুঝ, সুঝিলা—বুঝিলা শব্দের ধ্বন্যাত্মক অংশ।

সুজ্ঝি—বুজ্ঝি শব্দের ধ্বন্যাত্মক অংশ।

সুন—সং শ্বন্ = কুকুর।
সুভোগল—উত্তমরূপে উপভোগ করিল।
সুরতী—(আ. ছুরত) রূপবান।
সুসার—উত্তমরূপে সম্পাদন।
সেজা—সজারু।

সেয়ান—সেয়ানা হি: সয়ান, সয়ানা < সঞ্ঞানঅ < সজ্ঞ্ঞনক < সজ্ঞানক।—চতুর, ধূর্ত।

সোহন—(প্রাকৃত) < সং শোভন = সুন্দর, সুদৃশ্য, সৌষ্ঠবময়।
সোহে—শোভে।

'ষ'

ষোলরস—ষড়রস = মধুর, তিক্ত, কষায়, অম্ল প্রভৃতি। অথবা ষোড়শোপচার।

'হ'

হম—আমি, হমারি—আমার।
হরধর—চন্দ্র, (হর যা ধারণ করেন)।
হরিহিত-সূর্য। পদ্মের বন্ধু।
হরিসুত—কন্দর্প, কামদেব।
হিম-অপ—ঠাণ্ডা জল।

হামিদ খান—কবির মতে ইনি গৌড়ের সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রী.) উজির ছিলেন এবং পরে চট্টগ্রামে দুটি সিক (পরগণা) লাভ করে সেখানে বসবাস করেন। তাঁর বংশধর মোবারক খান চট্টগ্রামের অধিপতি নিযাম শাহ শূরের দৌলত-উজির বা অর্থ সচিব ছিলেন। কবি বহরাম খান মোবারক খানের পুত্র এবং নিযাম শাহর দৌলত-উজির।

হামো—সং অহম্।—আমিও।